আজকাল

www.aajkaal.in

কলকাতা ২৬ আশ্বিন ১৪৩৩ বুধবার ১৪ অক্টোবর ২০২৬ শহর সংস্করণ* ৫.০০ টাকা ১৪ পাতা

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা (बैंक ऑफ़ बड़ौदा / Bank of Baroda)
গ্রেটার কলকাতা রিজিয়ন
৪ তলা, জিএন ৩৮/২, সেক্টর–৫ সল্টলেক, কলকাতা ৭০০০৯১

লিজে প্রেমিসেস ভাড়ার জন্য দরপত্র আহ্বান বিজ্ঞপ্তি

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, গ্রেটার কলকাতা রিজিওনাল অফিস, প্রস্তাবিত নতুন ব্যাঙ্কের শাখার জন্য নিম্নলিখিত এলাকায় পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ এবং জল সরবরাহ সহ সমস্ত সুবিধাযুক্ত, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একতলাতে প্রেমিসেসের স্বত্বধারক/ পিওএ ধারকদের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করছে:

ক্র.নং.	শহরের নাম	পছন্দের স্থান	প্রয়োজনীয় কার্পেট এরিয়া (বর্গফুটে)
১.	চন্দাপুর চাঁপাগাছি (সিটি)	বৈদিক ভিলেজের কাছে, রাজারহাট	১০০০ থেকে ১৩০০ বর্গফুট
২.	অ্যাকশন এরিয়া ৩, রাজারহাট	অ্যাকশন এরিয়া ৩, রাজারহাট	১৫০০ থেকে ১৯০০ বর্গফুট

পাবলিক সেক্টর ইউনিট/ ব্যাঙ্ক/ আন্ডারটেকিং এবং সরকারি দপ্তরের প্রস্তাবগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। রেলওয়ে স্টেশন বা বাসস্টপের কাছাকাছি থাকা প্রেমিসেসকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রেমিসেস ২ মাসের মধ্যে দখলের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। টু–বিড সিস্টেম মেনে দুটি সিল করা খামে প্রস্তাবগুলির নিম্নলিখিত বিবরণ থাকা উচিত। **খাম নং (১) – 'টেকনিক্যাল বিড' চিহ্নিত:**– এতে সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত বিবরণ থাকতে হবে অর্থাৎ বিশদ ঠিকানা সহ প্রেমিসেসের অবস্থান, কমপ্লিশন/অকুপেশন সার্টিফিকেট সহ স্কেলে আঁকা প্ল্যান, অধিগ্রহণ করা প্রতিটি অংশের কার্পেট এরিয়া, অভ্যন্তরীণ কাজের স্পেসিফিকেশন, সুযোগ–সুবিধা, কার পার্কিং সুবিধা, রেলওয়ে স্টেশন থেকে দূরত্ব। 'টেকনিক্যাল বিড'–এ মূল্যের দিকটি নিয়ে কোনও ইঙ্গিত দেওয়া যাবে না। **খাম নং (২) 'ফিনান্সিয়াল বিড' চিহ্নিত:**– এতে কঠোরভাবে আর্থিক বিবরণ থাকতে হবে অর্থাৎ কার্পেট এরিয়ার উপর প্রতি বর্গমিটার/বর্গফুট রেট, পৌর করের বিবরণ এবং ইজারা খরচ ইত্যাদি। কার্পেট এরিয়া (আইএস কোড ৩৮৬১–২০০২ অনুযায়ী)–এর বাইরে থাকবে সিঁড়ি, করিডোর এবং প্যাসেজ, বারান্দা, লিফটের শ্যাফ্ট এবং মেশিন রুম, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ডাক্ট, লফট, বিল্ট–ইন ওয়ারড্রোব এবং শেলফ, মধ্যবর্তী পিলার/ কলাম, পার্টিশন এবং দেওয়াল এবং অন্যান্য বাধা, ঢাকা বারান্দা, ব্যালকনি, বাথরুম এবং শৌচাগার ইত্যাদি। টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল বিডের ফর্ম্যাট এর সাথে সংযুক্ত করা হল। যে সমস্ত স্বত্বধারকের প্রেমিসেস আমাদের উপরোক্ত শাখার জন্য নির্বাচিত হবে, তাঁদের নিজেদের খরচে প্রেমিসেসগুলিতে ব্যাঙ্কের বর্তমান নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হবে। পরিবর্তনের মধ্যে থাকতে পারে আরসিসি স্ট্রং রুম তৈরি, ফ্লোর টাইলিং, প্রধান প্রবেশদ্বারের জন্য রোলিং শাটার/ গ্রিল গেট, মহিলা এবং পুরুষদের জন্য আলাদা শৌচালয়, দরজা, অন্যান্য ঘর/জানালার জন্য গ্রিল, ৩ ফেজ সংযোগ, ১৫ কেভিএ পর্যন্ত পাওয়ার লোড বৃদ্ধি ইত্যাদি। তাই স্বত্বধারকদের সেই অনুযায়ী তাদের রেট উদ্ধৃত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। জমা দেওয়ার শেষ তারিখ থেকে ন্যূনতম –১২০– দিনের জন্য প্রস্তাব বৈধ হতে হবে। কোনও দালালি দেওয়া হবে না। টিবি এবং পিবি চিহ্নিত উভয় সিল করা খামের উপরে বিজ্ঞাপনের সূত্র এবং আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা লিখে একটি সিল করা খামে ভরে নিম্নলিখিত ঠিকানায় **২৭.১০.২০২৬ তারিখের বিকেল ৩.০০ টে বা তার আগে জমা দিতে হবে: রিজিওনাল হেড, গ্রেটার কলকাতা রিজিয়ন, ৩৮/২ ব্লক জিএন, বরোদা টাওয়ার, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সল্টলেক সেক্টর–৫, কলকাতা ৭০০০৯১**। উপরোক্ত স্থানে ২৭.১০.২০২৬ তারিখে যথাক্রমে বিকেল ৩.৩০ মিনিট এবং ৪.০০ মিনিটে টেকনিক্যাল বিড খোলা হবে। মূল্যায়নের পর প্রযুক্তিগতভাবে যোগ্য বিডারদের ফিনান্সিয়াল বিড খোলার তারিখ আলাদাভাবে জানানো হবে। এই দরপত্র প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত যে কোনও পর্যায়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃক গৃহীত যে কোনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও অকাট্য হবে এবং সেই বিষয়ে কোনও পক্ষের কোনও দাবি বা বিতর্ক গ্রাহ্য করা হবে না।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪.১০.২০২৬

রিজিওনাল হেড
গ্রেটার কলকাতা রিজিয়ন

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা (बैंक ऑफ़ बड़ौदा / Bank of Baroda)
হরিদেবপুর শাখা
৩৫০, কে এম সি, এম জি রোড, কবর ডাঙা মোড়ের কাছে, কলকাতা– ৭০০১০৪, ই–মেল: Haride@bankofbaroda.bank.in

পরিশিষ্ট–IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, হরিদেবপুর শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৫.০৫.২০২৬** তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, **১৩.০৫.২০২৬–এর ভিত্তিতে ₹২১,৫৪,০৩৬.২৪/– (একুশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার ছত্রিশ টাকা এবং চব্বিশ পয়সা মাত্র), (১০.০৪.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ)**, তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি পরিশোধের জন্য **ঋণগ্রহীতা:– মিসেস পিংকি ঝা, স্বামী– আনন্দ কুমার ঝা, ঠিকানা:– (১) প্রেমিসেস নং ১৫/১/এ, কালিপুর কাঁচা রোড, পোঃঅঃ এবং থানা– হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা– ৭০০০৮২, পশ্চিমবঙ্গ; (২) ফ্ল্যাট নং ১–বি, প্রেমিসেস নং ২৪৭, কালিপুর রোড, থানা– ঠাকুরপুকুর, ওয়ার্ড নং ১২২, হরিদেবপুর, কলকাতা– ৭০০০৮২, পশ্চিমবঙ্গ**–এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত [অ্যাক্ট]–এর ১৩ ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **৮ অক্টোবর, ২০২৬** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণকে উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন ০৬.১০.২০২৬–এর ভিত্তিতে **₹২১,৫২,৮৯৬.৬৬ (একুশ লক্ষ বাহান্ন হাজার আটশো ছিয়ানব্বই টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা মাত্র, (১০.০৪.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ)** তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি সমেত **ব্যাঙ্ক অফ বরোদার, হরিদেবপুর শাখার** প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

উক্ত সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট যার নং ১–বি, যা দুটি বেডরুম, একটি কিচেন–কাম–ডাইনিং এবং দুটি টয়লেট নিয়ে গঠিত, পূর্ব দিকে ফার্স্ট ফ্লোরে অবস্থিত, যার সুপার বিল্ট–আপ পরিমাপ সামান্য কমবেশি ৬৫০ বর্গফুট, যা সেখানে অবস্থিত জি+৩ তলা ভবনের অংশ, যার সঙ্গে আনুপাতিক অবিভক্ত জমির অধিকার যুক্ত রয়েছে যার পরিমাপ সামান্য কমবেশি ০৩ কাঠা ০১ ছটাক ১২ বর্গফুট, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– সৈয়দপুর, জে এল নং ১২, আর এস নং ২৮, তৌজি নং ০৮, আর এস দাগ নং ৫৬৪, আর এস খতিয়ান নং ১৬১/১–এর অন্তর্গত, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্থানীয় এক্তিয়ারের অধীনে, প্রেমিসেস নং ২৪৭, কালিপুর রোড, ওয়ার্ড নং– ১২২, অ্যাসেসি নং ৪১–১২২–০৫–০৩০৩–৭, থানা– তৎকালীন বেহালা পরবর্তীকালে ঠাকুরপুকুর বর্তমানে হরিদেবপুর, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা– ৭০০০৮২। **সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিসেস পিঙ্কি ঝা। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– খোলা আকাশ; **দক্ষিণ**– খোলা আকাশ; **পূর্ব**– খোলা আকাশ; **পশ্চিম**– প্রবেশদ্বার ও সিঁড়ি।

তারিখ: ০৮.১০.২০২৬, স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল নং – II
জীবন সুধা বিল্ডিং, ৭ নং ফ্লোর, ৪২/সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা– ৭০০০৭১
কেস নং আর সি/৮১/২০২০
ওএ/৩০৯/২০১৫ থেকে উদ্ভূত
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা বনাম মেসার্স মৈনাক রাইস মিল
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য রিকভারি অফিসার, ডি আর টি–২, কলকাতা কর্তৃক **০১.১০.২০২৬** তারিখে প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে, নীচে উল্লেখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি **'যেমতাবস্থায় যেস্থানে যা কিছু আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে:

সম্পত্তি	সংরক্ষণ মূল্য
সংযুক্ত পরিশিষ্ট–ক অনুসারে নিম্নলিখিত প্লটগুলির অধীন বাউণ্ডেদ–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মৌজা–ভাণ্ডারডিহি, জে এল নং ১১৪, এল আর খতিয়ান নং ১৭৯৫, ১৭৯৬, ১৭৯৭, ১৭৯৮ এবং ১৭৯৯–এ অবস্থিত ১.৭০ একর পরিমাপের সমস্ত জমি এবং ওই প্লট জমিতে নির্মিত ধান গোডাউন, চাল প্যাকিং রুম, শস্যাগার ও তুষের শেড, বয়লার শেড, ইঞ্জিন রুম ইত্যাদি, প্ল্যান্ট রুম, পার–বয়েলিং ইউনিট, ড্রায়ার ইউনিট এবং চিমনি সহ চালের কারখানা।	সংরক্ষণ মূল্য যার নীচে (নীচে উল্লেখিত) সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না তা হলো ₹৭৩,৭৯,০০০/– (তিয়াত্তর লক্ষ উনআশি হাজার টাকা)। ই এম ডি সংরক্ষণ মূল্যের ১০% অর্থাৎ ₹৭,৩৭,৯০০/– (সাত লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার নশো টাকা)।

পরিশিষ্ট– ক

প্লট নং	জমির পরিমাণ
২৬০৭	১১ সেন্ট
২৬২১/৪৯৯৬	১১ সেন্ট
২৬২১/৫০০১	১০ সেন্ট
২৬১০	৬১ সেন্ট
২৬২১/৫০০২	১৩ সেন্ট
২৬২১/৫০০৩	১০ সেন্ট
২৬১৯	০৭ সেন্ট
২৬২০	১২ সেন্ট
২৬২১/৪৯৯৭	০৪ সেন্ট
২৬১৬	১১ সেন্ট
২৬১৮	২০ সেন্ট
মোট	১.৭০ একর

ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় সম্পন্ন হবে। ই–নিলামে অংশগ্রহণের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতাদের সংরক্ষিত মূল্যের ১০% পরিমাণ অর্থ বায়না (আর্নেস্ট মানি) হিসাবে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে জমা দিতে হবে, যা সফল দরদাতার ক্ষেত্রে সমন্বয় (অ্যাডজাস্ট) করা হবে এবং অন্যান্য দরদাতাদের বিক্রয়ের দিনেই ফেরত দেওয়া হবে। সফল দরদাতাকে নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার পর ই এম ডি সমন্বয় করে বিক্রয় মূল্যের ২৫% আগামী দিনের মধ্যে অর্থাৎ ই–নিলাম শেষ হওয়ার পর বিকেল ৩টের মধ্যে জমা করতে হবে, অন্যথায় জমা দেওয়া বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে। ক্রেতাকে নিলাম বিক্রয়ের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% জমা করতে হবে। সংরক্ষণ মূল্য যার নীচে সম্পত্তি(গুলি) বিক্রি করা হবে না তা সম্পত্তির বিপরীতে সংরক্ষণ মূল্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ই এম ডি/পরবর্তী অর্থপ্রদান রিকভারি অফিসার, ডি আর টি–২, কলকাতা–এর নামে ডি ডি–এর মাধ্যমে করতে হবে।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে স্থগিতকরণের কোনো আদেশের অনুপস্থিতিতে, উক্ত সম্পত্তি অনলাইন নিলামের (ই–নিলাম) মাধ্যমে বিক্রি করা হবে যা **২৫.১১.২০২৬ তারিখে দুপুর ১ টা থেকে দুপুর ২ টোর মধ্যে** ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে ৩ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ পরিচালিত হবে। সম্ভাব্য দরদাতাকে **পি এস বি অ্যালায়েন্স, ব্যাঙ্কনেট পোর্টাল–এর https://baanknet.com** থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করতে হবে এবং নিজেদের নাম নথিভুক্ত করে বায়না সহ নিলামে অংশগ্রহণের জন্য নিজেদের ওয়ালেট তৈরি করতে হবে এবং নীচে ১ থেকে ৫ নম্বর পয়েন্টে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে যাতে তা রিকভারি অফিসার, ডি আর টি–২, কলকাতা–এর কাছে ২৩.১১.২০২৬ তারিখে বা তার আগে দুপুর ০১টার পূর্বে পৌঁছায়। অংশগ্রহণকারী/ইচ্ছুক ক্রেতাদের নিবন্ধনের জন্য নিম্নলিখিত নথিপত্র/ কাগজপত্র জমা দেওয়া আবশ্যক কারণ শুধুমাত্র নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারী/ ইচ্ছুক ক্রেতারা লগইন করে ই–নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

(দ্রষ্টব্য: **পি এস বি অ্যালায়েন্স, ব্যাঙ্কনেট পোর্টালে** ওয়ালেট তৈরি করা একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ এবং এটি বিডিংয়ের অধিকার প্রদান করে না। সক্রিয় দরদাতা হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করতে, অংশগ্রহণকারী/ ইচ্ছুক ক্রেতাদের নির্দিষ্ট তহবিল জমা করতে হবে এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্ধারিত নীচের ১ থেকে ৫ নম্বর পয়েন্টে উল্লেখিত নথিপত্রগুলির হার্ড কপি জমা দিতে হবে যার পরে এই বেঞ্চ দ্বারা নথিপত্রগুলি যাচাই করা হবে।

সফল যাচাইকরণের পর অংশগ্রহণকারী/ইচ্ছুক ক্রেতাদের ই–নিলামে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে)

১. বিড এবং বিড ঘোষণাপত্র এবং **পি এস বি অ্যালায়েন্স, ব্যাঙ্কনেট পোর্টালে** জমা দেওয়া ই এম ডি–এর প্রমাণ
২. প্যান কার্ড এবং আধার কার্ডের স্ব–প্রত্যয়িত অনুলিপি
৩. স্ব–প্রত্যয়িত বৈধ ঠিকানার প্রমাণ
৪. স্ব–প্রত্যয়িত বৈধ ই–মেল আইডি এবং মোবাইল নং
৫. কোম্পানির ক্ষেত্রে বিক্রয় ঘোষণা বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন।

তবে নিলামের সময় নেটওয়ার্কের কারণে ঘটে যাওয়া কোনো ত্রুটির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবেন না।

নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারী/ ইচ্ছুক ক্রেতাদের অনলাইনে নিলামে অংশগ্রহণ এবং লগইনের জন্য পরবর্তী নির্দেশাবলী সহ (যদি থাকে), ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরাসরি পাঠানো হবে। অন্যান্য শর্তাবলী ০৭.১০.২০২৬ তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা জারি করা বিক্রয় ঘোষণা অনুযায়ী একই থাকবে।

বিস্তারিত বিবরণ এবং পরিদর্শনের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতা বা প্রতিনিধিদের **মিঃ ধনেশ্বর সাহু, অনুমোদিত আধিকারিক ও চিফ ম্যানেজার, ই–মেল আইডি: armcal@bankofbaroda.com, মোবাইল নং ৯১৬৩২৬৫৫৮৬**–এর সাথে যোগাযোগ করা উচিত।

স্বাঃ/–
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল–II, কলকাতা

তারিখ: ০৭ অক্টোবর, ২০২৬

আজকাল
কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/ হারানো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

---

pnb Housing Finance Limited — Ghar Ki Baat

পরিশিষ্ট–IV–A — স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) ই–নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৯, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নতুন দিল্লি–১১০০০১। ফোন: ০১১–২৩৩৫৭১৭১, ২৩৩৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪, ওয়েবসাইট: www.pnbhousing.com
কলকাতা শাখা: পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড, ফ্লোর নং ৫, সাউথ ব্লক, প্রেমিসেস নং ৭, কিড স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০১৬

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ–সহ বিশেষত নীচের টেবিলে কলাম নং 'A'–তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/সুরক্ষিত ঋণদাতা–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নীচের টেবিলে কলাম নং 'D'–তে বর্ণিত সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল (কলাম নং 'C'–তে উল্লেখমতো) নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তিগুলি নীচে উল্লিখিত বিশদ তথ্য অনুযায়ী **'যেখানে আছে, যেমন আছে, যা কিছু আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে কলাম নং 'A' তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ বা বন্ধকদাতাগণের (প্রয়াত হলে) আইনি উত্তরাধিকারীগণ (জ্ঞাত বা অজ্ঞাত), এগজিকিউটর(গণ), অ্যাডমিনিস্ট্রেটর(গণ), সাক্সেসর(গণ), অ্যাসাইনি(গণ) (প্রযোজ্যমতো)–এর প্রতি হাল তারিখ পর্যন্ত সংশোধনী–সহ পঠনীয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯–এর সংস্থানাধীনে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/ সুরক্ষিত ঋণদাতার এই ওয়েবসাইট দেখুন: **www.pnbhousing.com.**

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর/ ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারীর নাম (A)	দাবিকৃত অর্থাঙ্ক ও তারিখ (B)	দখলের প্রকৃতি (C)	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ (D)	সংরক্ষণ মূল্য (আরপি) (E)	ইএমডি (আরপি–র ১০%) (F)	ডাক জমার শেষ তারিখ (G)	ডাক বাড়ানোর হার (H)	পরিদর্শনের তারিখ ও সময় (I)	নিলামের তারিখ ও সময় (J)	জ্ঞাত দায়/ বিচারাধীন মামলা (যদি থাকে) (K)
HOU/ KOL/ 0523/ 1119619 শাখা অফিস: কলকাতা রাজা রায় / অর্পিতা রায়	₹ ১৪,৮৮,৯৩০.৮৬ ১০.০৯.২০২৫ অনুযায়ী	বাস্তবিক দখল	উপরিস্থিত টিন–আচ্ছাদিত সামান্য কমবেশি ১০০ বর্গফুট মাপের কাঠামো সমেত সামান্য কমবেশি ০১ কাঠা ০৪ ছটাক ৪৩ বর্গফুট (বাস্তবিক পরিমাপ ০১ কাঠা ০৩ ছটাক ৪৩ বর্গফুট) বা ২.০৫৭৯ ডেসিমেলের সমতুল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং 'সি', অংশ বিশেষে আর এস দাগ নং ৩৯, এল আর দাগ নং ২৫৫, আর এস খতিয়ান নং ২৩৫, এল আর খতিয়ান নং ১৪৩৭, ১০৭৬, ৯৩৩, ৩৬৫ ও ৬৬০, জে এল নং ৪৬, আর এস নং ৩, মৌজা– সাহারা, থানা– এয়ারপোর্ট, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে যেরূপে পরিচিত ও নম্বরযুক্ত, তা হল: মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২০৩, সাহারা সুকান্ত নগর রোড (দলিল ও চুক্তিপত্র অনুযায়ী) এবং হোল্ডিং নং ২০৩/১, সাহারা সুকান্ত নগর (করের রসিদ অনুযায়ী), পুর ওয়ার্ড নং ১৮ (দলিল অনুযায়ী) এবং দলিল নং ২৭ (করের রসিদ অনুযায়ী), মধ্যমগ্রাম পুরসভার অন্তর্গত। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– বি দত্ত ও এস দত্তের সম্পত্তি; দক্ষিণ– ৮ ফুট চওড়া চলাচলের পরিসর; পূর্ব– গণেশ দাস; পশ্চিম– প্লট নং 'বি'।	₹ ১৭,৭৪,০০০/–	₹ ১,৭৭,৪০০/–	১৯.১১.২৬	₹ ১০,০০০/–	০৫.১১.২৬ সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৫টা ৩০ মিনিট	২০.১১.২৬ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টে	জানা নেই

* তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত এবং/বা পরবর্তীতে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে বার্ষিক ১৮% হারে প্রযোজ্যমতো সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি। ** পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে উপরিলিখিত স্থাবর/ সুরক্ষিত পরিসম্পদের ওপর অন্য কোনও দায়/ দাবি বকেয়া নেই (কলাম নং 'K'–তে উল্লিখিত বাদে)। পরবর্তী যাবতীয় দায় সফল ক্রেতা/ডাকদাতাকেই আদায় দিতে হবে। উল্লিখিত দায়গুলির পরিস্থিতি স্বাধীনভাবে যাচাই করে নেওয়ার জন্য সম্ভাব্য ক্রেতা(গণ)/ ডাকদাতাদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে। [১] আজকের তারিখ পর্যন্ত উপরিলিখিত স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি, দায় ঝেড়ে ফেলা ও/বা হস্তান্তর করায় পিএনবি এইচএফএল/ পিএনবি এইচএফএল–এর অনুমোদিত আধিকারিকের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করে কোনও আদেশ/ আদালতের স্থিতাবস্থা জারির নির্দেশ নেই। [২] নিজেদের দরপত্র/ বিড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দেওয়া বা দরপ্রস্তাব(সমূহ) পেশের আগে সম্ভাব্য ক্রেতা/ ডাকদাতা এবং আগ্রহী পক্ষগণ ওপরের টেবিলে কলাম নং 'K'–তে উল্লিখিত মামলা/ জারিকৃত আদেশের প্রেক্ষিতে শুনানি স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং এগুলি বাদেও তাঁরা পিএনবি এইচএফএল–এর জিম্মায় থাকা সম্পত্তির নথিপত্র ও স্বত্ব যাচাই করে নিজেরা নিঃসন্দেহ হয়ে নিতে পারেন। বিড ফর্মের পাশাপাশি ডাকদাতা(গণ)–কে এই নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলিতেও স্বাক্ষর করতে হবে। [৩] অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(৩)–এর শর্তানুসারে ডাকদাতা(গণ)/ ক্রেতা নিলামের দিনেই বা সর্বাধিক পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (জমাকৃত ইএমডি ধরে, যদি থাকে) আদায় দিতে বাধ্য। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(২) অনুযায়ী সুরক্ষিত ঋণদাতা বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পরে সফল ক্রেতার/ ডাকদাতার অনুকূলে বিক্রয় চূড়ান্ত করা হতে পারে। ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক আদায় দিতে হবে বিক্রি নিষ্পত্তির চিঠি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে এবং এরূপে অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হলে সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ পুনরায় বিক্রি করা হবে। [৪] ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি পরিচালনায় অনুমোদিত আধিকারিকের সহায়তায় থাকবে **মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ,** কর্পোরেট অফিসের ঠিকানা: প্লট নং ৬৮, ফ্লোর নং ৩, সেক্টর ৪৪, গুড়গাঁও, হরিয়ানা– ১২২০০৩, ওয়েবসাইট: www.bankeauctions.com। সম্পত্তি পরিদর্শন বা বিড ডকুমেন্ট সংগ্রহ সংক্রান্ত কোনও সহায়তার প্রয়োজনে এবং রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আপনারা এখানে যোগাযোগ করতে পারেন: পিএনবিএইচএফএল–এর অনুমোদিত ব্যক্তি **মিঃ ইন্দ্র সেন যাদব**, টোল ফ্রি নম্বর: ১৮০০ ১২০ ৮৮০০, ই–মেল: auction@pnbhousing.com অথবা **www.pnbhousing.com** দেখতে পারেন।

স্থান: কলকাতা; তারিখ: ১৪.১০.২০২৬

অনুমোদিত আধিকারিক, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! / punjab national bank ...the name you can BANK upon!)

শাখা অফিস: সিও এসএএম সার্কল অফিস নদিয়া
১/৪, পণ্ডিত এল কে মৈত্র রোড, কৃষ্ণনগর, নদিয়া–৭৪১১০১
ই–মেল: cs8286@pnb.bank.in, ফোন: ৭০৫৯৯৫৮০১০ / ৭০৮৮১৭৭৭৭৩

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং এই ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে এই ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফসিল

ক্রম নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা / জামিনদারগণের নাম ও অ্যাকাউন্ট নম্বর	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ স্বত্বধারকের নাম (সম্পত্তির বন্ধকদাতা)	ক) ১৩(২) নোটিসের তারিখ খ) ১৩(২) নোটিস অনুযায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায় (যদি থাকে)
১	পলাশীপাড়া মেসার্স আফরিন ইলেকট্রনিক্স (অ্যাকাউন্ট নং: ০৫৫২২৫০০৩৮৪৮৩ এবং ০৫৫২৩০৬৮২৩৫১৯) ইউনিটের ঠিকানা: গ্রাম– বারনিয়া, পোঃঅঃ– বারনিয়া, থানা– তেহট্ট, জেলা– নদিয়া, পিন– ৭৪১১৫৬ প্রোপ্রাইটর: মিঃ শাহনওয়াজ শেখ, পিতা– মিঃ আকসার আলি মণ্ডল নিবাস: গ্রাম– উত্তরপাড়া, হিরোপাড়া, বারনিয়া, পোঃঅঃ– বারনিয়া, থানা– তেহট্ট, জেলা– নদিয়া, পিন– ৭৪১১৫৬ জামিনদার: মিঃ আকসার আলি মণ্ডল, পিতা– প্রয়াত সাহাতুল্লা মণ্ডল নিবাস: পশ্চিমপাড়া, বারনিয়া, পোঃঅঃ– বারনিয়া, থানা– তেহট্ট, জেলা– নদিয়া, পিন– ৭৪১১৫৬	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ি বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: তৌজি নং ২, মৌজা– ২৬ নং বারনিয়া, খতিয়ান নং– এল আর ৬২৬৯, প্লট নং– আর এস ও এল আর ৮১৬৩/১০৫২৩, জমির পরিমাপ– ০.০৯ একর, জমির প্রকৃতি– বাড়ি, থানা– তেহট্ট, এডিএসআরও– পলাশীপাড়া, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ২০১৮ সালের দলিল নং ১৩০৬০১৪৮১ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ আকসার আলি মণ্ডল, পিতা– প্রয়াত সাহাতুল্লা মণ্ডল। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (দলিল অনুযায়ী): উত্তর– ৬ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা; দক্ষিণ– পুকুর; পূর্ব– সাজ্জাদ আলির আবাসবাড়ি; পশ্চিম– নফাজউদ্দিন মণ্ডলের আবাসবাড়ি।	ক) ১৭.০৭.২০২৩ খ) ₹১৩,৫৮,৬৮৫.৬০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০২.১১.২০২৩ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹২১,৯৯,০০০.০০ খ) ₹২,১৯,৯০০.০০ গ) ₹৪৫,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
২	আড়ংঘাটা মেসার্স নির্মাণ সামগ্রী বিল্ডার্স (অ্যাকাউন্ট নং: ০২২৩২৫০০৩৯৫৪৩) প্রোপ্রাইটর: মিঃ বিনয় বিশ্বাস, পিতা– মিঃ পঞ্চানন বিশ্বাস নিবাস: গ্রাম– পূর্বপাড়া, বড়বড়িয়া, পোঃঅঃ– বড়বড়িয়া, থানা– ধানতলা, জেলা– নদিয়া, পিন– ৭৪১৫০১	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ি বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম– বড়বড়িয়া, পোঃঅঃ– বড়বড়িয়া, দত্তফুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা– ধানতলা, জেলা– নদিয়া, মৌজা– বড়বড়িয়া, জে এল নং ৮৮, এল আর খতিয়ান নং ২১১৬, এল আর দাগ নং ৪১৩১, জমির পরিমাপ ৮.২৫ ডেসিমেল, তৎসহ প্রায় ১০৯২ বর্গফুট মাপের একতলা বিল্ডিং, রেজিস্ট্রার এডিএসআরও– রানাঘাট ২, নদিয়া–তে রেজিস্টার্ড ২০০৮ সালের দান দলিল নং I–৪৬১২ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ বিনয় বিশ্বাস। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– সরস্বতী মণ্ডলের বাড়ি; দক্ষিণ– অধীর রঞ্জন হালদারের বাড়ি; পূর্ব– মিনিরঞ্জন হালদারের বাড়ি; পশ্চিম– পঞ্চায়েতি রাস্তা।	ক) ১৮.১১.২০২২ খ) ₹১৪,২২,৫১৪.০০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ১৯.০১.২০২৩ গ) প্রতীকী	ক) ₹২৮,০৭,০০০.০০ খ) ₹২,৮০,৭০০.০০ গ) ₹২০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩	কৃষ্ণনগর উষা পাল (অ্যাকাউন্ট নং: ০২১৫২১০০০১৯২৪) ঋণগ্রহীতা: উষা পাল, স্বামী– বিশ্বজিৎ পাল জামিনদার ও বন্ধকদাতা: বিশ্বজিৎ পাল পিতা– শ্রী চিত্তরঞ্জন পাল উভয়ের নিবাস: গ্রাম– বসন্ত নগর, পোঃঅঃ– ঘূর্নি, থানা– কোতোয়ালি, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪১১০৩	নিম্নোক্ত জমি ও কাঠামোর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– সন্ধ্যাপাড়া, জে এল নং ৯৭, এল আর খতিয়ান নং ২৭৯৫, আর এস খতিয়ান নং ১৮১৫, দাগ নং ৫৫০০/৬২৩২, জমির পরিমাপ ০.০৮৫ একর, বসন্ত নগর, সুকান্ত পল্লীর কাছে, গ্রাম– সন্ধ্যাপাড়া, পোঃঅঃ– ঘূর্নি, থানা– কোতোয়ালি, জেলা– নদিয়া। এডিএসআর– কৃষ্ণনগরে রেজিস্টার্ড ২০০৬ সালের দান দলিল নং ৫৭৮৮ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: বিশ্বজিৎ পাল, পিতা– চিত্তরঞ্জন পাল। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– রাস্তা; দক্ষিণ– রবি মণ্ডলের সম্পত্তি; পূর্ব– রাস্তা; পশ্চিম– দিলীপ দাসের সম্পত্তি।	ক) ২৩.০৭.২০১৫ খ) ₹১৫,০১,৬৪৭.০০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ২৩.১১.২০১৫ গ) প্রতীকী	ক) ₹৫০,৫৭,০০০.০০ খ) ₹৫,০৫,৭০০.০০ গ) ₹২০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪	বিরোহীহাট অভিজিৎ দত্ত (অ্যাকাউন্ট নং: ০৭৫৪২১০০৩১৪৮০) ঋণগ্রহীতা: মিঃ অভিজিৎ দত্ত, পিতা– প্রয়াত মনোজিৎ দত্ত নিবাস: গ্রাম– আয়েশপুর পশ্চিমপাড়া, পোঃঅঃ– নারায়ণপুর, থানা– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১২৪৯ জামিনদার: (ক) মিসেস লক্ষ্মী দত্ত, স্বামী– প্রয়াত মনোজিৎ দত্ত নিবাস: গ্রাম– আয়েশপুর পশ্চিমপাড়া, পোঃঅঃ– নারায়ণপুর, থানা– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১২৪৯ (খ) মিস লিপি রায় ওরফে লিপি দত্ত, প্রযত্নে– মিঃ সুরজিৎ রায় নিবাস: রামকৃষ্ণ পল্লী, খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০১১৮	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: তৌজি নং ১৩, জে এল নং ০৯, মৌজা– আয়েশপুর, এল আর দাগ নং ২৯৭, আর এস দাগ নং ৩৫৫, এল আর খতিয়ান নং ৬৮৪, ১ নং বিরোহী গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া, জমির পরিমাপ ৬.৮৭ ডেসিমেল, এডিএসআর– হরিণঘাটা সমীপে রেজিস্টার্ড দলিল নং ১২৪/২০০৩ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী প্রয়াত মনোজিৎ দত্ত, পিতা– প্রয়াত জগদীশ দত্ত। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– মালিকের সম্পত্তি; দক্ষিণ– ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েতি রাস্তা; পূর্ব– মালিকের সম্পত্তি; পশ্চিম– সঞ্জীবন ঘোষের বাড়ি।	ক) ১১.০৯.২০২৪ খ) ₹১৩,২৩,১২৬.০০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ২৮.১১.২০২৪ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৪২,৬৩,০০০.০০ খ) ₹৪,২৬,৩০০.০০ গ) ₹২০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৫	নগরউখড়া জাহাঙ্গির মণ্ডল (অ্যাকাউন্ট নং: ০৫৬৪২৫০০৩০৯৫৯) ঋণগ্রহীতা: মিঃ জাহাঙ্গির মণ্ডল, পিতা– মিঃ সিদ্দিক মণ্ডল (আবু সিদ্দিক মণ্ডল নামেও পরিচিত) নিবাস: গোয়ালডোব পশ্চিমপাড়া, নগরউখড়া, পোঃঅঃ– নগরউখড়া, থানা– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া, পিন– ৭৪১২৫৭	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম– গোয়ালডোব পশ্চিমপাড়া, পোঃঅঃ– নগরউখড়া, থানা– হরিণঘাটা, নগরউখড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা– নদিয়া, জে এল নং ৮৩, মৌজা– গোয়ালডোব, তৌজি নং ১৩, এল আর খতিয়ান নং ৮২/১, আর এস এবং এল আর দাগ নং ১০৮৭/২৬০১, জমির পরিমাপ ০৬ ডেসিমেল, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী (১) জাহাঙ্গির মণ্ডল, (২) নাজমুল মণ্ডল এবং (৩) আলমগির মণ্ডল, সকলের পিতা– আবু সিদ্দিক মণ্ডস, এডিএসআরও– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া–তে রেজিস্টার্ড ২০১৭ সালের দলিল নং I–১৩০৯০০১৮৫ অনুযায়ী সম্পত্তি। সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী): উত্তর– আবু তালিব মণ্ডলের নিবাস; দক্ষিণ– ইমাম মণ্ডলের নিবাস; পূর্ব– আকবর মণ্ডলের নিবাস; পশ্চিম– সামসুদ্দিন মণ্ডলের নিবাস।	ক) ১০.০৭.২০২৩ খ) ₹৬,০৮,১৮৫.৩৮ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ২২.০৯.২০২৩ গ) প্রতীকী	ক) ₹১০,২০,০০০.০০ খ) ₹১,০২,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৬	সাধনপাড়া আছালিমা বিশ্বাস (অ্যাকাউন্ট নং: ১১৭৪২৫০০২৯৪৯৪) ঋণগ্রহীতা: মিসেস আছালিমা বিশ্বাস, স্বামী– মিঃ আলমগির বিশ্বাস নিবাস: গ্রাম– লোহাগাছা, পোঃঅঃ– রানাঘাট, থানা– নাকাশিপাড়া, জেলা– নদিয়া, পিন– ৭৪১১৫৪	নিম্নোক্ত ৩.২৫ ডেসিমেল জমি এবং এর উপরিস্থিত ও আরসিসি ছাদ দেওয়া ইটনির্মিত একতলা আবাসবাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ১০১, মৌজা– লোহাগাছা, খতিয়ান নং– হাল ৩৮৫, এল আর ১৩২১, সাবেক ৬৭, দাগ নং– আর এস এবং এল আর ১৩৯৭, প্রকৃতি– বাড়ি, মুড়াগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, ডিএসআর– বেথুয়াডহরি, জেলা– নদিয়া–তে রেজিস্টার্ড ২০০৬ সালের দলিল নং I–২৮০৫ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী মিসেস আছালিমা বিশ্বাস, স্বামী– আলমগির বিশ্বাস। সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর– পঞ্চায়েতি রাস্তা; দক্ষিণ– মিনাল শেখের জমি; পূর্ব– মিনাল শেখের বাড়ি; পশ্চিম– অধীর সর্দারের বাড়ি।	ক) ২১.১১.২০২২ খ) ₹৮,২৯,০৯১.৮৩ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০২.০২.২০২৩ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৯,৮৮,০০০.০০ খ) ₹৯৮,৮০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৭	ভজনঘাট টোটন দত্ত (অ্যাকাউন্ট নং: ১২২৫৩০৬৭১৯৪১০) ঋণগ্রহীতা: মিঃ টোটন দত্ত, পিতা– মিঃ সুনীল দত্ত সহ–ঋণগ্রহীতা: মিসেস সুমনা দত্ত, স্বামী– মিঃ টোটন দত্ত উভয়ের নিবাস: গ্রাম– টুঙ্গি, পোঃঅঃ– মাজদিয়া, থানা– কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১৫০৭	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: টুঙ্গি কর পাড়া, জেলা– নদিয়া, পরগনা– উখড়া, এডিএসআর– কৃষ্ণগঞ্জ, টুঙ্গি–ভজনঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা– নদিয়া, মৌজা– টুঙ্গি, জে এল নং ৫৫, খতিয়ান নং– এল আর ৪৫৫৪, ১৫৫৮/১, দাগ নং– এল আর ৩৮০, দাগ নং– আর এস ২৮৮, জমির পরিমাপ ২ ডেসিমেল, ২০১৮ সালের দলিল নং ১৩২০০২৮০২ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ টোটন দত্ত, পিতা– মিঃ সুনীল দত্ত। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (দলিল অনুযায়ী): উত্তর– বাদল দত্তের জমি; দক্ষিণ– বাদল দত্তের বাড়ি; পূর্ব– ৪ ফুট চওড়া চলাচলের পরিসর; পশ্চিম– বরুণ বিশ্বাসের বাগান।	ক) ১৬.০৯.২০২৩ খ) ₹৬,১৭,৩১৮.৩১ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০৯.০১.২০২৪ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৭,১৯,৫২০.০০ খ) ₹৭১,৯৫২.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৮	পলাশীপাড়া ফিরোজ শেখ (অ্যাকাউন্ট নং: ০৫৫২২১০০৩১৫৬৯) ঋণগ্রহীতা: ফিরোজ শেখ, পিতা– প্রয়াত নবিছাদ্দিন শেখ নিবাস: গ্রাম– আশরফপুর, পোঃঅঃ– শ্যামনগর, থানা– তেহট্ট, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১১৫৫	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: জে এল নং ৪৭, মৌজা– শ্যামনগর, পোঃঅঃ– তেহট্ট, এডিএসআর অফিস– পলাশীপাড়া, জেলা– নদিয়া, আর এস খতিয়ান নং ২১০, এল আর খতিয়ান নং ৫১১, হাল এল আর খতিয়ান নং ৩৪১৬, দাগ নং ৩৪৭৯, জমির পরিমাপ– ০৬ শতক, ২০১০ সালের দলিল নং ০৪৬১৪ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মহঃ ফিরোজ শেখ, পিতা– প্রয়াত নবিছাদ্দিন শেখ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (দলিল অনুযায়ী): উত্তর– চলাচলের পরিসর; দক্ষিণ– অসিত কুমার ঘোষের সম্পত্তি; পূর্ব– সাজু বেওয়ার সম্পত্তি; পশ্চিম– পঞ্চায়েতি রাস্তা।	ক) ০১.০২.২০২৪ খ) ₹১৮,৮০,৩৯১.১০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ২৫.০৪.২০২৪ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৩১,৯৬,০০০.০০ খ) ₹৩,১৯,৬০০.০০ গ) ₹১৫,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৯	সুতরাগড় সুধাংশু মণ্ডল (অ্যাকাউন্ট নং: ০৮৩৬২৫০০২৫৪২৫) ঋণগ্রহীতা: মিঃ সুধাংশু মণ্ডল, পিতা– মিঃ হরিচাঁদ মণ্ডল জামিনদার: মিঃ হরিচাঁদ মণ্ডল, পিতা– প্রয়াত সজনী মণ্ডল উভয়ের নিবাস: নৃসিংহপুর, বাজার পাড়া, পোঃঅঃ– নৃসিংহপুর, থানা– শান্তিপুর, জেলা– নদিয়া, পিন– ৭৪১৪০৪	সম্পত্তি নং ১ + সম্পত্তি নং ২ সম্পত্তি নং ১: সম্পত্তির অবস্থান: জে এল নং ১৬, মৌজা– নৃসিংহপুর, জমির পরিমাপ ৫.৬৬ ডেসিমেল, খতিয়ান নং– সাবেক ১০৮৫, আর এস ৬৮৮, এল আর ১৮২৯, প্লট নং– আর এস ১৭৬৩/৩৬৮৭, এল আর ৩৭১০, প্রকৃতি– বাড়ি, হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– শান্তিপুর, এডিএসআর– শান্তিপুর, জেলা– নদিয়া, দলিল নং ২৫১৩/১৯৮৮ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ হরিচাঁদ মণ্ডল, পিতা– প্রয়াত সজনী মণ্ডল। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– মন্টু মণ্ডলের বাড়ি; দক্ষিণ– যতীন্দ্রনাথ বায়েনের বাড়ি; পূর্ব– পঞ্চায়েতি পাকা রাস্তা; পশ্চিম– গোরা কুণ্ডু এবং নাই গোপা কুণ্ডুর বাড়ি। সম্পত্তি নং ২: সম্পত্তির অবস্থান: জে এল নং ১৬, মৌজা– নৃসিংহপুর, জমির পরিমাপ ৬ ডেসিমেল, খতিয়ান নং– সাবেক ১০৮৫, আর এস ৬৮৮, এল আর ১৮২৯, প্লট নং– আর এস ১৭৬৩/৩৬৮৭, এল আর ৩৭১০, প্রকৃতি– বাড়ি, হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– শান্তিপুর, এডিএসআর– শান্তিপুর, জেলা– নদিয়া, দলিল নং ২৫১২/১৯৮৮ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ হরিচাঁদ মণ্ডল, পিতা– প্রয়াত সজনী মণ্ডল। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– মন্টু মণ্ডলের বাড়ি; দক্ষিণ– যতীন্দ্রনাথ বায়েনের বাড়ি; পূর্ব– পঞ্চায়েতি পাকা রাস্তা; পশ্চিম– গোরা কুণ্ডু এবং নাই গোপা কুণ্ডুর বাড়ি। বর্তমানে সম্পত্তিটি হল দোতলা আবাসিক তথা বাণিজ্যিক বাড়ি সমেত জমি যার অবস্থান: নৃসিংহপুর বাজারপাড়া, হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা– নদিয়া।	ক) ২০.০৪.২০২৩ খ) ₹২০,৮০,৮৫২.০৮ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০১.০৮.২০২৩ গ) প্রতীকী	ক) ₹৬৩,৯৬,০০০.০০ খ) ₹৬,৩৯,৬০০.০০ গ) ₹৬৫,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
১০	ফুলিয়া রতন কর (অ্যাকাউন্ট নং: ১৯৮২২৫০০০১০০৭) ঋণগ্রহীতা: মিঃ রতন কর, পিতা– মিঃ গদাই কর নিবাস: ৭৯/৮৩, বড় গোস্বামী পাড়া, পোঃঅঃ ও থানা– শান্তিপুর, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১৪০৪ জামিনদার: মিঃ গদাই কর, পিতা– প্রয়াত শীতল চন্দ্র কর নিবাস: ১৪/৪, আগমেশ্বরী স্ট্রিট, পোঃঅঃ– শান্তিপুর, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১৪০৪	নিম্নোক্ত প্রায় ০.০৩২৫ একর মাপের জমি এবং এর উপরিস্থিত একতলা আবাসবাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা– ২২, শান্তিপুর, জে এল নং ২২, আর এস প্লট নং ৬৫০৮, হাল ৪৯০১, এল আর প্লট নং ৬৬৮২, আর এস খতিয়ান নং ৪৬০২, এল আর খতিয়ান নং ১৩০৭২, ওয়ার্ড নং ৪, শান্তিপুর পুরসভা, ২০০৯ সালের দলিল নং I–৩১৮৪ অনুযায়ী সম্পত্তির রেজিস্টার্ড স্বত্বাধিকারী মিঃ রতন কর, পিতা– মিঃ গদাই কর, থানা– শান্তিপুর, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– রবি গণির বাড়ি; দক্ষিণ– বিশ্বনাথ দাসের বাড়ি; পূর্ব– স্বপন দাসের বাড়ি; পশ্চিম– রতন করের বাড়ি।	ক) ২৫.১১.২০২১ খ) ₹১৪,৭০,২৯০.০০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ১১.০২.২০২২ গ) প্রতীকী	ক) ₹১৭,৩৭,০০০.০০ খ) ₹১,৭৩,৭০০.০০ গ) ₹১৫,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
১১	ভজনঘাট মেসার্স শিবম মোবাইল (অ্যাকাউন্ট নং: ১২২৫২৫০০২৯০১৪) অসীম ভট্টাচার্য (অ্যাকাউন্ট নং: ১২২৫৩০৬৭১৯৭০২) ঋণগ্রহীতা: মিঃ অসীম ভট্টাচার্য, পিতা– প্রয়াত নিশিকান্ত ভট্টাচার্য সহ–ঋণগ্রহীতা: মিসেস মীনা ভট্টাচার্য, স্বামী– অসীম ভট্টাচার্য উভয়ের নিবাস: গ্রাম– নলুপুর, পোঃঅঃ– পুটিখালি, থানা– কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ– ৭৪১৫০৭	নিম্নোক্ত জমি ও আরসিসি ছাদ দেওয়া ইটনির্মিত (দ্বিতীয় তল অসম্পূর্ণ ও অর্ধনির্মিত) আবাসিক দোতলা বাড়ি বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– পুটিখালি, জে এল নং ৫৬, দাগ নং ১৬৩, খতিয়ান নং ৯৪৮, ভজনঘাট–টুঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা– নদিয়া, জমির পরিমাপ ২ ডেসিমেল, জমির প্রকৃতি– ভিটা, রেজিস্ট্রার এডিএসআর– কৃষ্ণগঞ্জ, নদিয়া–তে রেজিস্টার্ড ২০১৮ সালের স্বত্বদলিল নং I–১৩৬৬ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ অসীম ভট্টাচার্য, পিতা– প্রয়াত নিশিকান্ত ভট্টাচার্য। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– প্রশান্ত দত্তের জমি; দক্ষিণ– গোলক সরকারের বাড়ি; পূর্ব– মাজদিয়া থেকে ভজনঘাট যাওয়ার রাস্তা; পশ্চিম– নিশিকান্ত ভট্টাচার্যের জমি।	ক) ২০.০৩.২০২৩ খ) ₹১০,৭৬,৯৩৭.৪১ এবং ₹৯,০৮,৩৯৪.৮০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ১৭.১০.২০২৩ গ) প্রতীকী	ক) ₹১৯,৩৮,৮৭৯.০০ খ) ₹১,৯৩,৮৮৮.০০ গ) ₹২০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
১২	ধর্মদা (পূর্বতন ইউএনআই) ঋণগ্রহীতা: মিঃ জাহাঙ্গির শেখ (অ্যাকাউন্ট নং: ১২১৭২১০০৩১৪৫৩) পিতা– প্রয়াত গোলাম হোসেন শেখ সহ–ঋণগ্রহীতা: মিসেস জাহিদা বেগম, স্বামী– মিঃ জাহাঙ্গির শেখ উভয়ের নিবাস: গ্রাম– লোহাগাছা, পোঃঅঃ– কামারহাটি, থানা– নাকাশিপাড়া, জেলা– নদিয়া, পিন– ৭৪১১৫৪	সামান্য কমবেশি ১১২৫ বর্গফুট আয়তনের একতলা বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ০৬ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ১০১, মৌজা– লোহাগাছা, খতিয়ান নং– এল আর ১৮৯৫ ও হাল ৩২১/২, দাগ নং– আর এস এবং এল আর ৬৬৬, মুড়াগাছা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, ডিএসআর– নদিয়া–তে রেজিস্টার্ড ২০১৩ সালের দলিল নং ১৭৭৭৯ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: জাহিদা বেগম, স্বামী– জাহাঙ্গির শেখ। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– জুলফিকার শেখের সম্পত্তি; দক্ষিণ– মাটির তৈরি ৮ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব– শাহেশনা শেখের সম্পত্তি; পশ্চিম– হক সাহেব শেখের সম্পত্তি।	ক) ২১.১১.২০২২ খ) ₹৮,৯৪,৪০৯.১২ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০২.০২.২০২৩ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹২২,৪৮,০০০.০০ খ) ₹২,২৪,৮০০.০০ গ) ₹২০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
১৩	বেথুয়াডহরি ঋণগ্রহীতা: মিঃ আশাতুল্লা শেখ (অ্যাকাউন্ট নং: ০২১৯২৫০০৩২১৪২) পিতা– মহঃ আসের শেখ ওরফে আছের শেখ জামিনদার ও বন্ধকদাতা: আবিয়া শেখ, স্বামী– মহঃ আসের শেখ ওরফে আছের শেখ উভয়ের নিবাস: গ্রাম ও পোঃঅঃ– কাশিয়াডাঙ্গা, থানা– নাকাশিপাড়া, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১১৬২	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ১৩ ডেসিমেল মাপের 'ভিটা' শ্রেণিভুক্ত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস এবং এল আর প্লট নং ০১, এল আর খতিয়ান নং ৯৮৬ (দলিল অনুযায়ী), খতিয়ান নং ১৪৯২ (নথি/ পরচা অনুযায়ী), মৌজা– কাশিয়াডাঙ্গা, জে এল নং ৬৩, তৌজি নং ০৪, থানা– নাকাশিপাড়া, এডিএসআর অফিস– বেথুয়াডহরি, জেলা– নদিয়া, বিল্বগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, ১৬.০৪.২০১৩ তারিখে সম্পাদিত রেজিস্টার্ড দান দলিল নং ৫৮৯৩/২০১৩ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: আবিয়া শেখ, স্বামী– মহঃ আসের শেখ ওরফে আছের শেখ। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ইদগাহ'র জমি; দক্ষিণ– মাটির তৈরি ৮ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব– মাটির তৈরি ৮ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম– মিঃ ফকির শেখের বাড়ি।	ক) ২৭.১১.২০২৫ খ) ₹২০,৩৭,০৫৩.৯০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০৯.১২.২০২৫ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹২০,৮৬,০০০.০০ খ) ₹২,০৮,৬০০.০০ গ) ₹২০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই

শর্ত ও নিয়মাবলি:
এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:
১. সম্পত্তিগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. এই বিক্রি **০৩.১১.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের** মধ্যে **https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.baanknet.com** এবং **https://www.pnb.bank.in** ওয়েবসাইট দেখুন। ই–নিলাম চলার সময় আপসমূলক বিডিংয়ে বিডাররা সর্বশেষ বিডে প্রস্তাবিত অর্থমূল্যের ওপর ওপরে উল্লিখিত বিড বাড়ানোর অর্থমূল্যের গুণিতকে উচ্চতর বিড পেশের সুযোগ পাবেন। পরবর্তী উচ্চতর বিড পেশের জন্য ৫ মিনিট সময় দেওয়া হবে এবং সর্বশেষ উচ্চতম বিড পেশের পর ৫ মিনিট সময়সীমার মধ্যে কোনও বিডার উচ্চতর বিড পেশ না করলে ই–নিলাম বন্ধ করে দেওয়া হবে।
৫. বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আগ্রহী বিডারগণ অনুগ্রহপূর্বক এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন: **মিঃ মনোজিৎ দে, মোবাইল: ৭০৫৯৯৫৮০১০।**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে ৩০/১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৩.১০.২০২৬; স্থান: কৃষ্ণনগর

অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইউপিআই চার্জ চালু হতে চলেছে উৎসবের পর

আজকাল

www.aajkaal.in | কলকাতা ২৬ আশ্বিন ১৪৩৩ বুধবার ১৪ অক্টোবর ২০২৬ শহর সংস্করণ* ৫.০০ টাকা ১৪ পাতা | পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

e Extent
এক্সটেন্ট মেডিক্যাল অ্যান্ড সার্জিকাল সেন্টার
24x7-উন্নত পরিষেবায় সাথে আছি পাশে আছি
বড় বাজার, চন্দননগর, হুগলী
(HDFC BANK)-এর পাশে
033-26832115, 6290205359
E-MAIL-info@wwhc.in

৪-এর পল্লী সর্বজনীন দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রানাঘাটে, মঙ্গলবার। ছবি: পিটিআই

আরশোলা, ছারপোকায় সতর্ক থাকুন: মুখ্যমন্ত্রী

নিরুপম সাহা
বনগাঁ, ১৩ অক্টোবর

‘অনেক ছারপোকা, আরশোলা দেশের ভেতরে থেকে দেশকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। এদের থেকে সতর্ক থাকবেন।’ মঙ্গলবার বনগাঁয় দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করতে এসে নাম না-করে এভাবেই ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-কে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুধু সিজেপি নয়, অন্যান্য রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক সংগঠনের উদ্দেশেও এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দিমাগি নকশালরা কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি বলছে। এখান থেকেও সতর্ক থাকবেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত শক্ত করবেন।’ সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করে শুভেন্দু বলেন, ‘আগের সরকার বিএসএফকে জমি না দেওয়ায় সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি এদেশে ঢুকে পড়ে ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। আমরা রাজ্যে ক্ষমতায় এসে বিএসএফকে সম্পূর্ণ জমি দিয়ে দিয়েছি। কাঁটাতার লাগানোর কাজ শুরু হয়ে গেছে। আর কোনও অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ভারতে ঢুকে লাভ জিহাদ-সহ আর যা যা অপকর্ম করছে, তা আমরা করতে দেব না।’ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘শুধু বনগাঁ উত্তর বিধানসভা এলাকাতেই ৭২ হাজার মা-বোন অন্নপূর্ণা যোজনার ৩ হাজার টাকা করে পাচ্ছেন। আরও যাঁরা যোগ্যতার আওতায় আসবেন, তাঁদেরও এই প্রকল্পের অর্ন্তভুক্ত করা হবে। বনগাঁ মহকুমা-সহ রাজ্যের

জেলাশাসকের অফিসে মিলবে ক্যা শংসাপত্র

‘এখন থেকে সিএএ সার্টিফিকেটের জন্য অন্যত্র যেতে হবে না। এই আবেদনকারীরা নিজেদের জেলার জেলাশাসকের দপ্তরে আবেদন করবেন। সেখানেই শুনানি হয়ে সার্টিফিকেট পাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এই সার্টিফিকেট পাওয়ার পর যাঁরা তফসিলি জাতিভুক্ত, তাঁরা তাঁদের জাতিগত শংসাপত্রও দ্রুত পেয়ে যাবেন।’ আগের তৃণমূল সরকারের সমালোচনা বহু জেলায় বাংলাদেশ থেকে এদেশে চলে আসতে বাধ্য হওয়া মতুয়া-সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে যাঁদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেছে, তাঁদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী এদিন ঘোষণা করেন, ‘সিএএ সার্টিফিকেট পাওয়া নাগরিকদের জানুয়ারি মাসেই ভোটার তালিকায় নাম তুলে দেওয়া হবে।’

চেতলা অগ্রণীর মণ্ডপ। মঙ্গলবার। ছবি: দীপক গুপ্ত

দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে শুভেন্দু

বীরেন ভট্টাচার্য
দিল্লি, ১৩ অক্টোবর

বিমস্টেক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক এবং নৈশভোজে যোগ দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বিকেলের বিমানে তিনি দিল্লি আসেন। রাতে ভারত মণ্ডপমে আলোচনায় যোগদান এবং নৈশভোজ শেষে এদিনই কলকাতা ফিরে যান তিনি। এদিনের বিমস্টেক-ভুক্ত দেশগুলির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের প্রথম বৈঠকে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে একগুচ্ছ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এদিনের বৈঠকে মোট ছ’দফা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। মানব পাচার রুখতে সম্মিলিত পদক্ষেপ, সহযোগিতা ও সমন্বয় এবং ভুক্তভোগীদের পাশে থেকে তাঁদের পুর্নবাসনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। মাদক পাচার, অবৈধ ভাবে মাদক জাতীয় নানা রাসায়নিক, সামগ্রী পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সর্বসম্মত প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে এই বৈঠকে। সন্ত্রাসবাদে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান ও অর্থ পাচার প্রতিরোধ জোরদার করতে পারস্পরিক সহায়তা, আর্থিক অপরাধ পারস্পরিক সমন্বয়ে মোকাবিলা করা, অর্থনৈতিক তদন্ত, সম্পদ পুনরুদ্ধার করা এবং সদস্য দেশগুলির অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিশুদ্ধ করে তোলা নিয়ে আলোচনা হয় এদিনের বৈঠকে। এছাড়াও বঙ্গোপসাগর এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় বিমস্টেক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়ের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা, ফরেনসিক তদন্ত, পুলিশ প্রশিক্ষণের প্রতি ভারত দায়বদ্ধ বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

দি ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের সভায়

বাংলায় বিনিয়োগ করুন: অর্থমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

‘বাংলায় আমরা চাইছি এমন এক অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরি করতে, যেখানে সকলেই যোগদান করতে পারবেন, বিনিয়োগ করতে পারবেন। এতে শুধুমাত্র রাজ্যের মানুষেরই উপকার হবে না, জাতীয় এবং আন্তর্জাতির স্তরে যাঁরা এ রাজ্যে বিনিয়োগ করবেন, তাঁরাও সুবিধে পাবেন।’ দি ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স আয়োজিত একটি বিজনেস কনক্লেভে এ কথা বলেছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত। এই সভাতেই বাংলার শিল্পমানচিত্রের বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। তিনি বলেছেন, ‘আমরা চাইছি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আধুনিক শিল্প কারখানাগুলি রাজ্যে গড়ে উঠুক। আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং, স্টিল, কেমিক্যাল, সেমিকন্ডাক্টর ও আইটি-র পাশাপাশি যে সমস্ত অন্য শিল্পক্ষেত্র রয়েছে, সেগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। আমাদের সরকারের লক্ষ্য, শিল্প ও অর্থনীতির বৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা।’ দি ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি পার্থিব নেওটিয়ার ডাকে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা এবং বিনিয়োগের বিষয়ে কলকাতায় এসেছিলেন আন্তর্জাতিক স্তরের বেশ কয়েকজন কূটনীতিক ও দূতাবাসের শীর্ষ কর্তারা। যোগ দিয়েছিলেন জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, ইটালি,

● এরপর ৭ পাতায়

হাওড়ায় ৪৬০ কোটির বিনিয়োগ

আজকালের প্রতিবেদন

পোশাক তৈরির ডেনিম এবং পলিমার দিয়ে তৈরি বিভিন্ন সুরক্ষা সামগ্রীর উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে আগামী ১২ থেকে ১৬ মাসের মধ্যে হাওড়া জেলায় টান্ধন গোষ্ঠী প্রায় ৪৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। পশ্চিমবঙ্গের এই সংস্থা তাদের কারখানার সম্প্রসারণের ফলে কয়েকশো কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে দাবি। এছাড়া এই সংস্থার লক্ষ্য বার্ষিক আয় ৬৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০২৭ অর্থবর্ষে ৯৫০ কোটি টাকা করা। সংস্থার তরফে জানানো হয়, ডেনিম কাপড় উৎপাদন বাড়াতে এই সংস্থার বাগনানে যে কারখানা আছে, তার সম্প্রসারণ করতে ২৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। আগামী ১৮ মাসের মধ্যে ওই কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো হবে।

● এরপর ৭ পাতায়

কল্যাণীতে গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর

সুখেন্দু আচার্য
কল্যাণী, ১৩ অক্টোবর

কল্যাণীতে গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরের জন্য জমি খোঁজার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে প্রাথমিক ভাবে জমি দেখে রাখতে বলা হয়েছে। মঙ্গলবার কল্যাণীতে তিনি একটি পুজো উদ্বোধনে এসেছিলেন। সেখানেই একথা জানান। সেই

জমির খোঁজ চলছে

সঙ্গে তিনি জানান, এ মাসের ২৮ তারিখ তিনি হরিণঘাটায় আসবেন একটি কোম্পানির ভূমিপুজোর অনুষ্ঠানে। সেই সময় বিমানবন্দরের জমি নিয়ে খোঁজখবরও করবেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বিমানবন্দর হওয়ার কথা ঘোষণা করার পরেই উপস্থিত মানুষজন হাততালি দিয়ে স্বাগত জানান। কল্যাণীতে যে পরিমাণ সরকারি জায়গা ফাঁকা পড়ে রয়েছে, তাতে আগামী দিনে কিছু ছোট-বড় শিল্প হবে বলে মনে করছেন স্থানীয় মানুষজন।

● এরপর ৭ পাতায়

আজ নতুন কারখানা হলদিয়ায়

যজ্ঞেশ্বর জানা
হলদিয়া, ১৩ অক্টোবর

আজ, বুধবার হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের ফেনল ও অ্যাসিটোন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অনুষ্ঠানে থাকবেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় ও অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত। ছ’হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের সহযোগী সংস্থা অ্যাডপেরমা প্রাইভেট

পেট্রোকেমিক্যালসে

লিমিটেড এই প্রকল্পের কাজ করবে। দেশের বৃহত্তম ফেনল ও অ্যাসিটোন উৎপাদন কেন্দ্র হবে এখানে। দীর্ঘ দু’দশক পর বড় বিনিয়োগ আসায় স্থানীয় শ্রমিক ও বাসিন্দারা খুশি। জানা গেছে, ২০২৬-এর ডিসেম্বরের মধ্যেই উৎপাদন শুরু হবে। বার্ষিক ৩৪৫ কিলোটন ফেনল এবং ২১৫ কিলোটন অ্যাসিটোন উৎপাদন হবে। অটোমোবাইল, ফার্মাসিউটিক্যাল, নির্মাণের কাজে, রং তৈরিতে এবং ইলেকট্রনিক্স ও অ্যাডহেসিভ

● এরপর ৭ পাতায়

সনাতন ঐতিহ্যে বিজ্ঞানের মেলবন্ধন

মলয় সিন্‌হা

প্রাচীন ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞানচর্চা এবং আধুনিক প্রযুক্তির গভীর যোগসূত্র নিয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে বেশকিছু দিক অজানা রয়েছে। ইতিহাস ও বিজ্ঞান নিয়ে নানা ধরনের বিতর্কের মধ্যে প্রাচীন ভারতের সনাতনি মুনিঋষিদের জ্ঞানচর্চার নানা দিককে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরাই এই উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য। শূন্যের ধারণা, দশমিক পদ্ধতি, আয়ুর্বেদ, যজ্ঞবেদি নির্মাণে গাণিতিক জ্ঞান-সহ প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। একদিকে সনাতন ঐতিহ্য, অন্যদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি— দুইয়ের মেলবন্ধনই এবার দেখা যাবে নিউ টাউন সনাতনি দুর্গাপুজো কমিটির পুজো প্রাঙ্গণে। নিউ টাউন মিলন মেলা প্রাঙ্গণে তাঁদের এবারের থিম ‘সনাতনি থেকে বিজ্ঞান’।

নিউ টাউন

নিউ টাউনের এই দুর্গাপুজোয় ২০২২-এ তৎকালীন বিরোধী দলনেতা তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই পুজো শুরু করেছিলেন। চলতি বছরে এই

নিউ টাউন সনাতনি দুর্গাপুজো কমিটির পুজোমণ্ডপ। ছবি: দীপক গুপ্ত

পুজোর থিমশিল্পী সুবল পালের হাত ধরে সেজে উঠছে। এই পুজো নিউ টাউনের প্রথম সনাতনি দুর্গাপুজো। পুজোর মূল উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত, জানালেন পুজো কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা বরুণ বিশ্বাস। তাঁর কথায়, ‘মণ্ডপে তিনটি পর্ব দেখানো হবে। প্রথমে সনাতন টানেলে প্রবেশ করলে দেখা যাবে আটজন বিখ্যাত মুনিঋষির মূর্তি। তাঁদের নাম ও কর্মকাণ্ড জানা যাবে। তাঁদের উদ্ভাবন নিয়ে নানা তথ্যও থাকবে। দ্বিতীয় পর্বে, সনাতন টানেল থেকে মূল মণ্ডপে পৌঁছোলে সেখানে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সনাতন ও বিজ্ঞানের একটা ফিউশন দেখানো হবে। এখানেই মা দুর্গার দর্শন হবে। শেষ অর্থাৎ তৃতীয় পর্বে, উন্নত ও প্রযুক্তি-নির্ভর বিজ্ঞানের টানেল। থিম ভাবনা ও গবেষণা আমার। মণ্ডপশিল্পী কুমোরটুলির সুবল পাল। প্রতিমা গড়ছেন কৃষ্ণনগরের শিল্পী রাজীব পাল।’ বরুণ বিশ্বাস জানালেন, ‘উদ্বোধন করার কথা পুজোর প্রাণপুরুষ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকার কথা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পদ্মশ্রী কার্তিক মহারাজ এবং রাজ্যপালের। থাকছে আরও চমক।’

আজকাল

৪৬ বর্ষ ২০২ সংখ্যা ২৬ আশ্বিন ১৪৩৩ বুধবার ১৪ অক্টোবর ২০২৬

সত্য চিত্র

বিমান বসুকে নিয়ে একটি বই প্রকাশিত হল। এরপর নিশ্চয়ই বেরোবে তাঁর আত্মজীবনী। বেরোনো উচিত। জানা গেল, তৈরি হচ্ছে তথ্যচিত্র, নির্মাণের দায়িত্বে কৃতী পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করব। পরিচালকের ভাবনা, একটি তথ্যচিত্রে কী করে ধরে রাখা যাবে এক দীর্ঘ ঘটনাবহুল জীবনকে। সুবিধা, তথ্যের অভাব হবে না। প্রায় কৈশোরে সম্পন্ন পরিবার থেকে বেরিয়ে এসে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। প্রায় সাড়ে ছয় দশক বামপন্থী রাজনীতির একনিষ্ঠ কর্মী, নেতা। দু–একবার তাঁর অনিচ্ছাকৃত আলগা মন্তব্যের জন্য সমালোচিত হলেও, বিপক্ষ দলের নেতা–কর্মীরাও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা উজাড় করে দিয়েছেন। রাজনীতির বাইরেও তিনি সাক্ষরতা আন্দোলনে অবিস্মরণীয় ভূমিকায় থেকেছেন। তাঁর আত্মনিবেদন সংগঠনে। কখনও সংসদীয় রাজনীতিতে যাননি, যেতে চাননি বলেই যাননি। চৌত্রিশ বছরের বাম শাসনকালে কখনও মহাকরণে গেছেন বলে মনে পড়া কঠিন। জেলে গেছেন পথের আন্দোলনে থেকে। কখনও, কোনও অবস্থাতেই তাঁকে হতাশ বা ম্রিয়মাণ মনে হয়নি। যোগ্যতা এবং ত্যাগ সত্ত্বেও পলিটব্যুরোয় তাঁকে নেওয়া হয়েছে অনেক দেরিতে। কী এসে যায়? পার্টির অগ্রগণ্য নেতা হিসেবে গোটা রাজ্যে স্বীকৃতি পেয়েছেন। অকৃতদার মানুষটি বাস করেছেন পার্টি কমিউনে, পরে পার্টি দপ্তরে। দলের বাইরের নানা ক্ষেত্রের মানুষের ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, রাজনীতিতে আপস করে নয়। তিনি হেঁটেছেন কত মাইল, হিসেব নেই। সম্প্রতি বাইপাস সার্জারির পর দু–একটি পদযাত্রায় হাঁটতে পারেননি। হয়তো ভাবছেন, আবার কবে হাঁটবেন। রোদ–জল তাঁকে নিরস্ত করতে পারেনি। এমন আদর্শ মানুষকে নিয়েই তো তথ্যচিত্র হওয়া উচিত। নিঃসন্দেহে সেই তথ্যচিত্র হবে সত্য চিত্র।

প্রিয় সম্পাদক

বেলুড় মঠের শারদোৎসব

বেলুড় মঠের শারদীয় দুর্গোৎসবের মহিমা দেশ–কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে গোটা দুনিয়ার অধ্যাত্মমহলে চর্চিত। ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দের উদ্যোগে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান শাখায় দুগ্গাপুজো শুরু হয়েছিল। যদিও, স্বামীজি মাত্র ওই একবারই নিজের চোখে পুজো দেখে যেতে পেরেছিলেন। কারণ, ১৯০২ সালে শারদোৎসবের মাত্রই কয়েক মাস আগে তাঁর দেহাবসান হয়। সেই থেকে আজও মহাসমারোহে বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে দুর্গোৎসবের আয়োজন হয়ে আসছে। ফি–বছরই হাজার–হাজার ভক্ত এবং দর্শনার্থী এই উপলক্ষে মঠে এসে উপস্থিত হন। মহাষ্টমীর সকালে বেলুড় মঠের কুমারী পুজো দেখতে কয়েক হাজার মানুষের ভিড় হয়। স্বামীজি যে প্রথা চালু করেছিলেন, তাতে ছেদ পড়েনি আজও। এখনও বেলুড় মঠের দুর্গোৎসব উৎসর্গ করা হয়ে থাকে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর নামেই। শুধু স্থানীয় দর্শনার্থীরাই নন, মঠের পুজো দেখতে প্রতি বছর হাজির হন দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা রামকৃষ্ণ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ভক্তজনেরা। এমনকী, পুজো উপলক্ষে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকেও বেলুড়ে এসে ক'টা দিন কাটিয়ে যান বেশ কিছু ভিন্‌দেশি মানুষ। সব মিলিয়ে শারদীয় মহোৎসবের দিনগুলিতে মঠ প্রাঙ্গণ সর্বার্থেই যেন হয়ে ওঠে পরমাশ্চর্য এক মিলনমেলা।

● *অসিত মজুমদার*
দাঁইহাট, পূর্ব বর্ধমান

দেবী দুর্গার অস্ত্র-গ্রাম

শারদীয় দুর্গোৎসব কাছে এসে পড়লে আম–বাঙালির মনটা কী এক অচেনা সুরে ভরে ওঠে। আশ্চর্যসুন্দর শৈশব, কৈশোর পেরিয়ে আজ বার্ধক্যে উপনীত হয়েও সেই জাদু–সময়কে দিব্যি উপভোগ করতে পারি। শরৎ ঋতু এলেই প্রকৃতির রং যায় পাল্টে। কুমোরপাড়ায় দেবী প্রতিমা আস্তে আস্তে সেজে ওঠেন সালঙ্কারা বেশে। তারপর মণ্ডপে–মণ্ডপে শুভাগমন ঘটে সপরিবার দশপ্রহরণধারিণীর। ষষ্ঠীর সকালে বোধন পর্ব থেকেই মহোৎসবের ঢাকে কাঠি পড়ে যায়। সন্ধেয় পুরোহিত মশাই যথাবিহিত আচার মেনে দেবী দশভুজার দশ হাতে তুলে দেন দশ অস্ত্র। বাদ যান না সন্তান–সন্ততিরাও। মাটির প্রতিমা নিমেষেই যেন হয়ে ওঠে সপ্রাণ, জীবন্ত! মনে আছে, ছোটবেলায় মা দুর্গা এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের হাতের অস্ত্র অন্যরকম এক মাদকতা তৈরি করত আমাদের মানসপটে। বিশেষ করে বিজয়া দশমীর অপরাহ্নে বিসর্জন যাত্রার আগে পাড়ার পুজোয় ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকা বাবা–জেঠুদের কাছে আবদার জুড়তাম, ঠাকুরের হাতের অস্ত্র আমাদের ভাগ করে দিয়ে দেওয়ার! সত্যিই আবদার বটে! ওঁরা আমাদের নিরস্ত করতেন এই বলে, 'মায়ের হাত থেকে অস্ত্র খুলে নিলে তিনি কিন্তু খুব রাগ করবেন। স্কুলের অ্যানুয়াল পরীক্ষায় টের পাবি!' সে সব শুনে সত্যিই বেশ ভয় পেয়ে যেতাম। আসলে তখন দিনকালই ছিল অন্যরকম। সরলমতি কৈশোর তখনও জীবন্ত। যা–ই হোক, যেটা বলার, বছর–বছর শারদীয় উৎসবে এই বঙ্গদেশে দেবীর অস্ত্রের সবচেয়ে বড় জোগানদার হাওড়ার একটি গ্রাম— বোয়ালিয়া। বচ্ছরকার দিনে এই গ্রাম থেকেই পুজোর বেশ কিছুটা আগে থেকে টিনের তৈরি বিভিন্ন ধরনের, নানা মাপের অস্ত্র পৌঁছে যায় কুমোরটুলি–সহ বাংলার আরও বহু পটুয়াপাড়ায়। একটা পুজো শেষ হওয়ার অপেক্ষা। মোটামুটি ভাবে ডিসেম্বর থেকেই এই গ্রামের অস্ত্রশিল্পীরা নিজেদের কাজ শুরু করে দেন। স্থানীয়দের মধ্যে অনেকেই পারিবারিক সূত্রে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। টিন এবং অন্য ধাতু দিয়ে বানানো দুর্গা, গণেশ, কার্তিকের হাতের নানা অস্ত্র এবং লক্ষ্মী, সরস্বতীর হাতে ধরা শঙ্খ, বীণা নিখুঁত ভাবে তৈরি করে মৃৎশিল্পীদের ডেরায় পাঠিয়ে দেন ওঁরা। প্রশ্ন একটাই, এ যুগের ছোটরাও কি ভাসানের আগে ঠাকুরের হাতের অস্ত্রশস্ত্র নেওয়ার জন্য সেকালের মতোই বায়না ধরে?

● *বিকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়*
দমদম

ভোগের থালায় বাঙালিয়ানা

শরৎ এলেই বাঙালির মন উৎসবের দিকে ছুটে যায়। দুর্গাপুজো বাঙালির কাছে শুধু কয়েকদিনের উৎসব নয়; এটি বিশ্বাস, আবেগ, ঐতিহ্য ও মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এক অনন্য পর্ব। বাঙালির উৎসব জীবনে খাবারেরও রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। তাই দেবীর ভোগ ও পুজোর খাবারকে ঘিরে আমিষ–নিরামিষের প্রশ্নও বারবার আলোচনায় আসে। কিন্তু এই বিতর্কের কেন্দ্রে আসলে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, খাদ্য নাকি ভক্তি?

মনে রাখতে হবে, বাঙালির দুর্গাপুজোর আচার–অনুষ্ঠান উত্তর ভারতের নবরাত্রি রীতির সঙ্গে এক নয়। নবরাত্রি ব্রত, যেখানে উপবাস ও নিরামিষ প্রধান। বাঙালির দুর্গাপুজোর সৌন্দর্য তার বৈচিত্রে। আমাদের দুর্গা মূলত শাক্তদেবী। কালিকাপুরাণ–সহ শাক্ত ধর্মীয় সাহিত্যে দেবীপুজোয় বলি ও আমিষ নিবেদনের বিভিন্ন উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই আজও বহু বনেদি বাড়িতে বলির পাঁঠার মাংস ভোগ হিসেবে নিবেদিত হয়। আবার বাংলার বৈষ্ণব পরিবারে পুজোর পাঁচ দিন সম্পূর্ণ নিরামিষ আহারের রীতি আছে। সেটিও সমান পবিত্র, সমান আন্তরিক। একটিকে তমোগুণী, অন্যটিকে সাত্ত্বিক বলে উচ্চ–নীচের শ্রেণিতে ফেলা বাংলার বহুমাত্রিক পুজো পরম্পরাকে অতিরিক্ত সরল করে দেয়।

পুজোর খাদ্যাচারকে একমাত্র নিরামিষ বা একমাত্র আমিষের ছকে দেখার প্রবণতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। আপত্তি হল যখন একটি সংস্কৃতিকে উন্নত এবং অন্যটিকে অশুদ্ধ বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। স্বামী বিবেকানন্দের লেখায় খাদ্য নিয়ে পরিস্থিতি–নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়; তিনি আমিষ–নিরামিষ নিয়ে প্রচলিত বিতর্কের বিভিন্ন দিকও আলোচনা করেছেন। কলকাতার দুর্গাপুজো ২০২১ সালে ইউনেস্কোর মানবতার অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রিপ্রেজেন্টেটিভ লিস্টে স্থান পায়। ইউনেস্কোর বিবরণে এই উৎসবের শিল্প, কারুশিল্প, ঢাক, শিল্পী–কারিগরদের অংশগ্রহণ এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির দিকগুলি বিশেষ ভাবে উঠে এসেছে। সেখানে ঢাকি, কুমোরটুলির শিল্পী, পুরোহিত, আয়োজক ও সাধারণ দর্শনার্থী— বিভিন্ন স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ রয়েছে।

পুজোকে একটি নির্দিষ্ট খাদ্যাভ্যাসের মোড়কে বন্দি করলে তার সর্বজনীন আবেদনটাই নষ্ট হবে। দেবীর উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা নয়, ভিন্নতাকে স্বীকার করেও একসঙ্গে আনন্দ করা। শ্রদ্ধা থাকুক মনে ও ভক্তিতে, থালার খাবারে নয়। আসুন, এই কৃত্রিম দ্বন্দ্ব ভুলে পুজোকে তার স্বাভাবিক, বহুত্ববাদী রূপেই উদ্‌যাপন করি।

● *মানস শীল*
মছলন্দপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

চিঠি লিখুন ইমেলেও priyo_sampadak@aajkaal.net

২৯-এ হারের জন্য তৈরি হোন, রাহুলকে শাহ

এবার দলীয় স্তরে নিজ রাজ্যে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত বিরোধীদের

বীরেন ভট্টাচার্য
দিল্লি, ১৩ অক্টোবর

২০২৯–এর লোকসভা ভোটে ফের শোচনীয় হারের জন্য তৈরি হোন। গোটা দেশ রয়েছে বিজেপি, এনডিএ এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে। মঙ্গলবার দিল্লিতে এমনই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বলেছেন, নেতিবাচক রাজনীতি করে কংগ্রেস সুবিধে করতে পারবে না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরির উপনির্বাচনে কংগ্রেসের হার নিয়েও কটাক্ষ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

এদিকে, ইন্ডিয়া জোট হিসেবে দিল্লিতে আন্দোলন করার পর এবার দলগত ভাবে নিজের নিজের এলাকায় পৃথক আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিল ইন্ডিয়া জোটের দলগুলি। নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে রাজ্য, জেলা এবং একেবারে নিচুস্তরে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বিরোধী দলগুলির তরফে। এদিকে, এদিন ইন্ডিয়া জোটের আন্দোলন এবং রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

তবে কী ভাবে সেই আন্দোলন হবে, তার বিস্তারিত রূপরেখা এখনও জানা যায়নি। জানা গিয়েছে, প্রত্যেকটি দল নিজেদের রাজ্যে ফিরে গিয়ে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলবে। পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু এখন উৎসবের মরশুম, সেই কারণে আগামী এক মাস ধীরে চলো নীতিতে চলবে তৃণমূল কংগ্রেস। দুর্গাপুজো, কালীপুজো মিটে গেলেই নির্বাচন কমিশন এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। তবে বাংলায় সিপিএম, কংগ্রেস এবং তৃণমূল পৃথক ভাবে আন্দোলন করবে, নাকি একজোট হয়েই নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হবে সেই ব্যাপারটি এখনও স্পষ্ট নয়। সপ্তাহখানেক আগে দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে মমতা ব্যানার্জি জানান, আঞ্চলিক রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে রেখে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই ব্যাপারে সমস্ত দলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলনের ডাক দেন তিনি। যদিও কংগ্রেস বা সিপিএমের তরফে সেই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তবে দিল্লিতে একযোগে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে দেখা গিয়েছে কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূলকে। এমনকী, দিল্লি যাওয়ার আগে সিপিএম সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবির সঙ্গে মমতা ব্যানার্জির কথাও হয়।

তবে নিজ নিজ রাজ্যে গিয়ে আন্দোলন প্রসঙ্গে বিজেপির কটাক্ষ, ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে যে কোনও ঐক্য নেই, তা স্পষ্ট হয়েছে। এদিন রাহুল গান্ধীর কড়া সমালোচনা করে অমিত শাহ বলেন, 'আপনি এসআইআর প্রসঙ্গে বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করেছেন। আপনার আত্মসমীক্ষা প্রয়োজন। যেখানে এক সময়ে আপনারা ক্ষমতায় ছিলেন, সেখানে গত ৪১ বছরে একটি আসনেও জিততে পারেননি। ফলে এই বিষয়টি নিয়ে আপনাদের আত্মচিন্তন প্রয়োজন।' তিনি বলেন, 'সম্প্রতি তিনটি রাজ্যে উপনির্বাচন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরিতে একটি আসনেও জিততে পারেনি কংগ্রেস। নওগাঁয়ে বিজেপি প্রার্থী ১,৪১,০০০ ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন। কংগ্রেসের থেকে এই আসনটি ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি। নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রার্থী ১,২২,০০০ ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন। রেজিনগরে বিজেপি প্রার্থী ৭৫,০০০ এর বেশি ভোটে জয়লাভ করেছেন।'

জ্ঞানেশ-বিরোধী বিক্ষোভ চলবে, দাবি ইন্ডিয়া জোটের

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১৩ অক্টোবর

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে অল আউট আক্রমণে নেমেছে বিরোধী শিবির। দেশ জুড়ে আন্দোলন জারি থাকবে। সুপ্রিম কোর্টে মামলা বিচারাধীন থাকলেও রাস্তায় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিরোধীরা। তবে উৎসবের কয়েক দিন আন্দোলন স্থগিত রাখা হতে পারে বলেই খবর। একটি সূত্রের দাবি, উৎসবের মরশুমের কথা মাথায় রেখে দশেরা পর্যন্ত বড়সড় কোনও আন্দোলনে নামছে না বিরোধীরা। মঙ্গলবার দিল্লিতে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বাসভবনে ইন্ডিয়া–র দলগুলির নেতারা চা–চক্রে মিলিত হন। বৈঠকে বিরোধী নেতাদের পাশাপাশি ছাত্র সংগঠন ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক চলে প্রায় দু'ঘণ্টা। ঠিক হয়, জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে আন্দোলন জারি রাখা হবে। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ওপর চাপ আরও বাড়ানোর হুঁশিয়ারিও দেন তাঁরা।

গত এক সপ্তাহের মধ্যে বিরোধী নেতারা ছ'বার বৈঠক করলেন। বিজেপি সরকার তাঁদের আন্দোলনে ভয় পেয়েছে, জোর গলায় দাবি করছেন বিরোধী নেতারা। সোমবার দিল্লিতে রেকর্ড সংখ্যক মানুষ পথে নেমেছিল। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়ায় অভিভূত বিরোধী শিবির। সূত্রের খবর, টানা কয়েক দিন আন্দোলনে অংশ নেওয়ার পর বুধবার একদিনের বিরতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এরপর আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করে নতুন করে কর্মসূচি ঘোষণা করা হতে পারে। উৎসবের কয়েক দিন আন্দোলন বন্ধ রাখা হবে, না কি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, সে বিষয়ে এদিনের বৈঠকে কথা হয়েছে। আগামী কয়েক দিনে আলোচনার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানাবে ইন্ডিয়া। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবির পাশাপাশি যন্তর মন্তরকে বিক্ষোভস্থলের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও আন্দোলন আরও জোরদার করার পরিকল্পনা নিয়েছেন বিরোধী নেতারা।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল গান্ধী দাবি করেন, 'মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফা আদায় করাই আমাদের লক্ষ্য। এর জন্য যত সময় লাগুক, এক দিন, তিন মাস, ছ'মাস, এক বছর কিংবা দু'বছর— আমাদের আন্দোলন চলবে।' তাঁর কথায়, দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠায় শেষ পর্যন্ত লড়াই চলবে।

যন্তর মন্তরে নিষেধাজ্ঞা: মামলা শীর্ষ আদালতে

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১৩ অক্টোবর

দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি আয়োজনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ এবং বিকল্প স্থান নির্ধারণের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের হল সুপ্রিম কোর্টে। রাজধানীতে প্রতিবাদ কর্মসূচির জন্য নির্ধারিত স্থানগুলি আন্দোলনের পক্ষে কতটা উপযুক্ত, এবং সেখানে পৌঁছোনোর সুবিধা কেমন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মামলা করেন আইনজীবী মুক্তা গুপ্তা।

আবেদনে বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট এর আগে যন্তর মন্তরকে প্রতিবাদের নির্ধারিত স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। পাশাপাশি, বিকল্প হিসেবে রামলীলা ময়দানকে উপযুক্ত বলে মানতেও অস্বীকার করেছিল শীর্ষ আদালত। সেই প্রেক্ষিতে যন্তর মন্তরে বিধিনিষেধ আরোপ এবং অন্য স্থানগুলিকে বিকল্প হিসেবে বেছে নেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আবেদনকারী। প্রস্তাবিত বিকল্প স্থানগুলি আন্দোলনের পক্ষে কতটা উপযুক্ত, তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে আবেদনে। অভিযোগ, বিকল্প বিক্ষোভস্থলগুলির মধ্যে কয়েকটি দিল্লির আবর্জনার স্তূপ এলাকার কাছে অবস্থিত। ফলে সেখানে জনসমাবেশ আয়োজনের উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

এদিকে, মঙ্গলবারও যন্তর মন্তর, কনট প্লেসে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিক্ষোভ দেখিয়েছে সিজেপি, এনএসইউআই ও বাম ছাত্র সংগঠনগুলি। বিক্ষোভকারীদের অবশ্য দ্রুত আটক করে সরিয়ে দেয় পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে গেট টপকে বন্ধ যন্তর মন্তরের ভিতরে ঢুকে পড়েন সিজেপির আশুতোষ রাঙ্কা, সৌরভ দাসরা। ভিতরে ঢুকে জাতীয় পতাকা মেলে ধরেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন সিজেপি সমর্থকও। তাঁদেরও আটক করে পুলিশ।

দেশ জুড়ে বিক্ষোভের হুঁশিয়ারি দীপকের

দিল্লির সংসদ ভবন থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে যন্তর মন্তরে প্রতিবাদ নিষিদ্ধ করা হলে গোটা দেশ যন্তর মন্তর হবে, দেশে নতুন নতুন প্রতিবাদ–ক্ষেত্র গড়ে উঠবে, দিল্লি যাওয়ার পথে পুলিশ তাঁকে আটকালে যেখানে বাধা পাবেন সেখানেই আন্দোলন শুরু করবেন, হুঙ্কার দিলেন ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। তাঁর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গণতন্ত্রে ভিন্নস্বর দমন করছেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে সিজেপি। যন্তর মন্তরে প্রতিবাদ নিষিদ্ধ করেছে কেন্দ্র। মঙ্গলবার কড়া নিরাপত্তা ও ব্যারিকেড টপকে যন্তর মন্তর পৌঁছোলে আটক করা হয় সিজেপি নেতা সৌরভ দাস, আশুতোষ রাঙ্কাকে।

নির্বাচন কমিশনারদের আজীবন রক্ষাকবচ নিয়ে শীর্ষ কোর্টে মামলা

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১৩ অক্টোবর

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদের কাজের জন্য আজীবন আইনি রক্ষাকবচ দেওয়ার বিধানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর)। মঙ্গলবার এই মামলায় কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য জানতে চেয়ে নোটিস জারি করেছে শীর্ষ আদালত।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে মামলাটি ওঠে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার (নিয়োগ, চাকরির শর্তাবলি ও কার্যকালের মেয়াদ) আইন, ২০২৩–এর ১৬ নম্বর ধারার সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে এডিআর। ওই ধারায় বলা হয়েছে, সরকারি দায়িত্ব বা কর্তব্য পালনের সময় কোনও কাজ, কথা বা পদক্ষেপের জন্য বর্তমান কিংবা প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের বিরুদ্ধে কোনও দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা আদালত গ্রহণ করতে বা চালিয়ে যেতে পারবে না। এডিআরের দাবি, এই বিধান সংবিধানের ১৪ ও ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী।

মামলাকারীর আরও বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার যুক্তিতে এমন ব্যাপক আইনি রক্ষাকবচ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল কিংবা বিচারপতিদের ক্ষেত্রেও পদ ছাড়ার পর একই ধরনের আজীবন ও শর্তহীন দায়মুক্তির ব্যবস্থা নেই। ফলে নির্বাচন কমিশনারদের জন্য পৃথক এই সুরক্ষা কেন প্রয়োজন, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে এডিআর।

করোলবাগের থিম অযোধ্যার রাম মন্দির

আবু হায়াত বিশ্বাস
দিল্লি, ১৩ অক্টোবর

রাজধানীর বুকে এবার অযোধ্যার রাম মন্দির। দুর্গাপুজোর আবহে করোলবাগে তৈরি হচ্ছে রাম মন্দিরের আদলে বিশাল মণ্ডপ। প্রতি বছরই অভিনব থিমে দর্শকদের চমকে দেয় করোলবাগ পুজো সমিতি। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। মন্দিরের স্থাপত্য, সূক্ষ্ম কারুকাজ আর আলোর মায়ায় দিল্লির বুকে যেন উঠে আসছে অযোধ্যার রামলালার মন্দিরটাই।

পুজোর আর হাতে গোনা কয়েক দিন বাকি। তাই এখন দম ফেলার ফুরসত নেই শিল্পীদের। দিন–রাত এক করে চলছে মণ্ডপ তৈরির কাজ। মেদিনীপুরের শিল্পীদের নিপুণ হাতে থার্মোকলের বুকে ফুটে উঠছে মন্দিরের নানা স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য। কোথাও সূক্ষ্ম নকশার কাজ, কোথাও শেষ মুহূর্তের সাজসজ্জা। ধীরে ধীরে পূর্ণতা পাচ্ছে মণ্ডপের কাঠামো। দিনের আলোয় তার স্থাপত্য যেমন নজর কাড়বে, রাতের আলোকসজ্জায় তেমনই খুলে যাবে অন্য এক অপার্থিব রূপ। মণ্ডপের অন্দরেও থাকবে থিমের সঙ্গে মানানসই সাজ।

দিল্লিতে করোলবাগের পুজোর দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। প্রতি বছরই কোনও না কোনও চমক পুজো সমিতি দিয়ে থাকে। কখনও লালকেল্লা, কখনও চন্দ্রযান–৩, কখনও বিদ্যাসাগর, আবার কখনও উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ মন্দির—প্রতি বছরই থিমের বৈচিত্রে দর্শকদের মন জয় করেছে এই পুজো। রাজধানীর প্রাচীন পুজোগুলির অন্যতম করোলবাগের এই আয়োজন দিল্লি ও এনসিআরের বাঙালিদের কাছে বরাবরই বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র। পুজো সমিতির সাধারণ সম্পাদক দীপক ভৌমিক বলেন, 'এবার আমাদের পুজো ৮৫ বছরে পদার্পণ করল। প্রতি বছরই দর্শনার্থীদের জন্য নতুন চমক রাখার চেষ্টা করি। এবার রাম মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি হয়েছে। আশা করছি, পুজোর কয়েক দিনে কয়েক লক্ষ দর্শনার্থী আসবেন।'

দিল্লির পুজো

পুজোর আয়োজনে কোনও খামতি রাখতে চান না আয়োজকরা। প্রতিদিনই থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আনন্দমেলা এবং ভোগ বিতরণ। এবার চার দিন ধরে চলবে ভোগ বিতরণ। কলকাতা ও দিল্লির শিল্পীদের উপস্থিতিতে জমে উঠবে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাও। পুজোর সূচি মেনেও রয়েছে নানা আয়োজন। সমিতির সভাপতি রবীন ব্যানার্জি জানান, পুজোর আয়োজনকে ঘিরে থাকছে নানা অনুষ্ঠান। এবছর সপ্তমী দু'দিন। ফলে এবারে চার দিন ধরে চলবে ভোগ বিতরণ। পঞ্চমীতে সাই সন্ধ্যা, মহাষষ্ঠীতে আনন্দমেলা। রাত ৮টায় হবে পুজোর উদ্বোধন। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতেও থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অর্কেস্ট্রা।

এদিকে, প্যাটেলনগর পুজো সমিতি ৬১ বছরে পড়ল। আয়োজকদের অন্যতম শেলী ভৌমিক জানালেন, এবার মা দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর অঙ্গে জড়িয়ে থাকবে খাঁটি তাঁতের শাড়ি। এক টুকরো নিখাদ বাঙালিয়ানা।

রাহুলের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ বিজেপির

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১৩ অক্টোবর

কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন নিয়ে দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলল বিজেপি। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিজেপি নেতা পীযূষ গোয়েল বলেন, 'কংগ্রেস আমলে প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনারদের দলের প্রার্থী করা থেকে নানা পদে বহাল করার রেকর্ড রয়েছে।' তিনি অভিযোগ করেন, রাহুল গান্ধী বাচ্ছাদের মতো আচরণ করছেন।

গোয়েল বলেন, 'আমরা বিগত কিছুদিন ধরে রাহুল গান্ধীর দ্বিচারিতা লক্ষ করছি। তাঁর বালখিল্য আচরণ দেশের সংবিধানকে লঙ্ঘন করছে। কংগ্রেস নির্বাচন কমিশন নিয়ে প্রশ্ন করছে, অথচ নিজেদের অতীতের রেকর্ড ভুলে গেছে।' তাঁর দাবি, 'এনডিএ সরকার নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে দিয়েছে। কংগ্রেসের মতো কমিশনারদের রাজনৈতিক পদে নিযুক্ত করে তার বদলে তাঁদের কাছ থেকে সুবিধে আদায় করেনি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার।' তাঁর দাবি, প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার টিএন শেষন–সহ একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে রাজনৈতিক পদে নিয়োগ করেছে কংগ্রেস সরকার। ১৯৯৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে লালকৃষ্ণ আদবানির বিরুদ্ধে প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার টিএন শেষনকে প্রার্থী করেছিল কংগ্রেস। তিনি বলেন, '১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত, পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচন কমিশনার ছিলেন এমএস গিল। তাঁকে পদ্মবিভূষণ দেওয়া হয়। পদে থাকাকালীন তাঁকে ভারতের দ্বিতীয় বড় সম্মান প্রদান করা হয়। এটা কি ঘুষ নয়?' রাহুল গান্ধীর দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'রাহুল গান্ধী কংগ্রেসের সামনে লাল পতাকা। তাঁর নেতৃত্বে দল বার বার পরাজিত হয়েছে।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অভিযোগ করেন, সোমবার রাহুল গান্ধী একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। এসআইআরের পক্ষে সওয়াল করে পীযূষ গোয়েল বলেন, 'কংগ্রেসের অনেক নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তাদের দলের নেতা শশী থারুর নিজেই বলেছেন, কেরলে এসআইআরের জন্যই কংগ্রেস দল জিতেছে। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী নিজেও একথা স্বীকার করেছেন।'

প্রশান্ত বর্মনের আর্জি খারিজ শীর্ষ কোর্টে

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১৩ অক্টোবর

সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও স্বস্তি পেলেন না বরখাস্ত হওয়া বিডিও প্রশান্ত বর্মন। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করতে রাজি হল না সুপ্রিম কোর্ট। স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে অপহরণ এবং খুনের মামলায় মূল অভিযুক্ত রাজগঞ্জের তৎকালীন বিডিও প্রশান্ত বর্মন আত্মসমর্পণ না করায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছে আদালত। মঙ্গলবার হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়া বর্মনের আবেদন খারিজ হয়েছে। প্রশান্ত বর্মনের পাশাপাশি রাজ্যের ভূমিকা নিয়েও আদালত যে বিরক্ত, এদিন তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি অরবিন্দ কুমার এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চ। আদালত প্রশ্ন তোলে, হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে কেন এখনও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে রাজ্য কোনও পদক্ষেপ করেনি। প্রশান্তর আইনজীবীর উদ্দেশে বেঞ্চ বলেছে, 'আপনার (প্রশান্ত বর্মন) বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। গোটা সিস্টেমকে উপহাসে পরিণত করেছেন আপনি। পুলিশ কী করছে?' উল্লেখ্য, প্রশান্ত বর্মন এখনও ফেরার।

তথ্য

কাঠঠোকরা পাখি যে গতিতে গাছের গায়ে ঠোক্কর মারে, তা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির থেকে ১২০০ গুণ বেশি। ঠোক্করের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পাখিটির চোখ দুটি বন্ধ হয়ে যায়। না হলে ঠোক্কর মারার সময় ছিটকে যেত পাখির চোখের মণি।

দে মু

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে অরুণকুমার ঘোষ কর্তৃক বি পি–৭, সেক্টর–৫, বিধাননগর, কলকাতা–৭০০০৯১ ও অফিস ব্লক, জি–২১২, সিটি সেন্টার, শিলিগুড়ি–৭৩৪০১০ থেকে প্রকাশিত এবং আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি–৭, সেক্টর–৫, বিধাননগর, কলকাতা–৭০০০৯১ ও সিইআই প্রিন্ট সলিউশন প্রাঃ লিঃ, ৪ মাইল, সেবক রোড, পোঃঅঃ– শালুগাড়া (শালুগাড়া রিলায়েন্স মার্কেটের বিপরীতে), শিলিগুড়ি–৭৩৪০০৮ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক: অশোক দাশগুপ্ত।** Published from BP–7, Sector–V, Bidhannagar, Kolkata–700091; Office Block, G–212, City Centre, Siliguri–734010 and printed at Aajkaal Publishers Pvt. Ltd., BP–7, Sector–V, Bidhannagar, Kolkata–700091; CEI Print Solution Pvt. Ltd., 4 Mile, Sevoke Road, P.O. Salugara (Opposite to Salugara Reliance Market), Siliguri–734008 by Arun Kumar Ghosh On behalf of Aajkaal Publishers Pvt. Ltd. **Editor: Asoke Dasgupta**. ফোন: (০৩৩) ২৩৬৭৫৫১১ Phone: (033) 23675511, E-mail: mail@aajkaal.net

REGD. NO. KOL RMS/243/2019–2021 RNI NO: R.N. 37263/81

বিশ্ব-অর্থনীতির প্রেক্ষিতে দেশের পক্ষে সওয়াল

ভারত স্থায়ী স্তম্ভ, মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ১৩ অক্টোবর

ভারতকে ‘স্থায়ী স্তম্ভ’ হিসেবে তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার ব্লুমবার্গ নিউ ইকনমিক ফোরামে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, সকলকে নিয়ে ক্ষমতায়নের পথে এগিয়ে চলেছে ভারত। তিনি বলেন, ভারতের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে এবং ভারতের সংস্কারের একটি নির্দিষ্ট পথনির্দেশও রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনিশ্চয়তার সময়েও ভারত স্থায়িত্বের আশ্বাস দিয়ে চলেছে। তাঁর দাবি, বর্তমানে সারা বিশ্বের বিশ্বাসে আঘাত লেগেছে। প্রধানমন্ত্রী জানান, এই ব্যাপারে সমর্থন দিতে ভারত প্রস্তুত। ভারত নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ও তা স্বীকার করে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বর্তমানে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার ৭০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। আমাদের ব্যাঙ্ক কাঠামো সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে।’ পণ্য ও পরিষেবা কর, ২৯টি শ্রম আইনকে একত্রিত করে শ্রমবিধি তৈরি করা, ব্যবসা সংক্রান্ত শতাধিক ছোটখাটো অপরাধে কড়া শাস্তি কমানোর মতো পদক্ষেপের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ‘আমাদের কাছে সংস্কার বাধ্যবাধকতা নয়, সংস্কার আমাদের অঙ্গীকার।’ তিনি বলেন, ‘সরবরাহ, শক্তি, খনিজ, পেমেন্ট পদ্ধতি, প্রযুক্তি বর্তমানে চালকের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের রূপান্তর ঘটাচ্ছে। পাশাপাশি, এই একই সময়ে বিভিন্ন দেশে প্রবীণ নাগরিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াও একটি চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বে একটাই সঙ্ঘাতের বিষয়, সেটা হল বিশ্বাস।’ এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘বিশ্বাস করা হয় যে, সঙ্গী দেশ সঙ্কটের সময়ে পাশে দাঁড়াবে। ভারত আপনাদের পাশে রয়েছে ভিন্ন চিন্তা এবং ভিন্ন ভাবে।’ তিনি জানান, সঙ্কটের প্রতিটি সময়ে ভারত সারা বিশ্বের সঙ্গে থেকেছে এবং কারও মূল্যে নয়, সারা বিশ্বের সঙ্গেই বৃদ্ধি হয়েছে ভারতের।

ব্লুমবার্গ নিউ ইকনমি ফোরামে বক্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দিল্লিতে, মঙ্গলবার। ছবি: পিটিআই

ইউপিআই

দীপাবলির পরে মাশুল

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ১৩ অক্টোবর

ইঙ্গিত আগেই মিলেছিল। এবার আনুষ্ঠানিক ভাবে ইউপিআইয়ে ২০০০ টাকার বেশি লেনদেনের ক্ষেত্রে মাশুল বসানোর সময়সীমা পিছিয়ে দিল কেন্দ্র। আগে ঠিক ছিল, উৎসবের মরশুমে, ১৫ অক্টোবর থেকেই এই মাশুল ব্যবস্থা কার্যকর হবে। মঙ্গলবার ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এনপিসিআই) জানিয়েছে, উৎসবের কথা মাথায় রেখে ইউপিআই

এবং সার্ভিসেস স্টিয়ারিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেওয়ালির পরেই এই চার্জ বসানো হবে। তার দিন জানানো হবে পরে। মাশুল চালুর সিদ্ধান্ত স্থগিত হতেই নরেন্দ্র মোদি সরকারকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে ফের ‘ইউ-টার্ন’-এর সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে কি না, মঙ্গলবার সেই প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ। বিরোধীদের বক্তব্য, ইউপিআইয়ে মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে বিভিন্ন মহল থেকে চাপ তৈরি হয়েছিল। সেই কারণেই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার ঘোষণা করা হয়েছে।

টাকার দামে স্থিতিশীলতা, ব্যবস্থা নেবে আরবিআই

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ১৩ অক্টোবর

গত দেড় বছরে ডলারের তুলনায় টাকার দাম ভালরকম কমেছে। টাকার দামে যাতে অতিরিক্ত অস্থিরতা তৈরি না হয়, সেজন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। মঙ্গলবার একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ব্লুমবার্গ নিউ ইকনমি ২০২৬ আলোচনাচক্রে তিনি বলেন, মার্কিন ডলারের নিরিখে টাকা অনেকটাই নীচে নেমে গেছে। তাই নিজেদের ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আরবিআই টাকার দামে অস্থিরতা আটকানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁর কথায়, ‘টাকার দাম বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করছে না আরবিআই। বরং, অস্থিরতা কমাতে যথেষ্ট প্রয়াস রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের। এবং এই প্রয়াস বজায় থাকবে। যদি টাকা নিজস্ব দামে স্থিতিশীল হয়, তা হলে সেটাই হবে প্রশংসনীয় কাজ।’ গত সপ্তাহেই এই লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছে আরবিআই। এর মধ্যে জ্বালানি তেল বিপণন সংস্থাগুলির জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে ডলারের চাহিদা ঘিরে অস্থিরতা কমবে। ডলারের নিরিখে টাকার দামে যাতে ফাটকা না বাড়ে, সে বিষয়েও পদক্ষেপ করা হয়েছে। এসবের জেরে সোমবার টাকার দাম ১ শতাংশ বেড়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, টাকার দামে অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে বৈদেশিক চ্যালেঞ্জের কারণে। ফলে সরকার চেষ্টা করছে, যাতে দেশের সাধারণ অর্থনীতির মৌলিক বিষয়গুলিতে সুস্থিতি থাকে।

উৎসব-মরশুমে খাদ্যপণ্যের দামবৃদ্ধিতে বাড়ছে উদ্বেগ

আজকালের প্রতিবেদন

একবার বাজারে গেলেই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে মধ্যবিত্তের বাজেট। পেঁয়াজ, আদা, রসুন বাদ দিলে চলবে না। অথচ এসবের দাম এতটাই বেড়েছে যে, এই খাতে অনেক বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে। শুধু পেঁয়াজ, রসুন, আদা নয়, সাধারণ ভাবে খাদ্যপণ্যের দামই ঊর্ধ্বমুখী। সরকারি তথ্যেই দেখা যাচ্ছে, সেপ্টেম্বরে খাদ্যপণ্যে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৭.৭৪ শতাংশ। ওই মাসেই উপভোক্তা মূল্যসূচকের ভিত্তিতে সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৫.৫৪ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছে পেঁয়াজের দাম। আগস্টে পেঁয়াজে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৪৮.৭৮ শতাংশ। সেপ্টেম্বরে তা বেড়ে হয়েছিল ১০৮.০৯ শতাংশ, যা আসলে দ্বিগুণেরও বেশি। সেপ্টেম্বর মাসে আদার দাম বেড়েছে ৬২.৮৫ শতাংশ, রসুনে মূল্যস্ফীতির হার আগস্টে ৪৩.৬০ শতাংশ থেকে সেপ্টেম্বরে লাফিয়ে বেড়েছে ৫৪.৬২ শতাংশ। লেবুর দামও বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। আগস্টে লেবুর দাম বেড়েছিল ১৫.১৫ শতাংশ, সেখান থেকে লাফিয়ে সেপ্টেম্বরে বেড়েছে ৩৬.৪১ শতাংশ। সব মিলিয়ে এই সব খাতে বাজার খরচ বাড়ছে।

তবে সব খাদ্যপণ্যের দাম বাড়েনি। গত বছরের তুলনায় এবার কয়েকটি সবজির দাম কম। তাতে কিছুটা স্বস্তিতে মধ্যবিত্ত। যেমন, আগস্টে আলুর মূল্যস্ফীতি ছিল ১১.৫ শতাংশ যা সেপ্টেম্বরে কমে হয়েছে ১১.৫০ শতাংশ। গত বছরের তুলনায় টোম্যাটোর দাম কমেছে ৮.৬২ শতাংশ। দাম কমেছে ঢেঁড়শ ও নারকেলের। তবে সবজি খাতে খরচ কমলেও অন্য খাতে খরচ এতটাই বাড়ছে যে, পকেটে টান পড়ছে।

বিহারে নৌকাডুবি, মৃত অন্তত ১৩

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিহারের বৈশালী জেলায় গঙ্গা নদীতে একটি নৌকাডুবির ঘটনায় অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই শিশু। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, নৌকায় ৩০ জন যাত্রী ছিলেন। জেলাশাসক বর্ষা সিং জানিয়েছেন, ‘নৌকাডুবিতে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ছয়জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। আরও উদ্ধারকাজ চলছে।’ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘটনাকে ‘অত্যন্ত বেদনাদায়ক’ উল্লেখ করে প্রত্যেক মৃতের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি মৃতের পরিবার পিছু ৪ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করেছেন।

কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়: কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন নং: (০৩২২০) ২৫৫১৮০ / ২৫৫৫৩৬
ওয়েবসাইট: www.ccbl.in ; ই-মেল: ho@ccbl.in

CONTAI CO-OPERATIVE BANK LTD.

পরিশিষ্ট-IV [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, **কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয় কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর**-এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল নং ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৩/২০০২)-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক, তৎসহ এর ওপর সুদ আদায় দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারীগণ-এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারীগণ দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারীগণ-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল নং ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারীগণ-কে উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন এখানে নীচে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক এবং এর ওপর সুদ সমেত **কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয় কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর**-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
[সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারীগণ-এর মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।]

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারীগণ-এর নাম / অ্যাকাউন্ট নং/ ব্যাঙ্কের শাখার নাম এবং দখলের প্রকৃতি	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া অর্থাঙ্ক
১.	**ঋণগ্রহীতা : মালতি গ্রসারি** **প্রোপ্রাইটর: বিধান মাইতি,** পিতা- শ্রী চণ্ডী চরণ মাইতি, গ্রাম- বড়গাছিয়া, পোঃঅঃ- মেচেদা, থানা- কোলাঘাট, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৩৭ **বন্ধকদাতা প্রয়াত চণ্ডী চরণ মাইতির আইনি উত্তরাধিকারীগণ:** (১) **বিধান মাইতি** [প্রয়াত চণ্ডী চরণ মাইতির (বন্ধকদাতা) এর আইনি উত্তরাধিকারী, পুত্র] গ্রাম-পূর্বনুখা, পোঃ-পুটপুটিয়া, থানা-তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৫১ (২) **মালতি মাইতি** [প্রয়াত চণ্ডী চরণ মাইতির (বন্ধকদাতা) এর আইনি উত্তরাধিকারী, পত্নী] গ্রাম-পূর্বনুখা, পোঃ-পুটপুটিয়া, থানা-তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৫১ (৩) **বুদ্ধদেব মাইতি** [প্রয়াত চণ্ডী চরণ মাইতির (বন্ধকদাতা) এর আইনি উত্তরাধিকারী, পুত্র] গ্রাম-পূর্বনুখা, পোঃ-পুটপুটিয়া, থানা-তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৫১ (৪) **হেনা জানা** [প্রয়াত চণ্ডী চরণ মাইতির (বন্ধকদাতা) এর আইনি উত্তরাধিকারী, কন্যা] গ্রাম-পূর্বনুখা, পোঃ-পুটপুটিয়া, থানা-তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৫১ (৫) **রিনা মাইতি জানা** [প্রয়াত চণ্ডী চরণ মাইতির (বন্ধকদাতা) এর আইনি উত্তরাধিকারী, কন্যা] গ্রাম-বোরাগাদা, পোঃ-বারগোদাগোদার, থানা-নন্দকুমার, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৫২ (৬) **সন্ধ্যা ভৌমিক** [প্রয়াত চণ্ডী চরণ মাইতির (বন্ধকদাতা) এর আইনি উত্তরাধিকারী, কন্যা] গ্রাম-বোরাগাদা, পোঃ-বারগোদাগোদার, থানা-নন্দকুমার, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৫২ (৭) **চন্দনা জানা** [প্রয়াত চণ্ডী চরণ মাইতির (বন্ধকদাতা) এর আইনি উত্তরাধিকারী, কন্যা] গ্রাম ও পোঃ-চাংরা কালাগোন্দা, থানা-তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৫২ **এলটি লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর-০১১১০০৪২০০০০২৪৫** **দখলের ধরন: প্রতীকী** **শাখা: বারবারিসা শাখা**	জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, থানা- তমলুক, এডিএসআর- তমলুক, জে এল নং ২৫৫, মৌজা- পূর্বনুখা, সাবেক খতিয়ান নং ৫৫০, হাল খতিয়ান নং ৪২৪/১, (১) **প্লট নং** ৩০২, জমির মাপ- ১১ ডেসিমেল, জমির প্রকৃতি- বাস্তু; **চৌহদ্দি: উত্তর**- প্লট নং ৩০৬; **দক্ষিণ**- সুধীর সামন্ত; **পূর্ব**- কালী শঙ্কর সামান্ত; **পশ্চিম**- নালা। (২) **প্লট নং** ৩০৪, জমির মাপ- ৬ ডেসিমেল, জমির প্রকৃতি- ডোবা; **চৌহদ্দি: উত্তর**- প্লট নং ৩০৫; **দক্ষিণ**- হারাধন সামন্ত; **পূর্ব**- চণ্ডী চরণ মাইতি; **পশ্চিম**- হারাধন সামন্ত। (৩) **প্লট নং** ২৭৬, জমির মাপ- ০৩ ডেসিমেল, জমির প্রকৃতি- বাস্তু ও জল; **চৌহদ্দি: উত্তর**- প্লট নং ৩৩৫; **দক্ষিণ**- কালী শঙ্কর সামন্ত; **পূর্ব**- মলয় মান্না; **পশ্চিম**- খাল। (৪) **প্লট নং** ১২১৩, জমির মাপ- ৯০ ডেসিমেল, জমির প্রকৃতি- জল; **চৌহদ্দি: উত্তর**- প্লট নং ১২১৪; **দক্ষিণ**- রজনী বোয়াল; **পূর্ব**- রাস্তা; **পশ্চিম**- সুদর্শন মিত্র। **মোট জমি: ১ একর ১০ ডেসিমেল** **বন্ধকদাতাগণ: শ্রী চণ্ডী চরণ মাইতি,** **পিতা- প্রয়াত বিহারী লাল মাইতি।**	ক) ১৮.০২.২০২৬ খ) ১২.১০.২০২৬ গ) ₹৯,৪১,৭৭৩.০০ (নয় লক্ষ একচল্লিশ হাজার সাতশো তিয়াত্তর টাকা মাত্র), ৩০.০৬.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত উদ্ভূত সুদ, বকেয়া সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল ইত্যাদি

তারিখ: ১৪.১০.২০২৬
স্থান: কাঁথি

স্বাঃ- অ্যাপোলো আলি
(অনুমোদিত আধিকারিক)
কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়: কাঁথি

केनरा बैंक Canara Bank
সিন্ডিকেট Syndicate

রিজিওনাল অফিস: হাওড়া
রিকভারি অ্যান্ড লিগ্যাল সেকশন
১৯২, জি টি রোড, লালবাবা কলেজের বিপরীতে, বেলুড়, হাওড়া, পিন-৭১১২০২

১৬.১১.২০২৬ তারিখের ই-নিলাম

এতদ্দ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সংস্থান মোতাবেক গঠনমূলক / প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন পদ্ধতিতে নিম্নোক্তমতো ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে:
নিম্নলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) সুরক্ষিত ঋণদাতার নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধকদাতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায় (তৎসহ বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারাধীনে দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি, শাখা ও রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, মেদিনীপুর শাখা খ) কুণ্ডু ট্রেডার্স প্রযত্নে- রাজেশ কুণ্ডু, হাবিবপুর, মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০৫ রাজেশ কুণ্ডু (প্রোপ্রাইটর) পিতা- প্রদীপ কুণ্ডু, সূর্য নগর, হাবিবপুর, কোতোয়ালি, থানা- মেদিনীপুর (কোতোয়ালি), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১০১ মায়া রানি কুণ্ডু (বন্ধকদাতা ও জামিনদার) স্বামী- প্রদীপ কুণ্ডু সূর্য নগর, হাবিবপুর, কোতোয়ালি, থানা- মেদিনীপুর (কোতোয়ালি), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১০১	ক) ৩০.০৯.২০২৬ অনুযায়ী মোট দায় ₹৫২,২৬,৩৬১.৮৩ তৎসহ ০১.১০.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ খ) ২১.১১.২০২৩ গ) ১৮.০৬.২০২৪	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ০.৩৩১ একর জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- মেদিনীপুর, ওয়ার্ড নং ৩, মৌজা- হাবিবপুর, জে এল নং ১৮৮, আর এস প্লট নং ৫২৫, দাগ নং ১৪০৬, খতিয়ান নং ১৯৯৩, **সম্পত্তির স্বত্বধারক: মায়া রানি কুণ্ডু। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ- সাব প্লট নং ৭; পূর্ব- সাব প্লট নং ১০; পশ্চিম- সাব প্লট নং ২। প্রপার্টি দেখতে এটি স্ক্যান করুন [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ₹৫২,৫০,০০০.০০ খ) ₹৫,২৫,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ-ইন-চার্জ মোবাইল: ৮৩৩৪৯ ৯৯২১২ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹৫,২৫,০০০.০০ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে

ই-নিলামের তারিখ: ১৬.১১.২০২৬ (সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট)
ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ১৫.১১.২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত

-: শর্ত ও নিয়মাবলি :-
১. পরিসম্পদগুলি **‘যেখানে আছে’, ‘যেমন আছে’ ও ‘যা কিছু আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে পরিসম্পদগুলি বিক্রি করা হবে না।
৩. কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে মাত্র একজন বিডার হলে সেই বিডার/ ক্রেতাকে সংরক্ষিত মূল্যের এক ডাক ওপরে বিড করতে হবে।
৪. আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) -এর মাধ্যমে কেবলমাত্র ‘অনলাইন ইলেকট্রনিক পদ্ধতি’তে নিলাম/ বিডিং আয়োজিত হবে।
৫. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের ১০% হারে ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক সরাসরি মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]-এর ই-ওয়ালেটে অথবা এখান থেকে চালান জেনারেট করে আরটিজিএস/ এনইএফটি-র মাধ্যমে উক্ত চালানে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে সর্বশেষ **১৫.১১.২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে** জমা দিতে হবে।
৬. **সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]-এর সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য: ৭০৪৬৬১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯১০১৭২ / ৮২৯১২২০২২০ / ৯৮৯২২১৯৮৪৮ / ৮১৬০২০৫০৫১, ই-মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com।**
৭. সংশ্লিষ্ট শাখা আধিকারিকদের সঙ্গে আগাম যোগাযোগের পরে **১৫.১০.২০২৬ থেকে ১৫.১১.২০২৬-এর মধ্যে যে কোনও কাজের দিনে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** পরিসম্পদগুলি পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সফল ক্রেতা/সর্বাধিক বিডারকে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি অন্তর্ভুক্ত করে) তাঁকে সর্বাধিক দরদাতা/সফল ক্রেতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হবে এবং বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে বিক্রয় নিষ্পত্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে। ওপরে উল্লিখিত এই নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সফল দরদাতা/ ক্রেতা পুরো বিক্রয়মূল্য আদায় দিতে ব্যর্থ হলে, তাঁর তরফে জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. প্রযোজ্যমতো স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যে কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ বকেয়া/ দর/ কর/ রেজিস্ট্রেশন ফি/ বিবিধ খরচাপাতি/ সরকারি বকেয়া/ যে কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে বকেয়া ইত্যাদি কেবলমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১০. তাঁদের বকেয়া পুরোপুরি আদায় না দিলে ওপরে লেখা তারিখ, সময় ও স্থানে নিলাম বিক্রি আয়োজনের ব্যাপারে উপরোক্ত ঋণ সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণের প্রতিও এটি একটি বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য হবে।
১১. এতদ্দ্বারা ওপরে লেখা ই-নিলামের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচাপাতি সমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি আদায় দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে, যেমনটা করতে তাঁরা ব্যর্থ হলে ওপরে লেখা সম্পত্তিগুলি নিলাম/বিক্রি করা হবে এবং এর পরেও যদি কোনও অর্থাঙ্ক বকেয়া থাকে, তাহলে তা সুদ ও মাশুল সমেত তাঁদের থেকে আদায় করা হবে।
১২. কোনও কারণ না দেখিয়ে প্রাপ্ত যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব/বিড গ্রহণ বা বাতিল করা বা এই বিক্রি বাতিলের অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে।
১৩. বিশদ তথ্য কানাড়া ব্যাঙ্কের এই ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে: www.canarabank.com।

তারিখ: ১৩.১০.২০২৬
স্থান: হাওড়া

অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

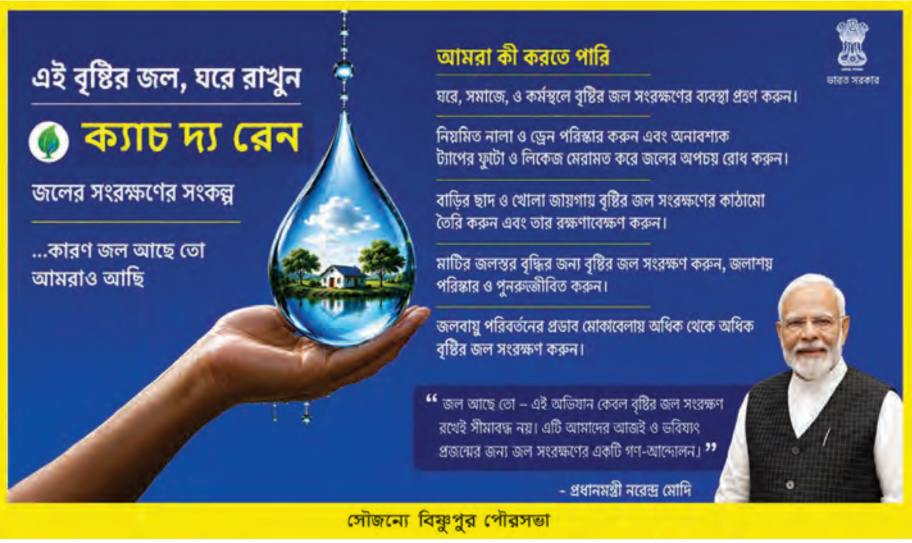

পঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

২০.১১.২০২৬ তারিখের ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, দুর্গাপুর
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। ই-মেল: cs8222@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ইএমডি (বায়না জমা) এবং নথিপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়: ই-নিলামের তারিখ অর্থাৎ, ২০.১১.২০২৬, দুপুর ২টো পর্যন্ত
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) অধীনে এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ [সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক / বাস্তবিক দখলে রয়েছে]

ক্রম নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম, ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ এবং স্বত্বধারকের নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতার নাম] এবং দখলের প্রকৃতি	ক) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) ১৩(২) নোটিসের তারিখে বকেয়া	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য (টাকার অঙ্কে)	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায় সম্পর্কিত তথ্য
১.	**শাখা অফিস: ০৫৪৬২০- মায়াবাজার** **অ্যাকাউন্ট: বি কে কনস্ট্রাকশন** **ঋণগ্রহীতা / জামিনদার:** **বি কে কনস্ট্রাকশন** **বিপ্লব গুপ্ত (ঋণগ্রহীতা/ প্রোপ্রাইটর)** **রত্না গুপ্ত (ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার)** **নেহা গুপ্ত (জামিনদার)** **নিশা গুপ্ত (জামিনদার)** ঠিকানা: এ-১০, সুভাষপল্লী, বিধাননগর, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩২১২	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং ১০, ফেজ ১, সুভাষপল্লী কো-অপারেটিভ, হেমন্ত মুখার্জি সরণি, হোল্ডিং নং ৩৫/এন, সি এস প্লট নং ২০৭, মৌজা- গোপীনাথপুর, জে এল নং ৮৫, দুর্গাপুর-৭১৩২১২, জমির পরিমাপ- ৩.০৪ কাঠা, ইজারা দলিল নং ৩৮৭৭/১৯৬৬ অনুযায়ী স্বত্বধারক: মিঃ বিপ্লব গুপ্ত, পিতা- প্রয়াত ক্ষুদিরাম গুপ্ত, স্থান: সুভাষপল্লী কো-অপারেটিভ, হেমন্ত মুখার্জি সরণি, হোল্ডিং নং ৩৫/এন, দুর্গাপুর-৭১৩২১২, ওয়ার্ড নং ২৭। এডিডিএ থেকে এখনও ছাড়পত্র মেলেনি। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**- ৬০ ফুট চওড়া রাস্তা; **দক্ষিণ**- ২১ নং প্লটের সম্পত্তি; **পূর্ব**- ১৮ নং প্লটের সম্পত্তি; **পশ্চিম**- ৩ ফুট চওড়া রাস্তা। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ১২.০৫.২০২৬ খ) ০৪.০৮.২০২৬ গ) ₹৯,১০,৬৪,৬১৪.১৮ (নয় কোটি দশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার ছশো চোদ্দ টাকা আঠারো পয়সা মাত্র), উপরোক্ত নোটিসে উল্লেখমতো	ক) ₹৯৮.৫৩ লক্ষ খ) ₹৯.৮৫ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০	২০.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
		সামান্য কমবেশি ৫৯.৪৮৫ কাঠা জমির প্লটে নির্মিত ‘দত্ত টাওয়ার’-এর ‘এ’ ব্লকের ৮ নং ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ‘ডি-৮০৪’-এর সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: পলাশডিহা, দুর্গাপুর-৭১৩২০৮, প্লট নং সি২/১ ও সি২/১এ, সি এস প্লট নং ৮৫৬ (অংশ), ৮৫৪ (অংশ), ৩০৩০ (অংশ), আর এস খতিয়ান নং ১৩৬২, মৌজা- ফরিদপুর, জে এল নং ৭৪, থানা- ফরিদপুর, ওয়ার্ড নং ৩২, পিন-৭১৩২০৮, দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান। স্বত্বদলিল নং ০৪.০৭.২০২৪ তারিখের ইজারা দলিল নং I-৬৮৫৯/২০২৪। পরিমাপ- ১৫৬৭.০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ) এবং ১১০২.০০ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া), পার্কিং এরিয়া- ১৩৫ বর্গফুট, পার্কিং নং ইউবি-০৬, স্বত্বধারক: মিঃ বিপ্লব গুপ্ত, পিতা- প্রয়াত ক্ষুদিরাম গুপ্ত এবং মিসেস রত্না গুপ্ত, স্বামী- মিঃ বিপ্লব গুপ্ত। স্থান: ফ্ল্যাট নং ডি-৮০৪, ফ্লোর নং ৮, ব্লক নং ‘এ’, দত্ত টাওয়ার, পলাশডিহা, দুর্গাপুর-৭১৩২০৮। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**- জি টি রোড; **দক্ষিণ**- ৪০ ফুট চওড়া এডিডিএ রোড; **পূর্ব**- এডিডিএ-র জমি; **পশ্চিম**- পেট্রোল পাম্প। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]		ক) ₹৭৭.৫১ লক্ষ খ) ₹৭.৭৫ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০		

শর্ত ও নিয়মাবলি:
এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:
১. সম্পত্তিগুলি ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. এই বিক্রি **২০.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** https://www.baanknet.com ওয়েবসাইটে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক https://www.baanknet.com ওয়েবসাইট দেখুন।
৫. বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আগ্রহী বিডারগণ অনুগ্রহপূর্বক এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন: **মিঃ এস বালাজি (চিফ ম্যানেজার), মোবাইল: ৯৮৩১৭৭৯৭৮০ এবং কুণাল দাস (চিফ ম্যানেজার), মোবাইল: ৯৮৫৯৯৫২২১২।**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৩.১০.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর

চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

রেলিগেয়ার ফিনভেস্ট লিমিটেড
RELIGARE Values that bind | SME LOANS
CIN: U74999DL1995PLC064132
রেজিস্টার্ড অফিস: ফার্স্ট ফ্লোর, অফিস নং ১০১, ২ই/২৩, ঝান্ডেওয়ালন এক্সটেনশন, নতুন দিল্লি-১১০০৫৫
কর্পোরেট অফিস: ম্যাক্স হাউস, ফ্লোর নং ৭, ব্লক ‘এ’, ড. ঝা মার্গ, ওখলা ফেজ-III, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, নতুন দিল্লি-১১০০২০

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর ধারা ১৩(২) অনুযায়ী নোটিস

আমরা **রেলিগেয়ার ফিনভেস্ট লিমিটেড** আমাদের অনুমোদিত আধিকারিকের মাধ্যমে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছি এবং সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ এবং এর অধীনস্থ নিয়মাবলীর অধীনে জারি করা **১১.০৫.২০১৭** তারিখের দাবি বিজ্ঞপ্তি এবং উক্ত **১১.০৫.২০১৭** তারিখের নোটিসের পরিপ্রেক্ষিতে সারফায়েসি অ্যাক্টের অধীনে গৃহীত পরবর্তী পদক্ষেপগুলি প্রত্যাহার করছি। উক্ত নোটিসের বিষয়বস্তু হলো আসল, সুদ ইত্যাদির কিস্তি পরিশোধে আপনার দ্বারা সংঘটিত খেলাপ, বকেয়া অর্থের পরিমাণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতাদে নাম ও চিঠিপত্র পাঠানোর ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নং (অ্যাপ্লিকেশন আইডি)/ গৃহীত ঋণের পরিমাণ/ ঋণ চুক্তির তারিখ/ ১৩(২) নোটিসের তারিখ/ এনপিএ তারিখ/ সিকিউরিটাইজেশন অ্যাক্ট নোটিস অনুযায়ী দাবি করা অর্থের পরিমাণ
১. মেসার্স অমিয়প্রভা দাস বহুমুখী হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড, এর ডিরেক্টরের মাধ্যমে, ঠিকানা: ২৮, লু শুন সরণি, ৪ নং ফ্লোর, পি-৮ নিউ সিআইটি রোড, সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনের কাছে, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৭৪ **২. শ্রী নারায়ণ দাস, পিতা- শ্রী ননী গোপাল দাস,** **ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং- ২১ডি, টাওয়ার-৪, সাউথ সিটি ৩৭৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, সাউথ সিটি মলের পিছনে, কলকাতা- ৭০০০৬৮ **৩. শ্রীমতী রিতা দাস, স্বামী- শ্রী নারায়ণ দাস,** **ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং- ২১ডি, টাওয়ার-৪, সাউথ সিটি ৩৭৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, সাউথ সিটি মলের পিছনে, কলকাতা ৭০০০৬৮	**লোন অ্যাকাউন্ট নং XMORKOL00054430 (অ্যাপ্লিকেশন আইডি: ৬১৩৭৯২)** **লোনের অর্থাঙ্ক ₹৩,০৬,২৯,০০০/-** (তিন কোটি ছয় লক্ষ উনত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) **ঋণ চুক্তির তারিখ: ১৯.০৮.২০১৪** **১৩(২) নোটিসের তারিখ: ১১.০৬.২০২৬** **এনপিএ তারিখ: ৩০.০৪.২০১৭** **১৩(২) নোটিস অনুযায়ী দাবি বিজ্ঞপ্তির পরিমাণ: ১১.০৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া ₹৯,৭২,৮৪,৮০৩/-** (নয় কোটি বাহাত্তর লক্ষ চুরাশি হাজার আটশো তিন টাকা মাত্র)

সিকিউরিটি/ বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ
নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: এল আর খতিয়ান নং ২২৭, ১৭৯৫, ১৭৯৬, ১৭৯৭, দাগ নং ৯১৮, জে এল নং ১৫৩, মৌজা- ভাস্তারা, থানা- গুড়াপ, জেলা- হুগলি, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২২০৩-এ অবস্থিত জমি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- দাগ নং ৯২২ এবং ৯১৯; দক্ষিণ- দাগ নং ৯১৭; পূর্ব- দাগ নং ১৬৫৮; পশ্চিম- দাগ নং ৯১৬ এবং এনএইচ-২।

অধিকন্তু কারণবশত, আমরা বিশ্বাস করি যে আপনি দাবি বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ করা এড়িয়ে যাচ্ছেন। অতএব দাবি বিজ্ঞপ্তির এই প্রকাশনার মাধ্যমে, আপনাকে এই দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে রেলিগেয়ার ফিনভেস্ট লিমিটেড-কে উপরোক্ত অর্থের সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি প্রদান করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় রেলিগেয়ার ফিনভেস্ট লিমিটেড উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর সমস্ত বা যেকোনো বিধানের অধীনে সমস্ত বা যেকোনো একটি বা একাধিক সুরক্ষিত সম্পত্তির বিরুদ্ধে ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাদের এই সুরক্ষিত সম্পত্তির দখল নেওয়া সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উপরন্তু উক্ত আইনের ধারা ১৩(১৩) অনুযায়ী আপনাকে উপরোক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রয়/লিজ বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করা থেকে নিষিদ্ধ করা হলো। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আর কোনো ডিমান্ড নোটিস জারি করা হবে না।

স্থান: পশ্চিমবঙ্গ

অনুমোদিত আধিকারিক
মেসার্স রেলিগেয়ার ফিনভেস্ট লিমিটেড

পুজোয় টানা খোলা হাইকোর্টের বিশেষ ভ্যাকেশন বেঞ্চ

আজকালের প্রতিবেদন

এবার পুজোতেও খোলা থাকবে কলকাতা হাইকোর্ট। পুজোর সময় বিচারপ্রার্থীরা যাতে জরুরি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন, সেজন্য এই নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে। মঙ্গলবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে হাইকোর্ট প্রশাসন। প্রতি বছর দুর্গাপুজোর দীর্ঘ ছুটিতে আদালত বন্ধ থাকে। এ বছর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১৬ অক্টোবর থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত পুজোর ছুটি চলাকালীন জরুরি মামলার শুনানির জন্য বিশেষ ভ্যাকেশন বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে।

চার ভাগে বিচারপতিদের রোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ১৬ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত ডিভিশন ও সিঙ্গল বেঞ্চে মামলা শুনবেন প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ঘুগে, বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদি, বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, বিচারপতি পার্থপ্রতিম রায় এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৫ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বেঞ্চ সামলাবেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ, বিচারপতি রবি কিসান কাপুর, বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য, বিচারপতি সন্দীপকুমার দে–সহ অন্য বিচারপতিরা। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ে ১ থেকে ১১ নভেম্বর ভাইফোঁটার ছুটি পর্যন্ত আদালত খোলা থাকবে। সেই সময় বিচারপতি কৌশিক চন্দ, বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য, বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য, বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরি–সহ অন্য বিচারপতিরা জরুরি মামলার শুনানি করবেন।

ভ্যাকেশন বেঞ্চে শুধুমাত্র অত্যন্ত জরুরি এবং নিয়মিত বেঞ্চের অনুমতি পাওয়া মামলাই শোনা হবে। নির্ধারিত দিনের বাইরে অতি জরুরি মামলা দায়ের করতে হলে সংশ্লিষ্ট বিচারপতির ব্যক্তিগত সচিবের সঙ্গে ফোন বা ই–মেলে যোগাযোগ করতে হবে। সেজন্য বিশেষ নম্বরও দেওয়া হয়েছে। আইনজীবী মহলের একাংশের মতে, উৎসবের মরশুমে সাধারণ মানুষের আইনি সহায়তার কথা মাথায় রেখে প্রধান বিচারপতির এই সিদ্ধান্ত যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক।

উলুবেড়িয়ায় বিজেপির কার্যালয়ের ভূমিপুজোয় দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রয়েছেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শশী অগ্নিহোত্রী, হাওড়া গ্রামীণ বিজেপি সভাপতি দেবাশিস সামন্ত, বিধায়ক চিরণ বেরা, রাজ্য নেতা প্রত্যুষ মণ্ডল, পিন্টু পাড়ুই প্রমুখ। ছবি: সুপ্রতিম মজুমদার

পুরনোদের দলের মূলস্রোতে ফেরানোর বার্তা শমীকের

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে এবার জেলায় জেলায় তৈরি হবে বিজেপির কার্যালয়। তার আগে দেবীপক্ষে হয়ে গেল ভূমিপুজো। মঙ্গলবার বিজেপির সাত কার্যালয়ের ভূমিপুজো হল রাজ্যে। এর মধ্যে উলুবেড়িয়ায় কার্যালয়ের ভূমিপুজোয় তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শশী অগ্নিহোত্রী, বিজেপির হাওড়ার (গ্রামীণ) সভাপতি দেবাশিস সামন্ত, বিধায়ক চিরণ বেরা, রাজ্য নেতা প্রত্যুষ মণ্ডল, পিন্টু পাড়ুই–সহ দলীয় কর্মীরা। উলুবেড়িয়ার পাশাপাশি এদিন বিজেপির কার্যালয়ের ভূমিপুজোয় ব্যারাকপুরে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক

জেলায় বিজেপির ৭ কার্যালয়ের ভূমিপুজো

ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি এদিন পুরনো বিজেপি কর্মীদের দলের মূলস্রোতে ফেরানোর বার্তা দিলেন। তিনি জানান, নয়ের দশকের প্রথম থেকে যাঁরা এই এলাকায় বিজেপির হয়ে মিটিং–মিছিল করতেন, তাঁদের ভুলভ্রান্তি থাকলেও দলে ফেরাতে হবে। পাশাপাশি তিনি বলেন, রাজ্যে বিরোধী না–থাকা খারাপ লক্ষণ এবং তা কখনও কাম্য নয়। লকেট চ্যাটার্জি, আসানসোলে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল, চুঁচুড়ায় বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী, ঝাড়গ্রামে সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়েতে রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা এবং বহরমপুরে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সহ–সভাপতি রমাপদ দাস।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা সংসদের নতুন সভাপতি

আজকালের প্রতিবেদন

প্রাথমিক শিক্ষা ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নতুন অ্যাডহক কমিটি গঠন করল স্কুলশিক্ষা দপ্তর। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের নতুন সভাপতি হয়েছেন কাটোয়া কলেজের অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি হয়েছেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের ডিন অধ্যাপক লালু দাস। মঙ্গলবার দপ্তরের পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রে মোট ১২ সদস্যের অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নতুন সচিব হয়েছেন হিঙ্গলগঞ্জ কলেজের শিক্ষক নীলাদ্রি শেখর সিংহ। একই সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা চলার মাঝেই উচ্চশিক্ষা সংসদের সভাপতি পদে বদল আনা হয়েছে। সংসদের নতুন সভাপতি হয়েছেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের ডিন অসিত কুমার মণ্ডল। অসিতবাবু বিজেপি টিচার্স সেলের আহ্বায়ক পদে রয়েছেন। নির্দেশিকায় অসিতবাবুর ক্ষেত্রে এদিন থেকেই দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এতদিন সংসদের সভাপতি পদে ছিলেন মসিউর রহমান সরদার। প্রসঙ্গত, আজ, বুধবার শেষ হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টার। দুই পর্ষদের নতুন সভাপতি আজ, বুধবার দায়িত্ব নেবেন। রবিরঞ্জনবাবু বলেন, যে সমস্যা রয়েছে তার সমাধান করে প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্নয়নই লক্ষ্য। আর লালুবাবু জানান, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর অভিভাবকদের একটা বড় অংশের আস্থা ফেরানোর কাজে তিনি অধিক জোর দেবেন।

রবিরঞ্জন সেন

লালু দাস

অসিতকুমার মণ্ডল

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অ্যাডহক কমিটিতে রয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু। এছাড়াও রয়েছেন বিজেপির টিচার্স সেলের সদস্য এবং আমতার একটি প্রাথমিক স্কুলের প্রধানশিক্ষক পিন্টু পাড়ুই। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অ্যাডহক কমিটিতে রয়েছেন কলকাতার বেলেঘাটা শান্তিসঙ্ঘ বিদ্যায়তনের প্রধানশিক্ষিকা সুস্মিতা মণ্ডল, হেয়ার স্কুলের শিক্ষক আশিস কুমার সিংহ এবং উত্তর দিনাজপুরের দেবীনগর কেসিআর বিদ্যাপীঠের শিক্ষক এবং এবিআরএসএম–এর রাজ্য সম্পাদক বাপি প্রামাণিক প্রমুখ।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় তসলিমা

আজকালের প্রতিবেদন

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসা করলেন তসলিমা নাসরিন। মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, 'বাংলাকে এত ভালবেসেছি। মনে হল, বাংলাও আমাকে কাছে ডেকে বলল– তুমি আমার।' সম্প্রতি মহালয়ার অনুষ্ঠানে ইডেনে আমন্ত্রিত ছিলেন লেখিকা। সেদিন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু, মিঠুন চক্রবর্তী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তসলিমা জানান, সেদিন প্রশাসনিক কর্তা–ব্যক্তিদের মাঝে বসতে কিছুটা জড়তা বোধ করছিলেন। কিন্তু মন্ত্রী ও অন্য নেতাদের ব্যবহারে সেই জড়তা কেটে যায়। অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে বাংলায় বার বার আসতে বলেন। তাতেই মুগ্ধ হন লেখিকা। তিনি লেখেন, 'কথার উত্তর দিতে হয়, কেউ এমন আন্তরিকতা দেখালে তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে হয়—এসবই জানি। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার কোনও ভাষা ছিল না। বুকের মধ্যে এত কথা জমে উঠল যে একটি কথাও মুখ দিয়ে বেরোল না।'

'মায়ের বাড়ি' হেরিটেজ মর্যাদা দেওয়ার উদ্যোগ

আজকালের প্রতিবেদন

বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ি'কে ঐতিহ্যশালী ভবনের মর্যাদা দেওয়া হবে। একই সঙ্গে মায়ের বাড়ির থমকে থাকা সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের শুরুর পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী মায়ের বাড়ি পরিদর্শন করে একথা জানান। এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন কলকাতা পুরসভার কমিশনার, প্রশাসক স্মিতা পান্ডেও। বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেন মন্ত্রী। তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা মায়ের বাড়ির সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নিয়ে কথা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নের সঙ্গে ঐতিহ্যকেও বাঁচিয়ে রাখার ওপর জোর দিয়েছেন। মায়ের বাড়িকে হেরিটেজের মর্যাদা দিতে চায় রাজ্য সরকার। বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাবও দেওয়া হবে। কেন্দ্রের তরফে এর সৌন্দর্যায়নের জন্য সাহায্য করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রকে উপেক্ষা করেছে পূর্ববর্তী সরকার। কার্যত মায়ের বাড়ির সৌন্দর্যায়নের প্রকল্প থমকে থেকেছে। যাতে দ্রুত কাজটা শেষ করা যায়, সেটাই লক্ষ্য।

সপ্তমীতে রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

দুর্গাপুজোয় কলকাতায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে খবর, সব ঠিক থাকলে ১৭ অক্টোবর, শনিবার রাতেই তিনি কলকাতায় পৌঁছোবেন। রাজ্য সরকারের অতিথিশালা সৌজন্য–তে রাতে থাকবেন। ১৮ অক্টোবর, রবিবার, সপ্তমীতে সকালে বেলুড়ে মন্দির দর্শনে যাবেন। সেখান থেকে বালির দেশবন্ধু ক্লাবের পুজোয় অংশ নেবেন। তারপর তিনি সৌজন্য–তে ফিরে আসবেন। দুপুরে সেখান থেকে তিনি যাবেন চেতলা ২৪ পল্লী–তে। তারপর যাবেন শোভাবাজার রাজবাড়ি। সব শেষে শ্রীভূমির প্রতিমা দর্শন করে ওই দিনই দিল্লি ফিরে যাবেন তিনি।

এসএসসির সঙ্গে মিশে গেল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন

স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) সঙ্গে মিশে গেল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। এবার থেকে স্বীকৃত মাদ্রাসাগুলিতে এসএসসির মাধ্যমেই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করা হবে। মঙ্গলবারই এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ৫ অক্টোবর রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন যে, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন তুলে দেওয়া হবে এবং এসএসসির মাধ্যমেই এবার থেকে মাদ্রাসায় নিয়োগ করা হবে। সূত্রের খবর, বিষয়টি কার্যকর করার জন্য এসএসসির আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হবে। এদিকে, একাদশ–দ্বাদশের দ্বিতীয় দফার নথি যাচাই ও ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশ করেছে এসএসসি। ২৮ থেকে ৩০ অক্টোবর হবে এই প্রক্রিয়ার কাজ। এই পর্যায়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা— এই তিনটি বিষয়ের চাকরিপ্রার্থীদের নথি যাচাই ও ইন্টারভিউ হবে।

উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদে সভাধিপতি কৃষ্ণা সিংহ রায়চৌধুরি

রাজ্যে সরকারের বদলের পর উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি, তৃণমূলের পম্পা পাল পদত্যাগ করেন পাঁচ মাস আগে। অচলাবস্থা তৈরি হয় জেলা পরিষদে। মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয় নতুন সভাধিপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া। মোট ২৬ জন সদস্যের মধ্যে ২৪ জনের সমর্থনে সভাধিপতি নির্বাচিত হন জেলা পরিষদের ১৪ নম্বর আসনের সদস্য (করণদিঘি) কৃষ্ণা সিংহ রায়চৌধুরি। আসনটি তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত। নতুন নির্বাচিত সভাধিপতি বলেন, 'অচলাবস্থার জেরে জেলার উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হচ্ছিল। উন্নয়নের কাজ যাতে গতি পায়, সেই লক্ষ্যেই কাজ করব। সদস্যরা উন্নয়নের স্বার্থেই আমাকে নির্বাচিত করেছেন।' গত পঞ্চায়েত ভোটে জেলা পরিষদের ২৬ আসনের মধ্যে ২৩ আসনে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থীরা। কংগ্রেস তিনটি আসন পেলেও পরে কংগ্রেস সদস্যরা যোগ দেন তৃণমূলে। এমনই দাবি ইসলামপুরের বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়ালের। এদিকে, বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজের দাবি, 'দায়িত্ব নিয়ে বলছি, সভাধিপতি পরিবর্তনে বিজেপির কোনও ভূমিকা নেই। নব নির্বাচিত সভাধিপতি আমাদের দলের নন। বিজেপিতে উনি যোগ দিয়েছেন বলে আমার অন্তত জানা নেই।'

জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ ও গ্রেপ্তারের দাবিতে মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজাবাজার মোড়ে বিক্ষোভ দেখানো হল। বিক্ষোভে ছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, দোলা সেন, অশোক দেব, কুণাল ঘোষ, হুমায়ুন কবির–সহ অন্য নেতারা। পুলিশ রাজাবাজার মোড় থেকে শুরু করে খানিকটা রাস্তা ব্যারিকেড করে রেখেছিল। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। প্রথমে কথা ছিল মিছিল রাজাবাজার থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত যাবে। প্রশাসন জানায়, অনুমতি দেওয়া যাবে না। বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, উনি কালীঘাট থেকে রাসবিহারী বা কালীঘাট থেকে ভবানীপুর কিংবা কালীঘাট থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত মিছিল করুন। তারপর না হয় রাজাবাজার থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত মিছিলের কথা ভাববেন।

সব্যসাচী দত্তকে অন্তর্বর্তী জামিন দিল হাইকোর্ট

তোলাবাজির মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন কাউন্সিলর সব্যসাচী দত্তকে কলকাতা হাইকোর্ট অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছে। পুজোর আগেই তাঁর জেলমুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর গত জুন মাসে তোলাবাজি–সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সব্যসাচী। তারপর থেকেই তিনি জেলে ছিলেন। জামিনের জন্য একাধিকবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেও প্রথম দিকে কোনও সুরাহা হয়নি। প্রায় চার মাস পর, মঙ্গলবার তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করলেন বিচারপতি চৈতালি চ্যাটার্জি দাস।

সুজিত বসুর জামিনের আবেদন খারিজ

পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মঙ্গলবার এই আবেদন খারিজ করেন। এখন প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে রয়েছেন তিনি। ১১ মে বিধাননগরের সিজিও কমপ্লেক্সে প্রায় সাড়ে ১০ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর সুজিত বসুকে গ্রেপ্তার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, দক্ষিণ দমদম পুরসভায় প্রায় ১৫০ জনকে বেআইনি ভাবে চাকরির সুপারিশ করেছিলেন তিনি এবং অপরাধের অর্থ 'লন্ডারিং' করেছেন।

শব্দরঙ্গ–৪৩২

১			২	■	■	■	■
	■	■	৩			৪	■
	■	■		■	■		■
৫	৬			■	■		■
■		■	■	৭			৮
■		■	■		■	■	
■	৯				■	■	
■	■	■	■	১০			

পাশাপাশি

১. শিক্ষক, গুরু ৩. কোনও কাজে বাধা প্রদান, বিঘ্ন সৃষ্টি
৫. মদন, অনঙ্গ ৭. শোকের যন্ত্রণা, তীব্র শোক
৯. দেবী ১০. একরকম তেল।

উপর–নীচ

১. ভীষণ ভয় বা আতঙ্ক
২. শিষ্টাচার, ভদ্রতা
৪. অন্তর্দৃষ্টি
৬. গোপনীয় পরম প্রিয় আধার
৭. রম্যতা, রমণীয়তা
৮. অবিনশ্বর।

সমাধান–৪৩১

■	■	■	ত	ল্লা	শ	■	নি
■	অ	ম্ব	র	■	কু	■	রো
■	ঞ্জ	■	বা	ধা	নি	ষে	ধ
মি	লি	টা	রি	■	■	■	নী
থ্যা	■	■	■	আ	য়	ব্য	য়
দ	প্ত	র	খা	না	■	জা	■
র্শ	■	ক্ত	■	গো	ক্ষু	র	■
ন	■	ক	ল্প	না	■	■	■

■ শুভজ্যোতি রায়

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● জি বাংলা সোনার
সকাল ৯–০০ **বৌমা**, সকাল ১১–৩০ **অভিমান**, দুপুর ২–০০ **বাবা কেন চাকর**, বিকেল ৫–০০ **কমলার বনবাস**, সন্ধে ৭–০০ **হাঁদা অ্যান্ড ভোঁদা**, রাত ৯–৩০ **ওস্তাদ**, রাত ১২–০০ **রক্তবীজ ২**

● আকাশ আট

দুপুর ৩–০৫ **সাগর বন্যা**

● কালার্স বাংলা সিনেমা
সকাল ১০–৩০ **সাথী আমার**, বিকেল ৫–০০ **লে হালুয়া লে**, রাত ৯–৩০ **রিফিউজি**

কালার্স বাংলা
দুপুর ১২–৪৫ **অধিকার**

● ডিডি বাংলা
দুপুর ২–৩০ **প্রিয়জন**

● জলসা মুভিজ
সকাল ৭–১৫ **কেলোর কীর্তি**, সকাল ১০–৩০ **ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড**, দুপুর ১–৩০ **সংঘর্ষ**, বিকেল ৫–০০ **সাত পাকে বাঁধা**, রাত ৯–৩০ **গোলমাল**

● কালার্স সিনেপ্লেক্স
সকাল ৮–১৫ **কুঁয়ারা**, সকাল ১১–১০ **হাম তুমহারে হ্যায় সনম**, দুপুর ২–৪৫ **বুড্ঢা হোগা তেরা বাপ**, বিকেল ৫–০০ **তেবর**, রাত ৮–২০ **দে দনা দন**

কালার্স বাংলা সিনেমা
শুভদৃষ্টি
দুপুর ১–৩০

কালার্স সিনেপ্লেক্স
টক্কর
রাত ১১–৫০

● জি সিনেমা
সকাল ৬–০০ **সরকার ৩**, সকাল ৮–৪০ **ওয়ান্টেড**, সকাল ১১–৫০ **দো রাস্তে**, দুপুর ৩–০০ **সান্ড কি আঁখ**, সন্ধে ৬–০০ **মণিকর্ণিকা: দ্য কুইন অফ ঝাঁসি**, রাত ৮–৪৫ **কুলি নং ১**, রাত ১১–৩৫ **সুহাগ**

● সোনি ম্যাক্স ২

সকাল ৭–৩০ **ঘর গৃহস্থী**, সকাল ৯–৫৫ **সাফারি**, দুপুর ১২–৪৫ **শ্রীমান আশিক**, বিকেল ৪–০০ **ডিস্কো ডান্সার**, সন্ধে ৭–৩৩ **দিল তো বাচ্চা হ্যায় জি**, রাত ১০–১৫ **জমিন আসমান**

বিশেষ অনুষ্ঠান

● সুস্বাস্থ্য

বার্ধক্য জীবনের একটা পর্যায়। এ সময় শরীর দুর্বল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষমতাও যায় কমে। কিন্তু বার্ধক্যে সুস্থ, নীরোগ থেকে আনন্দে জীবন কাটাতে হলে দরকার দীর্ঘকালীন পরিচর্যা। এবারের সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানের আলোচনার বিষয় বার্ধক্যে দীর্ঘকালীন পরিচর্যা। লাইভ ফোন–ইন অনুষ্ঠান।
ডিডি বাংলা: সন্ধে ৬–০২

ধারাবাহিক

● নদের নিমাই

শ্রীহট্টে গিয়ে নিমাই নিজের শিকড়, নিজের অতীত আর প্রিয়জনদের স্মৃতির মুখোমুখি, তখনই নবদ্বীপে নেমে আসে বিপর্যয়। বিষধর সাপের কামড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে নিমাইয়ের প্রাণপ্রিয় স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া। নিমাই ফেরার আগেই কি সব শেষ হয়ে যাবে? লক্ষ্মীপ্রিয়াকে কি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে? নাকি এই বিচ্ছেদই নিমাইয়ের জীবনে নিয়ে আসবে চিরস্থায়ী ক্ষত?
আকাশ আট: সন্ধে ৭–০০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: বুধবার, ২৭ আশ্বিন ১৪৩৩, ইং ১৪ অক্টোবর ২০২৬, মুং ২ জমাদিয়ল আউল, ১৪৪৮
সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৬।১৩
সূর্যাস্ত ঘ ৫।৯।২৭
তিথি: (আশ্বিন শুক্লপক্ষ) চতুর্থী দং ৪৯।৫ রাত্রি ঘ ১।১৪
নক্ষত্র: অনুরাধা দং ৫৬।৮ রাত্রি ঘ ৪।৩

অন্য পঞ্জিকা: বুধবার, ২৬ আশ্বিন ১৪৩৩, ইং ১৪ অক্টোবর ২০২৬, হিজরি ২ জমাদিয়ল আউল, ১৪৪৮
বিশ্ব মান সুরক্ষা দিবস

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানসোল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখোঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091
অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক: 2554-0084
রাসমণি মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জনস অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653
বেল ভিউ ক্লিনিক: 99037-59103/ 82406-09986
দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222
রাতের ওষুধ / অক্সিজেন
ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুরো: 2484-4322
বেল ভিউ ক্লিনিক ফার্মেসি: 6688-8888
ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশোক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ ক্লিনিক: 6688-8888 / 99031-03088
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636
চক্ষুদান
গণদর্পণ: 94330-31504
বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্র: 2663-4178
শববহন
সুরুচি সঙ্ঘ, নিউ আলিপুর: 2400-9950
হিন্দু সৎকার: 2241-3849/ 2050
শ্রীভূমি স্পোর্টিং: 2534-0002
উদয়ের পথে: 98301-73814
যাদবপুর মার্সেন্টস: 2412-8165

বিচারপতিরা রক্ত দান করলেন

কলকাতা হাইকোর্টে রক্ত দান করে ডিভিশন বেঞ্চে বিচারের কাজে বসলেন প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রাই। মঙ্গলবার হাইকোর্টের ক্লার্কদের সংগঠনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির হয় হাইকোর্টের মেডিক্যাল সেন্টারে। কমান্ড হাসপাতালের সহযোগিতায় ৫৩ জন রক্ত দান করেন। প্রথমে রক্ত দেন প্রধান বিচারপতি। এছাড়াও রক্ত দান করেন বিচারপতি ওম নারায়ণ রাই, অনুজ সিং, রিশাদ মেধোরা–সহ অন্যরা।

রেলের মাঠে পুজোর অনুমতি

দুর্গাপুজো জনগণের জন্য, উদ্যোক্তারা শুধু আয়োজক— এই পর্যবেক্ষণেই রেলের মাঠে পুজোর অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার শিয়ালদা ডিভিশনের পূর্ব রেলের কর্মচারী ইউনিয়নকে পুজো করার অনুমতি দিল হাইকোর্ট।

আবহাওয়া

বুধবার হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা।	সর্বোচ্চ ৩৩ সর্বনিম্ন ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস	
মঙ্গলবার বৃষ্টি হয়নি	সর্বোচ্চ ৩৩.৮ (+১) সর্বনিম্ন ২৫.৮ (+১)	
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	৯৫%	৫৪%

বাংলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা জলপাইগুড়ি ৩৬.০°

মণ্ডপে হঠাৎ ছুরি হাতে মমতার সামনে মহিলা

আজকালের প্রতিবেদন

পাড়ার পুজোমণ্ডপে তৃণমূলনেত্রী মমতা ব্যানার্জির সামনে হঠাৎই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় হাতে ছুরি নিয়ে ঢুকে পড়ল এক মহিলা। সোমবার কালীঘাট মিলন সঙ্ঘের পুজোয় গিয়েছিলেন মমতা। সেখানে দুটি বাচ্চাকে দিয়ে পুজোর উদ্বোধন করান তিনি। এরপর পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় এই ঘটনা ঘটে। তাঁর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে কীভাবে ছুরি হাতে একজন মহিলা ঢুকে পড়ল, তা নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হয়। মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে ছিলেন সাংসদ দোলা সেন এবং বৈশ্বানর চ্যাটার্জি। দোলা সেন গোটা বিষয়টি নিয়ে কালীঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। জানা গেছে, ওই মহিলার নাম তন্বিষ্ঠা সাহা। জানা গেছে, তিনি সিভিক ভলান্টিয়ার। তাঁকে আটক করা হয়েছে। দোলা সেন জানান, হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে ওই মহিলা সামনে এসে বলেন, উনি আমার পিসি হন। মমতা ব্যানার্জি তাকে চিনতে পারেননি। বলেন, আমি একে চিনি না। এ কে? এরপর ওই মহিলা তাঁর পায়ের সামনে শুয়ে পড়েন। তখন দেখা যায়, তার ডান হাতে একটি ছুরি রয়েছে। এরপরেই পুলিশ তাকে নিয়ে চলে যায়। দোলা সেনের অভিযোগ, রাজ্যে তিনবার যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তাঁর নিরাপত্তা কোথায়? থানায় অভিযোগে বলা হয়েছে, ঘটনার পেছনে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। থানায় ইতিমধ্যেই ওই মহিলার ছবি-সহ ভিডিও ফুটেজ জমা দেওয়া হয়েছে।

পুজোর নিরাপত্তায় ৩১ হাজার পুলিশ

আজকালের প্রতিবেদন

দুর্গাপুজো উপলক্ষে মঙ্গলবার পুজো গাইডম্যাপ প্রকাশ করলেন কলকাতার নগরপাল অজয়কুমার নন্দ। এ বছর নিরাপত্তায় থাকবেন ৩১ হাজার পুলিশকর্মী। এছাড়াও বিশেষ নজরদারি থাকবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডপে। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পুজো গাইডম্যাপ প্রকাশ করা হল। ভিড়ের মধ্যে বাচ্চারা হারিয়ে গেলেও যাতে দ্রুত খুঁজে পাওয়া যায়, সে জন্য এক লক্ষ ব্যাজ দেবে পুলিশ। ওই ব্যাজগুলিতে অভিভাবকের নাম, বাচ্চার নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে রাখতে হবে। নগরপাল জানান, ৬ হাজার সিভিক ভলান্টিয়ার এবং হোমগার্ড থাকবেন। পুজোর ক'দিন সমস্ত স্তরের অফিসাররা মাঠে থাকবেন। ১৪টি জায়গায় অ্যাম্বুল্যান্স থাকবে। এছাড়া ১০০ এবং ১১২ এমার্জেন্সি হেল্পলাইন নম্বর চালু থাকবে। ট্র্যাফিক জ্যাম যাতে না হয়, সে জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ। বিভিন্ন জায়গায় ব্যারিকেড থাকবে। পুজোর সময় দেখা যায়, মা ফ্লাইওভারে প্রচুর গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। এ জন্য যাতে কোনও ভাবেই জ্যাম না হয়, তার জন্য কিছু ব্যবস্থা রাখছে পুলিশ। ট্র্যাফিক নিয়ম ভেঙে গাড়ি চালানো বা নো এন্ট্রিতে গাড়ি রাখলে জরিমানা হবে। সাদা পোশাকে পুলিশ থাকবে বিভিন্ন জায়গায়।

কল্যাণীর এ৯ পার্ক সর্বজনীন দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার। ছবি: আজকাল

সঙ্কীর্ণতা না রেখে সবাই মিলে আনন্দ করুন: মুখ্যমন্ত্রী

সুখেন্দু আচার্য ও নিরুপম সাহা

কল্যাণী ও বনগাঁ, ১৩ অক্টোবর

কল্যাণী, রানাঘাটা ও বনগাঁয় মঙ্গলবার একাধিক পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের মেলবন্ধনকে আরও মজবুত করার আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রার্থনা, 'মা যেন শক্তি দেন, আমরা যেন সব অসুরকে বধ করতে পারি।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বজায় রেখে পুজোর দিনগুলিতে কোনওরকম সঙ্কীর্ণতা না রেখে সবাই মিলে আনন্দ করুন।'

এদিন প্রথমে তিনি রানাঘাটের বিধায়ক পার্থসারথি চ্যাটার্জির পুজো উদ্বোধন করেন। তারপর হেলিকপ্টারে আসেন কল্যাণীতে। কল্যাণী ব্লকে এ ৯ স্কোয়্যার পার্কের পুজোর উদ্বোধন করেন। এবার তাদের থিম পঞ্চকেদার। তারপর মুখ্যমন্ত্রী আসেন বনগাঁর পুজো উদ্বোধনে। সেখানে গান্ধীপল্লী বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো উদ্বোধন করেন তিনি। গান্ধীপল্লী ক্লাবের পুজোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। এবছর তাদের ৭৮-তম বর্ষ। বাঙালিয়ানা অর্থাৎ বাংলার সংস্কৃতির ওপর থিম করে পুজোমণ্ডপ তৈরি হয়েছে। এখানকার পুজোমণ্ডপ উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী হাজির হন মতিগঞ্জের ঐক্য সম্মিলনীর পুজোমণ্ডপে। এই ক্লাবের প্রধান কর্তা হাবড়ার বিজেপি বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল। এ বছর এই পুজো ৬০ বছরে পা দিল। অযোধ্যার রামমন্দিরের অনুকরণে এই ক্লাবের পুজোমণ্ডপ তৈরি হয়েছে। পুজো উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'সনাতনিরা আজ যে ভালবাসা আমাকে দিলেন, উন্নয়নের মাধ্যমে সেই ঋণ আমি শোধ করব। দেশের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে আমরা আঘাত করতে দেব না।' পরিসংখ্যান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, 'আগের সরকার ২০২৫ সালে রাজ্যের ১২ হাজার পুজো কমিটিকে পুজো করার অনুমতি দেয়নি। পুজো করার অধিকার তাদের ছিল না। আমরা ক্ষমতায় এসে এবছর নতুন ১২ হাজার ৪০০ নতুন পুজো কমিটিকে অনুমোদন দিয়েছি। ফলে এবছর রাজ্যে মোট ৫৭ হাজার ৪০০টি পুজো হচ্ছে। এটাই পরিবর্তনের আসল স্বাদ।'

পুজো উদ্বোধন করার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোয় রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া ও ঐক্য সম্মিলনী ক্লাবের কর্ণধার বিধায়ক দেবদাস মণ্ডলকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এই পুজো উদ্বোধনে না আসলে অনেক কিছু মিস করতাম। মণ্ডপের চারিদিক গেরুয়া ধ্বজায় সাজানো। তার সঙ্গে অযোধ্যার রামমন্দিরের অনুকরণে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তিতে সজ্জিত এই মণ্ডপ উদ্বোধন করতে পেরে আমি আনন্দিত।'

নতুন স্বাস্থ্য কমিশনে প্রথম শুনানি

রোগীদের অভিযোগ কমাতে সর্বত্র সমস্যার শিকড়ে গিয়ে সমাধানের চেষ্টা করবে স্বাস্থ্য কমিশন। সব সমস্যার সমাধান রাতারাতি হবে না ঠিকই, তবে চেষ্টা করা হবে। অভিযোগ যাতে না আসে সেই জায়গায় বেশি জোর দিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন রাজ্য স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। তিনি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পাওয়ার পর মঙ্গলবার প্রথম শুনানি হয়। এদিন আগের জমে থাকা মামলার মধ্যে সাতটির শুনানি হয়। তারপর সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, 'সামগ্রিক ব্যবস্থার অনেক উন্নতির প্রয়োজন। রোগীরা সুবিধা অনেক জায়গায় পাননি। আমাদের দায়িত্ব যে জায়গাগুলি থেকে অভিযোগ ওঠে, সেই জায়গা ঠিকমতো খুঁজে বের করে সমাধানের চেষ্টা করার, যাতে অভিযোগ কমে আসে। ন্যূনতম সেই জায়গা নেই বলেই অভিযোগ আসছে।' ক্লিনিক্যাল এস্ট্যাবলিশমেন্টের নিয়ম অনুযায়ী, যে চিকিৎসক যেখানেই যুক্ত থাকুক না কেন, কোনও ক্লিনিক হোক বা প্রাইভেট চেম্বার, নিজেদের নাম ও ডিগ্রির পাশে মেডিক্যাল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন নম্বর বাধ্যতামূলক ভাবে লিখতে হবে। কেউ কেউ লিখলেও আবার অনেকেই উল্লেখ করেন না। তাই এবার সকলকেই উল্লেখ করতে হবে বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে। অভিযোগ গ্রহণ করে দ্রুততার সঙ্গে সুরাহার জন্য পুরো প্রক্রিয়া অনলাইন করে দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

আজকালের প্রতিবেদন

ভগিনী নিবেদিতা ও সঙ্গীতশিল্পী কিশোরকুমারকে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার ছিল ভগিনী নিবেদিতার প্রয়াণ দিবস। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'ভগিনী নিবেদিতার প্রয়াণ দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।' একই সঙ্গে এদিন কিশোরকুমারেরও প্রয়াণ দিবস। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'অভিনয় ও সঙ্গীত জগতের কিংবদন্তি শিল্পী কিশোরকুমারের প্রয়াণ দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।'

বাংলায় বিনিয়োগ করুন: অর্থমন্ত্রী

● ৩ পাতার পর

থাইল্যান্ড, সাইপ্রাস, কেনিয়া, শ্রীলঙ্কার, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিরা।

বিনিয়োগের বিষয়ে তাঁরা তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। প্রসঙ্গত, পার্থিব নেওটিয়া অম্বুজা নেওটিয়া হেল্‌থ কেয়ার বিভাগের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ভাষণে তিনি বলেছেন, 'বিকশিত ভারত গড়ার ক্ষেত্রে আমরা কাজ করব। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের ফলে ভারতীয় ব্যবসার ক্ষেত্রটি নতুন নতুন বাজার পাবে। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে আধুনিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারা এগিয়ে

দি ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের বিজনেস কনক্লেভে রয়েছেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত, চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি পার্থিব নেওটিয়া-সহ বিদেশি শিল্পপতিরা। মঙ্গলবার। ছবি: আজকাল

যাবে। এর ফলে বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি বদলে যাবে। বাংলা সেক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে। পূর্ব ভারত এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে। দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে তাঁরা আমাদের রাজ্যে এসে বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি ও মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবেন।' জানা গেছে, বিদেশি প্রতিনিধিরা কলকাতার বেশ কয়েকটি মণ্ডপ ঘুরে দেখবেন।

৪৬০ কোটির বিনিয়োগ

● ৩ পাতার পর

এখন কারখানায় বছরে দেড় কোটি মিটার ডেনিম উৎপাদন হয়। সম্প্রসারণের পরে তা বেড়ে ২ কোটি ১০ লক্ষ মিটার হবে। পাশাপাশি, সুতো তৈরির জন্য কারখানার পাশে একটি ইউনিট তৈরি করা হবে। এর ফলে সুতো কেনার খরচ কমবে, দাবি সংস্থার। সম্প্রসারণের পরে বাগনানের কারখানায় কর্মীর সংখ্যা ৫৫০ থেকে বেড়ে ৭৫০ হবে। এখানে পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থার ওপরেও গুরুত্ব দিচ্ছে সংস্থা। এছাড়া টান্ধন গ্রুপ পলিমার-ভিত্তিক সুরক্ষা সামগ্রী উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে ২১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। ফলে ত্রিপল, গ্রিনহাউসে ব্যবহারের ফিল্ম এবং অতিবেগুনি রশ্মি-প্রতিরোধী ফিল্মের উৎপাদন ক্ষমতা ৪০ শতাংশ বাড়ানো হবে। টান্ধন গোষ্ঠীর ডিরেক্টর অনুজ জালান জানান, হাওড়ায় এই সম্প্রসারণের পরে গোষ্ঠীর মোট কর্মীসংখ্যা ১ হাজার ৮০০-র বেশি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসা বাড়ানোর সুযোগ আছে, সেই ক্ষেত্রগুলোর ওপরে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ১৯৯৪ সালে পোশাকের ব্যবসা দিয়ে টান্ধন গোষ্ঠীর ব্যবসা শুরু হয়। এখন পোশাক ছাড়াও বিভিন্ন ব্যবসা আছে। ২৫টিরও বেশি দেশে ব্যবসা আছে এই সংস্থার।

আজ নতুন কারখানা

● ৩ পাতার পর

তৈরির ক্ষেত্রে ফেনল ও অ্যাসিটোন লাগে। প্রোপাইলিন এবং বেনজিন উৎপাদনে করতে সুবিধে হবে। এই কারখানা চালু হলে কেমিক্যাল ভ্যালু চেনের ক্ষেত্রে বাংলা অনেক এগিয়ে যাবে। পূর্ব ভারতে রাসায়নিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী জায়গা তৈরি হবে বাংলায়। এই কারখানা চালু হয়ে গেলে দেশে রাসায়নিক শিল্প স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। বাইরে থেকে আমদানি যেমন কমবে, তেমনই দেশের বাজারেও বিক্রি বাড়বে।

গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর

● ৩ পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী হরিণঘাটায় বিমানবন্দর হওয়ার কথা ঘোষণা করায় হরিণঘাটা ও কল্যাণী, এই দুই পুরসভায় উৎসবের মেজাজ। কল্যাণীতে রয়েছে এইম্‌স। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসেন চিকিৎসার জন্য। বিমানবন্দর হলে তাঁদের খুব সুবিধে হবে। এইম্‌সের আশপাশ অঞ্চলে যদি বিমানবন্দর গড়ে ওঠে তবে হরিণঘাটা ও কল্যাণী, এই দুটি অঞ্চলে কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Notice for Counseling of WB NEET PG Medical 2026 Counseling in West Bengal for Post Graduate Medical State Quota, Private College Management Quota and NRI Quota seats 2026

The candidates who have qualified through NEET PG 2026 conducted by National Board of Examinations in Medical Sciences and want to participate in the West Bengal NEET PG State Quota, Private Management Quota and NRI Quota seats Counseling 2026, are hereby informed that Online Registration, Fees payment will begin on 22.10.2026 onwards. For further detailed information all candidates are requested to visit www.wbmcc.nic.in website. No personal information will be provided to any candidate. They are requested to visit the website frequently for updates and information. Any kind of suppression of facts or fabricated information furnished by candidate during online registration will lead to cancellation of the candidature with immediate effect and would also instigate punitive action.

Sd/-
Director of Medical Education
& Chairman of WBMCC
Govt. of West Bengal

ICA-N 275(3)/2026

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

এসি মার্কেট বিল্ডিং, ৩ নং ফ্লোর, ১, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০০৭১; টেলিফোন: (মোবাইল) +৯১৯৮৭৪৭৫০৬১২

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১)-এর সাথে পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী

যেহেতু, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)-এর প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, চুক্তিমাফিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, মাশুল ইত্যাদি আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে লেখা তারিখে নিম্নবর্ণিত বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, তৎসহ দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে চুক্তিমাফিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, মাশুল ইত্যাদির প্রেক্ষিতে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম এবং ঠিকানা	ক) নোটিসের তারিখে বকেয়া অর্থাঙ্ক খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের (প্রতীকী) তারিখ
১. মিসেস সোমালি চক্রবর্তী (ঋণগ্রহীতা/আবেদনকারী) স্বামী- মিঃ সুরজিৎ চক্রবর্তী, ৩ নং, আদর্শ এনক্লেভ, ফেজ ১, সিদেধল্লী, ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক- ৫৬০০৭৩ **২. মিঃ সুরজিৎ চক্রবর্তী (সহ-আবেদনকারী/ জামিনদার) পিতা- মিঃ অনিল কুমার** ৩ নং, ভৈরবেশ্বর নগর, সিদেধল্লী, নাগাসান্দ্রা পোস্ট, ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক- ৫৬০০৭৩ **উভয়ের বিকল্প ঠিকানা:** আর এস দাগ নং ৫৮৪/৮৩০, জে এল নং ১৯, মৌজা- পশ্চিম বড়িশা, থানা- ঠাকুরপুকুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড ১২৫-এর অধীন, কলকাতা-৭০০০৬৩	ক) ₹৮,৮৭,৪২৩ (আট লক্ষ সাতাশি হাজার চারশো তেইশ টাকা মাত্র), ২৭.১১.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া খ) ০১.১২.২০২৫ গ) ০৯.১০.২০২৬

সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ

তফসিল 'ক': সামান্য কমবেশি ৩ (তিন) কাঠা ০ (শূন্য) ছটাক ১৩ (তেরো) বর্গফুট জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ তৎসহ এই জমিতে স্থিত যাবতীয় বাড়ি, যার স্থিতি ও বিবরণ: মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৫৬, নারায়ণ রায় রোড, যা ডাক যোগাযোগের ঠিকানা ৪১/১, নারায়ণ রায় রোড, কলকাতা ৭০০০০৮ নামেও পরিচিত, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (এস.এস. ইউনিট) ওয়ার্ড নং ১২৫-এর মধ্যে, আর এস দাগ নং ৫৮৪/৮৩০-এর অন্তর্ভুক্ত, খতিয়ান নং ২৬৮ এবং ৯১৮-এর সাথে সম্পর্কিত, মৌজা- পশ্চিম বড়িশা, কালেক্টরেট তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, জে এল নং ১৯, আর এস নং ৪৩, থানা- ঠাকুরপুকুর, আলিপুরের জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস এবং বেহালায় এ ডি এস আর অফিসের অধীনে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ:- **উত্তরে:** ১০ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা; **দক্ষিণে:** শ্রী সুনীল চৌধুরীর জমি; **পূর্বে:** শ্রীমতী স্মিতা ঘোষের জমি; **পশ্চিমে:** শ্রীমতী সাধনা বসুর জমি। **তফসিল 'খ':** প্রথম তলার উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ দিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক মোজাইক ফ্লোরিং ফ্ল্যাট, যার মধ্যে রয়েছে দুটি বেড রুম, একটি ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট, একটি ডব্লিউ.সি. এবং একটি ব্যালকনি, যার মোট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫০ বর্গফুট (কমবেশি), তৎসহ মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৫৬, নারায়ণ রায় রোড, যা ডাক যোগাযোগের ঠিকানা ৪১/১, নারায়ণ রায় রোড, কলকাতা- ৭০০০০৮ নামেও পরিচিত, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (এস.এস. ইউনিট) ওয়ার্ড নং ১২৫-এর মধ্যে তফসিল 'ক' অনুযায়ী জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং উক্ত ভবনের অন্যান্য সহ-স্বত্বধারকদের সাথে উক্ত ভবনে এবং/ অথবা উক্ত প্রেমিসেসের সাধারণ জায়গা, সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করার অধিকার।

যেকোনো স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে মিঃ প্রেম-এর সাথে যোগাযোগ করুন, মোবাইল নং ৮৮৮০০৪১২৩৪

তারিখ: ১৪.১০.২০২৬
স্থান: বড়িশা

অনুমোদিত আধিকারিক
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ফর্ম নং ৩
[রেগুলেশন-১৫ (১)(এ)/১৬ (৩) দ্রষ্টব্য]

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)

৭ নং ফ্লোর, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা- ৭০০০৭১

কেস নং: ওএ/৩৬৫/২০২৫

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩-এর রুল ৫ সাব-রুল (২এ)-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে সমন।

ইএক্সএইচ নং: ৭৩০১

ইউকো ব্যাঙ্ক বনাম মেসার্স প্রধান ফার্টিলাইজার

প্রতি,
(১) **মেসার্স প্রধান ফার্টিলাইজার, প্রোপ্রাইটর সুব্রত প্রধান,** গ্রাম- সমুদ্রপুর, দাউদপুর, কাঁথি, থানা- কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৪০১
(২) **সুব্রত প্রধান,** গ্রাম- সমুদ্রপুর, দাউদপুর, কাঁথি, থানা- কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৪০১
(৩) **সুরঞ্জন সাহু,** ছোট একতাপুর, পাইলাছানপুর, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৪০১

সমন

যেহেতু মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার/ রেজিস্ট্রার সমীপে ০৭.০৭.২০২৬ তারিখে ওএ/৩৬৫/২০২৫ তালিকাভুক্ত হয়েছে।
যেহেতু মহামান্য এই ট্রাইবুনাল ₹২৪৫৬৯৭০.৪৩/- বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে উক্ত অ্যাক্টের ১৯(৪) ধারাধীনে দায়ের করা আবেদনের (ওএ) প্রেক্ষিতে সমন/ নোটিস জারি করছে (নথিপত্রের কপি-সহ আবেদনটি এই নোটিস সংলগ্ন)।
উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারা অনুযায়ী বিবাদী পক্ষ রূপে আপনাদের প্রতি নিম্নলিখিত নির্দেশ জারি করা হচ্ছে:
(১) এই সমন পরিষেবার তারিখ থেকে তিরিশ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির আর্জি কেন মঞ্জুর করা হবে না, তার কারণ দর্শাতে হবে;
(২) প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীনে আবেদনকারী দ্বারা নির্ধারিত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদসমূহ বাদে অন্য সমস্ত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদের বিবরণ ঘোষণা করতে হবে;
(৩) শুনানি হতে চলা এবং সম্পত্তিসমূহ ক্রোকের আবেদন নিষ্পত্তির জন্য প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীনে ঘোষিত সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা এই ধরনের পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন বা এগুলি বিক্রি করে দেওয়া থেকে আপনাদের বিরত থাকতে বলা হচ্ছে;
(৪) এই ট্রাইবুনালের আগাম অনুমোদন ছাড়া প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীন ঘোষণা অনুযায়ী যে পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ তৈরি করা হয়েছিল এবং/বা নির্ধারিত/ঘোষিত সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা সম্পত্তিসমূহ আপনারা বিক্রি, লিজ বা অন্য কোনও উপায়ে (স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতি বাদে) হস্তান্তর করতে পারবেন না;
(৫) স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা অন্যান্য পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ বিক্রি করে প্রাপ্ত বিক্রয়মূল্যের হিসাব দিতে এবং এই সকল পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ ধারক এই ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে রক্ষণাবেক্ষণকৃত নির্ধারিত অ্যাকাউন্টে এই বিক্রয়মূল্য জমা দিতে আপনারা দায়বদ্ধ থাকবেন।
এর পাশাপাশি আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যাতে আপনাদের লিখিত বিবৃতি সমেত (যার একটি প্রতিলিপি আবেদনকারীর কাছেও জমা দিতে হবে) রেজিস্ট্রারের সামনে **২৪.১২.২০২৬ তারিখে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে** আপনারা হাজির থাকবেন যার অন্যথা হলে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই এই আবেদনের শুনানি এবং রায়দান করা হবে।
১৪.০৭.২০২৬ তারিখে এই ট্রাইবুনালের সিলমোহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর করলাম।

সমন জারি করার জন্য অনুমোদিত আধিকারিকের স্বাক্ষর
রেজিস্ট্রার কলকাতা ডিআরটি ২

कैनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

রিজিওনাল অফিস: কলকাতা-II
রিকভারি অ্যান্ড লিগ্যাল সেকশন
৬৫১, আনন্দপুর, মনোবিকাশ কেন্দ্রের কাছে,
ফ্লোর নং ২, কলকাতা-৭০০১০৭ বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল: samlkolkata@indianbank.bank.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সংস্থান মোতাবেক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন পদ্ধতিতে নিম্নোক্তমতো ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে:
নিম্নলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) সুরক্ষিত ঋণদাতার নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায় (তৎসহ বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারাধীনে দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি, ব্রাঞ্চ ও রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বসিরহাট শাখা খ) **নিউ সন্ধ্যা এন্টারপ্রাইজ** প্রোপ্রাইটর: পিন্টু পাল চাঁপাপুকুর, পালপাড়া, পালপাড়া রোড, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩২৯১ **পিন্টু পাল,** প্রযত্নে- অশোক কুমার পাল চাঁপাপুকুর, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩২৯১	ক) ₹১২,৪৯,৮৯১.৭৩ (বারো লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার আটশো একানব্বই টাকা তিয়াত্তর পয়সা মাত্র), ০৬.০৪.২০২৬ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল খ) ০৬.০৪.২০২৬ গ) ০৯.০৬.২০২৬	**শ্রী পিন্টু পাল (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)-এর স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ।** সামান্য কমবেশি ৪.৬৫ ডেসিমেল (২ কাঠা ১৩ ছটাক ০১ বর্গফুট) জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস এবং এল আর দাগ নং ৭৯৯, সাবেক খতিয়ান নং ৪২৩, হাল খতিয়ান নং ২২১৪, ২২১৮, ২০৯৪ ও ২১০৬, এল আর খতিয়ান নং ১৩৪৫, নতুন এল আর খতিয়ান নং ৫৪৬৮, মৌজা- চাঁপাপুকুর, জে এল নং ৫৫, চাঁপাপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, থানা- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, থানা- বসিরহাট, পিন-৭৪৩২৯১। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ- গৌতম সিংয়ের সম্পত্তি; পূর্ব- বিশ্বজিৎ দাসের সম্পত্তি; পশ্চিম- বিশ্বজিৎ দাসের সম্পত্তি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ₹৪,১০,০০০.০০ খ) ₹৪১,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ-ইন-চার্জ, বসিরহাট শাখা মোবাইল: ৮৩৩৪৯ ৯১১৩৩ / ৮৩৩৪৯ ৯১১০৪ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹৪১,০০০.০০ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে
২.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, তেহট্ট শাখা খ) **বুলবুলি বিশ্বাস মণ্ডল** স্বামী- রবিন বিশ্বাস মালিয়াপোতা, পাথর ঘাটা, পাথরঘাটা নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১১০৩ **মেসার্স স্নেহা রাজ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস প্রোপ্রাইটর: বুলবুলি বিশ্বাস মণ্ডল** স্বামী- রবিন বিশ্বাস গ্রাম- খেড়িয়াপাড়া, ব্লক- তেহট্ট, কৃষ্ণনগর, নদিয়া, পিন-৭৪১১০৩ **রবিন বিশ্বাস** পিতা- বরুণ বিশ্বাস গ্রাম ও পোঃঅঃ- মালিয়াপোতা, থানা- তেহট্ট, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১১০৩	ক) ₹১২,৮২,৪৩০.০৮ (বারো লক্ষ বিরাশি হাজার চারশো তিরিশ টাকা আট পয়সা মাত্র), ১৯.০৬.২০২৬ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল খ) ১৯.০৬.২০২৬ গ) ০৮.০৯.২০২৬	**বুলবুলি বিশ্বাস মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)-এর স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ।** একটি একতলা বাণিজ্যিক ভবন সমেত মোট ৮ ডেসিমেলের মধ্যে (৫৮ ডেসিমেলের মধ্য থেকে) সামান্য কমবেশি ৪ ডেসিমেল (বাণিজ্যিক বাস্তুতে রূপান্তরিত) জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা- নদিয়া, থানা- তেহট্ট, মৌজা- কৃষ্ণনগর নদিয়া, হাল নং ২ তৌজি, মহল নং ১০১, আর এস খতিয়ান নং ১৯৭৪, এল আর খতিয়ান নং ১৯৭৪, এল আর নুং ৭৯৭০, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৫৩৪৬। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- মালিকানাধীন জমি; দক্ষিণ- আজিজুল শেখের সম্পত্তি; পূর্ব- আজিজুল শেখের সম্পত্তি; পশ্চিম- কৃষিজমি (নথি অনুযায়ী), ৬ ফুট চওড়া পরিসর যা ৪০ ফুট চওড়া করিমপুর থেকে কৃষ্ণনগর যাওয়ার রাস্তার সঙ্গে সংযোগকারী (বাস্তবিক অনুযায়ী)। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	ক) ₹২৬,০০,০০০.০০ খ) ₹২,৬০,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ-ইন-চার্জ মোবাইল: ৬২৯২৩ ২৩৭৪৩ / ৮৩৩৪৯ ৯১১০৪ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹২,৬০,০০০.০০ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে

(ক্রম নং ১-এর ক্ষেত্রে)
ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ২৯.১০.২০২৬, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট; ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ২৮.১০.২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত

(ক্রম নং ২-এর ক্ষেত্রে)
ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ৩০.১১.২০২৬, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট; ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ২৭.১১.২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত

-: শর্ত ও নিয়মাবলি :-
১. পরিসম্পদগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'যেভাবে আছে' ও 'যা কিছু আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে পরিসম্পদগুলি বিক্রি করা হবে না।
৩. কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে মাত্র একজন বিডার হলে সেই বিডার/ ক্রেতাকে সংরক্ষিত মূল্যের এক ডাক ওপরে বিড করতে হবে।
৪. আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) -এর মাধ্যমে কেবলমাত্র **'অনলাইন ইলেকট্রনিক পদ্ধতি'**তে নিলাম/ বিডিং আয়োজিত হবে।
৫. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের ১০% হারে ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক সরাসরি **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]**-এর ই-ওয়ালেটে অথবা এখান থেকে চালান জেনারেট করে আরটিজিএস/ এনইএফটি-র মাধ্যমে উক্ত চালানে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে সর্বশেষ **২৮.১০.২০২৬ (ক্রম নং ১-এর ক্ষেত্রে) এবং ২৭.১১.২০২৬ (ক্রম নং ২-এর ক্ষেত্রে), বিকেল ৫টার মধ্যে** জমা দিতে হবে।
৬. সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]-এর সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য: ৭০৪৬৬১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯১০১৭২ / ৮২৯১২২০২২০ / ৯৮৯২২১৯৮৪৮ / ৮১৬০২০৫০৫১, ই-মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com।**
৭. সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে আগাম যোগাযোগের পরে **২২.১০.২০২৬ থেকে ২৭.১০.২০২৬ (ক্রম নং ১-এর ক্ষেত্রে) এবং ২৩.১১.২০২৬ থেকে ২৬.১১.২০২৬ (ক্রম নং ২-এর ক্ষেত্রে) তারিখের মধ্যে যে কোনও কাজের দিনে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে পরিসম্পদগুলি পরিদর্শন করা যাবে।**
৮. সফল ক্রেতা/সর্বাধিক বিডারকে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি অন্তর্ভুক্ত করে) তাঁকে সর্বাধিক দরদাতা/সফল ক্রেতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হবে এবং বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে বিক্রয় নিষ্পত্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে। ওপরে উল্লিখিত এই নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সফল দরদাতা/ ক্রেতা পুরো বিক্রয়মূল্য আদায় দিতে ব্যর্থ হলে, তাঁর তরফে জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. প্রযোজ্যমতো স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যে কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ বকেয়া/ দর/ কর/ রেজিস্ট্রেশন ফি/ বিবিধ খরচাপাতি/ সরকারি বকেয়া/ যে কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে বকেয়া ইত্যাদি কেবলমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১০. তাঁদের বকেয়া পুরোপুরি আদায় না দিলে ওপরে লেখা তারিখ, সময় ও স্থানে নিলাম বিক্রি আয়োজনের ব্যাপারে উপরোক্ত ঋণ সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণের প্রতিও এটি একটি বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য হবে।
১১. এতদ্দ্বারা ওপরে লেখা ই-নিলামের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচাপাতি সমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি আদায় দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে, যেমনটা করতে তাঁরা ব্যর্থ হলে ওপরে লেখা সম্পত্তিগুলি নিলাম/বিক্রি করা হবে এবং এর পরেও যদি কোনও অর্থাঙ্ক বকেয়া থাকে, তাহলে তা সুদ ও মাশুল সমেত তাঁদের থেকে আদায় করা হবে।
১২. কোনও কারণ না দেখিয়ে প্রাপ্ত যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব/বিড গ্রহণ বা বাতিল করা বা এই বিক্রি বাতিলের অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে।
১৩. বিশদ তথ্য কানাড়া ব্যাঙ্কের এই ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে: **www.canarabank.com।**

তারিখ: ১২.১০.২০২৬ / স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক/ কানাড়া ব্যাঙ্ক

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

দখল বিজ্ঞপ্তি
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১) অধীনে]

সিও এসএএম, সার্কল অফিস- নদিয়া, ১/৪, পণ্ডিত এল কে মৈত্র রোড, কৃষ্ণনগর, নদিয়া-৭৪১১০১, পশ্চিমবঙ্গ

যেহেতু, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তির/ বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক পুরো বকেয়া পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ সমেত আদায় দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ এর রুল নং ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা অনুযায়ী অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে লেখা তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনওরূপ লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন নিম্নে বর্ণিত অর্থাঙ্ক ও তার ওপর সুদ সমেত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম ও ঠিকানা এবং শাখার নাম	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তি সাঁটানোর তারিখ গ) অনাদায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক
১	**ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা: মিঃ প্রদীপ চন্দ্র দে,** পিতা- প্রয়াত দুলাল চন্দ্র দে, নিবাস: এইচ/১৩/১৩৬৭, পোঃঅঃ- তাহেরপুর, জেলা- নদিয়া, তাহেরপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১১৫৯, **সহ-ঋণগ্রহীতা: মিসেস মিঠু দে ওরফে মিঠু দে (সেন),** স্বামী- প্রদীপ দে, নিবাস: এইচ/১৩/১৩৬৭, পোঃঅঃ- তাহেরপুর, জেলা- নদিয়া, তাহেরপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১১৫৯ **শাখা: তাহেরপুর**	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৪.১২৫ ডেসিমেল 'ভিটা' জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ওয়ার্ড নং ৩, হোল্ডিং নং ২৫/১১০, তাহেরপুর এইচ ব্লক রোড নং ১২, এলওপি নং ১৩৭৩, আর এস নং ২২২০, এল আর ১৫৮/২২২০, জে এল নং ৩, মহিষডাঙ্গা তাহেরপুর, এডিএসআর- রানাঘাট ১, তাহেরপুর থানার অধিক্ষেত্রাধীন, জেলা- নদিয়া, ২০১৬ সালের স্বত্বদলিল নং ৭৫২২/২০১৬ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ প্রদীপ চন্দ্র দে। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (দলিল অনুযায়ী): উত্তর- রাস্তা; দক্ষিণ- কৃষ্ণ সরকারের সম্পত্তি; পূর্ব- বাবান সেন ও পবন সেনের সম্পত্তি; পশ্চিম- কার্তিক দাসের সম্পত্তি।	ক) ২৪.০৭.২০২৬ খ) ০৯.১০.২০২৬ গ) ₹১,৫৪,২৬৯.৯২ (এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার দুশো উনসত্তর টাকা বিরানব্বই পয়সা মাত্র), তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ

তারিখ: ০৯.১০.২০২৬, স্থান: কৃষ্ণনগর চিফ ম্যানেজার

অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

এখন রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে: উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী

চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কেতুগ্রাম, ১৩ অক্টোবর

‘এখন শাসকের আইন নেই। পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। আমিও নই।’ জগন্নাথবাবুর সাফ কথা, ‘দুর্নীতি করলে ডাক পড়বেই। কিছুই করার নেই।’ কেতুগ্রামে একটি কালীমন্দিরের উদ্বোধন করতে এসে একথা বললেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির বার বার পুলিশের তলব প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নাম না–করে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, ‘আপনি দুর্নীতিগ্রস্ত। তাই আপনার থানায় ডাক পড়বে। এতে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই।’

বিদেশি শক্তির প্রভাবে ভারতে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা হচ্ছে, মন্তব্য করে জগন্নাথ বলেন, ‘রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে একটি অংশ তথাকথিত ককরোচ জনতা পার্টি নামে এইসব করছে। দেশের ২২টি রাজ্যে বিজেপির সরকার চলছে। কোনও সমস্যা নেই। ওই উপদ্রবী অংশ আসলে পরিবারবাদী একটি গোষ্ঠী।’ দেশের যুবসমাজকে জেন জি বা জেন আলফা বলে দাগিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে মত পোষণ করে উচ্চাশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা আর্যভট্ট দিয়েছি। শূন্যের ধারণা দিয়েছি। পশ্চিমি ধারণায় ভারত চলবে না।’ উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী এদিন কেতুগ্রামের নিরোল গ্রামে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যর বাড়ির নবনির্মিত কালীমন্দির উদ্বোধন করলেন। আরতির মাধ্যমে মা কালীর আরাধনাও করেন।

মন্দির উদ্বোধনের পর আরতি করছেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। কেতুগ্রামে, মঙ্গলবার। ছবি: প্রতিবেদক

২ বিচারাধীন বন্দির অস্বাভাবিক মৃত্যু

আজকালের প্রতিবেদন

অস্বাভাবিক মৃত্যু হল দুই বিচারাধীন বন্দির। সোমবার রাতে হাওড়া জেলে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে প্রসেনজিৎ ঘোষ (৩২) নামে এক বিচারাধীন বন্দির। অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় আরেক বিচারাধীন বন্দির। মৃতের নাম আজহারুল লস্কর (২১)। তার বাড়ি জীবনতলায় হাওড়ার জেলে মৃত প্রসেনজিৎ মদের আসরে এক যুবককে গুলি করে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়। আগস্ট মাস থেকে জেলে ছিল। অসুস্থ হয়ে পড়লে সোমবার তাকে হাওড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই রাতে তার মৃত্যু হয়। বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে মৃত আজহারুল লস্কর গ্রেপ্তার হয়েছিল এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার তার রহস্যমৃত্যু হয়।

হলদিয়ায় ঠান্ডা পানীয় সংস্থাকে ১০০ একর জমি: শিল্পখাতে বড় বিনিয়োগ আসতে চলেছে হলদিয়ায়। মঙ্গলবার হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের (এইচডিএ) বোর্ড মিটিংয়ে একটি বেসরকারি ঠান্ডা পানীয় প্রস্তুতকারী সংস্থাকে প্রায় ১০০ একর জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে প্রশাসন। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার বলেন, ‘হলদিয়াতে একটি কারখানা গড়ে তোলার জন্য ওই বেসরকারি ঠান্ডা পানীয় সংস্থা হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের কাছে প্রায় ৯৮ একর জমি চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল।’

pnb Housing Finance Limited

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৯, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কে জি মার্গ, নতুন দিল্লি–১১০০০১, ফোন: ০১১–২৩৩৫৭১৭১, ২৩৩৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪, ওয়েবসাইট: www.pnbhousing.com

কলকাতা শাখা: পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড, ৫ নং ফ্লোর, সাউথ ব্লক, প্রেমিসেস নং ৭, কিড স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০১৬

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল ৮(১) অনুসারে ও সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি(গুলি) জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক উক্ত বিজ্ঞপ্তি(গুলি)র তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/দের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। উক্ত ঋণগ্রহীতা/গণ দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারা অনুযায়ী অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তি/সমূহের দখল নিয়েছেন। বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন নিম্নে বর্ণিত অর্থাঙ্ক ও তার ওপর ঋণচুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সুদ–সমেত পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে। সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	বকেয়া অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ ও প্রকৃতি	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ
HOU/ KOL/ 1120/ 830560 শাখা অফিস: কলকাতা	রাকেশ গুপ্তা ও সোনি গুপ্তা	১৪.০৪.২০২৫	₹ ১৪,৪৮,১৬৪.১২ ১৪.০৪.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া	০৯.১০.২০২৬ (বাস্তবিক দখল)	২ কাঠা, ২ ছটাক ১০ বর্গফুট জমির উপর অবস্থিত বিল্ডিংয়ের থার্ড ফ্লোরে (সামনের দিকে) ৮৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩এ এর সমগ্র, মৌজা–পানশিলা, জে এল নং ৬, এলওপি নং ৩/১, সি এস দাগ নং ২০৭ (অংশ), হোল্ডিং নং ১০৮, পানশিলা গভঃ কলোনি, ওয়ার্ড নং ২২, পানিহাটি পুরসভার এলাকাধীন, থানা খড়দহ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭০০১১২, চৌহদ্দি : **উত্তর**– এলওপি নং ২; **দক্ষিণ**– এলওপি নং ৩/২; **পূর্ব**– পুরসভার রাস্তা; **পশ্চিম**–এক্স ল্যান্ড।

স্থান: কলকাতা; তারিখ: ১৩.১০.২০২৬ — অনুমোদিত আধিকারিক, পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

যূকো বैंक UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

জোনাল অফিস, শিলিগুড়ি
হিল কার্ট রোড, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

ই–নিলাম নোটিস

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই–নিলামের প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি
ই–নিলামের তারিখ: ১৭.১১.২০২৬

১৭.১১.২০২৬ তারিখে দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে প্রতি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে https://www.baanknet.com ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে ই–নিলাম আয়োজিত হবে। ইএমডি এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ ও সময়: ১৭.১১.২০২৬, দুপুর ১২টা পর্যন্ত

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) বিক্রির ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ইউকো ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি ইউকো ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক প্রতীকী/ বাস্তবিক দখল [নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির বর্ণনার পাশে প্রযোজ্যমতো দখলের প্রকৃতি উল্লেখ করা হয়েছে] নিয়েছেন এবং এই ব্যাঙ্কের বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য উক্ত সম্পত্তিগুলি ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘সেখানে যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’ ভিত্তিতে ১৭.১১.২০২৬ তারিখে বিক্রি করা হবে।

স্থাবর সম্পত্তি / অস্থাবর পরিসম্পদ/ দফার বিবরণ

ক্রম নং	শাখা এবং অ্যাকাউন্টের নাম	সম্পত্তির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম	ক) অনাদায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ	সংরক্ষণ মূল্য ইএমডি বিড বাড়ানোর মূল্য	পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	ই–নিলামের তারিখ ও সময়
১.	**শাখা :** সিউড়ি (০৪৫৪) **ঋণগ্রহীতার নাম :** মিঃ অরবিন্দ পাল **জামিনদার (গণ):** (১) মিসেস সোমারানি পাল (২) মিঃ প্রদ্যুৎ কুমার পাল (৩) মিসেস মমতারানি ঘোষ (৪) মিসেস মিঠু পাল (৫) মিঃ গোবিন্দ দাস **অ্যাকাউন্ট নম্বর:** ০৪৫৪০৫১০০০৩৯৮৫, ০৪৫৪০৬১০০১৮৬৪৪ এবং ০৪৫৪০৬১০০২৩৭১৬ **ব্রাঞ্চ ম্যানেজার:** জীতেশ কুমার জ্বলা **যোগাযোগের নম্বর:** ৯৯৭৯১১৯৩১১	০৪.১২.২০১৫ তারিখের রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং I–৭০৯৩ অনুযায়ী ৫৬২.৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বা ৪৫০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া, প্লট নং ৩৮১ ও ৩৮১/৫৯৪, ‘বিষ্ণু অ্যাপার্টমেন্ট’, দ্বিতীয় তল, ফ্ল্যাট নং ‘সি’, কানাইনাটশাল মহল্লা, জি টি রোড, ওয়ার্ড নং ১২, পোঃঅঃ– শ্রীপল্লী, থানা– বর্ধমান, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, পিন– ৭১৩১০৩, এলআইসি অফিসের কাছে, আর এস খতিয়ান নং ৭৬, এল আর খতিয়ান নং ৩১২৩, ৩১২৪ ও ৩১২৫, মৌজা– কানাইনাটশাল, জে এল নং ৭৬, সাব রেজিস্ট্রারের অফিস– বর্ধমান। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: পূর্ব**– অক্ষয় এজেন্সির দশটি শেড; **পশ্চিম**– ১৬ ফুট চওড়া পঞ্চায়েতি রাস্তা; **দক্ষিণ**– জি টি রোড; **উত্তর**– সুকুমার বাইরার বাড়ি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ₹৬,২৭,৩১,৭১৪.২৩ তৎসহ অপ্রযুক্ত সুদ, চার্জ, খরচাপাতি ও মাশুল খ) ০৭.০৬.২০২৪ গ) ০৯.১০.২০২৪	₹১৯,৯৯,০০০.০০ ₹১,৯৯,৯০০.০০ ₹১০,০০০.০০	১৬.১০.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ১৬.১১.২০২৬ বিকেল ৪টে পর্যন্ত	১৭.১১.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত, প্রতি বিডের ক্ষেত্রে ১০ মিনিটের সীমাহীন স্বতঃ সম্প্রসারণে
২.	**শাখা :** সিউড়ি (০৪৫৪) **ঋণগ্রহীতার নাম :** মিঃ অরবিন্দ পাল **জামিনদার (গণ):** (১) মিসেস সোমারানি পাল (২) মিঃ প্রদ্যুৎ কুমার পাল (৩) মিসেস মমতারানি ঘোষ (৪) মিসেস মিঠু পাল (৫) মিঃ গোবিন্দ দাস **অ্যাকাউন্ট নম্বর:** ০৪৫৪০৫১০০০৩৯৮৫, ০৪৫৪০৬১০০১৮৬৪৪ এবং ০৪৫৪০৬১০০২৩৭১৬ **ব্রাঞ্চ ম্যানেজার:** জীতেশ কুমার জ্বলা **যোগাযোগের নম্বর:** ৯৯৭৯১১৯৩১১	০২.১২.২০১৫ তারিখের রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং I–৭০০২ অনুযায়ী ৭৪৬.২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বা ৫৯৭ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া, প্লট নং ৩৮১ ও ৩৮১/৫৯৪, ‘বিষ্ণু অ্যাপার্টমেন্ট’, দ্বিতীয় তল, ফ্ল্যাট নং ‘বি’, কানাইনাটশাল মহল্লা, জি টি রোড, ওয়ার্ড নং ১২, পোঃঅঃ– শ্রীপল্লী, থানা– বর্ধমান, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, পিন– ৭১৩১০৩, এলআইসি অফিসের কাছে, আর এস খতিয়ান নং ৭৬, এল আর খতিয়ান নং ৩১২৩, ৩১২৪ ও ৩১২৫, মৌজা– কানাইনাটশাল, জে এল নং ৭৬, সাব রেজিস্ট্রারের অফিস– বর্ধমান। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: পূর্ব**– অক্ষয় এজেন্সির দশটি শেড; **পশ্চিম**– ১৬ ফুট চওড়া পঞ্চায়েতি রাস্তা; **দক্ষিণ**– জি টি রোড; **উত্তর**– সুকুমার বাইরার বাড়ি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ₹৬,২৭,৩১,৭১৪.২৩ তৎসহ অপ্রযুক্ত সুদ, চার্জ, খরচাপাতি ও মাশুল খ) ০৭.০৬.২০২৪ গ) ০৯.১০.২০২৪	₹২৫,৪৯,০০০.০০ ₹২,৫৪,৯০০.০০ ₹১০,০০০.০০	১৬.১০.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ১৬.১১.২০২৬ বিকেল ৪টে পর্যন্ত	১৭.১১.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত, প্রতি বিডের ক্ষেত্রে ১০ মিনিটের সীমাহীন স্বতঃ সম্প্রসারণে
৩.	**শাখা :** সিউড়ি (০৪৫৪) **ঋণগ্রহীতার নাম :** মিঃ অরবিন্দ পাল **জামিনদার (গণ):** (১) মিসেস সোমারানি পাল (২) মিঃ প্রদ্যুৎ কুমার পাল (৩) মিসেস মমতারানি ঘোষ (৪) মিসেস মিঠু পাল (৫) মিঃ গোবিন্দ দাস **অ্যাকাউন্ট নম্বর:** ০৪৫৪০৫১০০০৩৯৮৫, ০৪৫৪০৬১০০১৮৬৪৪ এবং ০৪৫৪০৬১০০২৩৭১৬ **ব্রাঞ্চ ম্যানেজার:** জীতেশ কুমার জ্বলা **যোগাযোগের নম্বর:** ৯৯৭৯১১৯৩১১	১১.০৫.২০১৫ তারিখের রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং I–২৯৮০ অনুযায়ী ১০৪১.৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বা ৮৬৮ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া, প্লট নং ১১১, ‘অর্পিতা অ্যাপার্টমেন্ট’, পঞ্চম তল, ফ্ল্যাট নং ‘বি’, ১৩৭/১এ, কানাইনাটশাল মহল্লা (উত্তর), সেন্ট জেভিয়ার্স রোড, ওয়ার্ড নং ১২, পোঃঅঃ– শ্রীপল্লী, থানা– বর্ধমান, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, পিন– ৭১৩১০৩, পুলিশ লাইনের কাছে, আর এস খতিয়ান নং ৭৬, এল আর খতিয়ান নং ২৫৬১ ও ২৫৬২, মৌজা– কানাইনাটশাল, জে এল নং ৭৬, সাব রেজিস্ট্রারের অফিস– বর্ধমান। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: পূর্ব**– ১২ ফুট চওড়া প্যাসেজ; **পশ্চিম**– ৩০ ফুট চওড়া সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল রোড; **দক্ষিণ**– দিলীপ রায় ও অন্যদের বাড়ি; **উত্তর**– ফাঁকা জমি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ₹৬,২৭,৩১,৭১৪.২৩ তৎসহ অপ্রযুক্ত সুদ, চার্জ, খরচাপাতি ও মাশুল খ) ০৭.০৬.২০২৪ গ) ০৯.১০.২০২৪	₹৩১,৭৮,০০০.০০ ₹৩,১৭,৮০০.০০ ₹১০,০০০.০০	১৬.১০.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ১৬.১১.২০২৬ বিকেল ৪টে পর্যন্ত	১৭.১১.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত, প্রতি বিডের ক্ষেত্রে ১০ মিনিটের সীমাহীন স্বতঃ সম্প্রসারণে
৪.	**শাখা :** সিউড়ি (০৪৫৪) **ঋণগ্রহীতার নাম :** মিঃ অরবিন্দ পাল **জামিনদার (গণ):** (১) মিসেস সোমারানি পাল (২) মিঃ প্রদ্যুৎ কুমার পাল (৩) মিসেস মমতারানি ঘোষ (৪) মিসেস মিঠু পাল (৫) মিঃ গোবিন্দ দাস **অ্যাকাউন্ট নম্বর:** ০৪৫৪০৫১০০০৩৯৮৫, ০৪৫৪০৬১০০১৮৬৪৪ এবং ০৪৫৪০৬১০০২৩৭১৬ **ব্রাঞ্চ ম্যানেজার:** জীতেশ কুমার জ্বলা **যোগাযোগের নম্বর:** ৯৯৭৯১১৯৩১১	১২.০৫.২০১৫ তারিখের রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং I–২৯৭৯ অনুযায়ী ৯৮৭.৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বা ৮২৩ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া, প্লট নং ১১১, ‘অর্পিতা অ্যাপার্টমেন্ট’, দ্বিতীয় তল, ফ্ল্যাট নং ‘এ’, ১৩৭/১এ, কানাইনাটশাল মহল্লা (উত্তর), সেন্ট জেভিয়ার্স রোড, ওয়ার্ড নং ১২, পোঃঅঃ– শ্রীপল্লী, থানা– বর্ধমান, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, পিন– ৭১৩১০৩, পুলিশ লাইনের কাছে, আর এস খতিয়ান নং ৭৬, এল আর খতিয়ান নং ২৫৬১ ও ২৫৬২, মৌজা– কানাইনাটশাল, জে এল নং ৭৬, সাব রেজিস্ট্রারের অফিস– বর্ধমান। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: পূর্ব**– ১২ ফুট চওড়া প্যাসেজ; **পশ্চিম**– ৩০ ফুট চওড়া সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল রোড; **দক্ষিণ**– দিলীপ রায় ও অন্যদের বাড়ি; **উত্তর**– ফাঁকা জমি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ₹৬,২৭,৩১,৭১৪.২৩ তৎসহ অপ্রযুক্ত সুদ, চার্জ, খরচাপাতি ও মাশুল খ) ০৭.০৬.২০২৪ গ) ০৯.১০.২০২৪	₹৩০,২৫,০০০.০০ ₹৩,০২,৫০০.০০ ₹১০,০০০.০০	১৬.১০.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ১৬.১১.২০২৬ বিকেল ৪টে পর্যন্ত	১৭.১১.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত, প্রতি বিডের ক্ষেত্রে ১০ মিনিটের সীমাহীন স্বতঃ সম্প্রসারণে
৫.	**শাখা :** সাগরপাড়া শাখা (১৪৯৫) **ঋণগ্রহীতা(গণ) :** মিঃ সুশীল সরকার **জামিনদার(গণ) :** মিসেস রাখি সরকার **অ্যাকাউন্ট নং:** ১৪৯৫০৪১০০০০০৮৩ **ব্রাঞ্চ ম্যানেজার:** মনীশ কুমার সিনহা **যোগাযোগের নম্বর:** ৯৩০৪০৪৫৮৭৭	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: ২৬.০৬.২০১৮ তারিখের দলিল নং I–৬২৬৮ এবং ২৬.০৬.২০১৮ তারিখের I–৬২৬৯ দ্বারা নিবন্ধিত জমি ও ভবন, স্বত্বধারক রাখি সরকার, গ্রাম– বিয়ানারদিয়ার, পোঃঅঃ– দেবীপুর, থানা– সাগরপাড়া, মৌজা– দেবীপুর, আর এস এবং এল আর প্লট নং ১০০৯২/১১৭০৬, এল আর খতিয়ান নং ১৩৮৪৮, জে এল নং ০৪, রেজিস্ট্রি অফিস– ডি এস আর গোয়াস, দলিল অনুযায়ী মোট জমির পরিমাপ ৪.০০ ডেসিমেল। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– ব্রজেন্দ্র নাথ সাহা এবং আনন্দ নাথ সাহার বাড়ি; **দক্ষিণ**– বিশ্বজিৎ মণ্ডলের বাড়ি; **পূর্ব**– সুপদ সরকারের বাড়ি; **পশ্চিম**– পি ডব্লু ডি মেটাল রোড। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ₹৫১,৩৮,৬৯৮.৭১ তৎসহ অপ্রযুক্ত সুদ, চার্জ, খরচ ও ব্যয় খ) ১৮.০৬.২০২৬ গ) ১০.০৯.২০২৬	₹৫৯,৪৭,০০০.০০ ₹৫,৯৪,৭০০.০০ ₹১০,০০০.০০	১৬.১০.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ১৬.১১.২০২৬ বিকেল ৪টে পর্যন্ত	১৭.১১.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত, প্রতি বিডের ক্ষেত্রে ১০ মিনিটের সীমাহীন স্বতঃ সম্প্রসারণে
৬.	**শাখা :** মহম্মদ বাজার (০৬০৫) **ঋণগ্রহীতা:** মিঃ সুবিমল গোস্বামী **সহ–ঋণগ্রহীতা:** মিসেস গীতা গোস্বামী **অ্যাকাউন্ট নং:** ০৬০৫০৬১০০২২৮০১ **ব্রাঞ্চ ম্যানেজার:** ওম প্রকাশ বিদ্যা **যোগাযোগের নম্বর:** ৯০৮৫৬২৩৯৯১	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জমি ও ভবনের আনুমানিক পরিমাপ ০২ শতক, বাস্তু হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ, দাগ নং ৪৬৪ (দলিল অনুযায়ী), হাল– ৪৬৪ (এল আর এবং আর ও আর অনুযায়ী), খতিয়ান নং ১১,৮১৩ (দলিল অনুযায়ী) এবং হাল খতিয়ান নং ২৬৭৭ (এল আর এবং আর ও আর অনুযায়ী), জে এল নং ৮১, মৌজা– নিশ্চিন্তপুর, পোঃঅঃ– রামপুরহাট, থানা– রামপুরহাট, রামপুরহাট সাব রেজিস্ট্রি অফিসের অন্তর্গত, জেলা– বীরভূম। সম্পত্তির স্বত্বধারক মিসেস গীতা গোস্বামী স্বামী– মিঃ সুবিমল গোস্বামী, ০৮.১০.২০১২ তারিখের দলিল নং ৮১২৮/২০১২ এবং ০৪.০১.২০২১ তারিখের ২১৯–২০২১ অনুযায়ী। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– রঞ্জিত সরকারের সম্পত্তি; **দক্ষিণ**– কৈলাশ চ্যাটার্জীর সম্পত্তি; **পূর্ব**– ফুলু দাসের সম্পত্তি; **পশ্চিম**– ৮ ফুট কংক্রিটের রাস্তা। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ₹১৩,৬৩,৫৫৫.৩৯ তৎসহ অপ্রযুক্ত সুদ, চার্জ, খরচ ও ব্যয় খ) ১৬.০১.২০২৫ গ) ২৪.০৪.২০২৫	₹১০,৭২,০০০.০০ ₹১,০৭,২০০.০০ ₹১০,০০০.০০	১৬.১০.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ১৬.১১.২০২৬ বিকেল ৪টে পর্যন্ত	১৭.১১.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত, প্রতি বিডের ক্ষেত্রে ১০ মিনিটের সীমাহীন স্বতঃ সম্প্রসারণে
৭.	**শাখা :** বর্ধমান রোড শাখা (১৭০৬) **ঋণগ্রহীতা:** মিঃ সোয়েল আলম **সহ–ঋণগ্রহীতা:** মিঃ জলিল হক **অ্যাকাউন্ট নং:** ১৭০৬০৬১০০২০১২৮ **ব্রাঞ্চ ম্যানেজার :** দেবাদ্যুতি সরকার **যোগাযোগের নম্বর :** ৮২৫০৬৯০৭৪৩	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: বাস্তু জমির পরিমাপ ৪ (চার) কাঠা, আর এস খতিয়ান নং ৯৪০/১, ৯৪০/৪, ৯৪০/৫ এবং ৯৩৮/৩ এ নথিভুক্ত, অনুরূপ এল আর খতিয়ান নং ৭৫৯ (পুরানো) এবং ৭৮৬ (নতুন), আর এস প্লট নং ২২৮ এবং ৪২৫ এর অংশ, অনুরূপ এল আর প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৯, মৌজা– বিন্নাগুড়ির অন্তর্গত, জে এল নং ০৩, পরগনা– বৈকুণ্ঠপুর, শিট নং ২০ (আর এস) এবং ২০ (এল আর), ফুলবাড়ি–২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অধীনে, নিউ জলপাইগুড়ি থানার এক্তিয়ারাধীন, এ ডি এস আর ভক্তিনগর রেজিস্ট্রি অফিস, জেলা– জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। সম্পত্তির স্বত্বধারক সোয়েল আলম। ২৮.০৩.২০২৪ তারিখের ২০২৪ সালের দলিল নং ০৭১১০২০৮৪। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– ১৬ ফুট সিসি রাস্তা; **দক্ষিণ**– কাজলের জমি; **পূর্ব**– আশরাফুল হকের জমি; **পশ্চিম**– অরিন্দম সরকারের জমি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ₹২৭,৫৮,১৪৭.৩৫ তৎসহ অপ্রযুক্ত সুদ, চার্জ, খরচ ও ব্যয় খ) ১৬.১০.২০২৫ গ) ০৯.০১.২০২৬	₹২২,০৫,০০০.০০ ₹২,২০,৫০০.০০ ₹১০,০০০.০০	১৬.১০.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ১৬.১১.২০২৬ বিকেল ৪টে পর্যন্ত	১৭.১১.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত, প্রতি বিডের ক্ষেত্রে ১০ মিনিটের সীমাহীন স্বতঃ সম্প্রসারণে
৮.	**শাখা :** বনশঙ্কা (১৭১১) **অ্যাকাউন্টের নাম:** চৌধুরী সিরাজুল হক **আইনি উত্তরাধিকারী:** মিসেস রাজিয়া সুলতানা স্বামী– প্রয়াত চৌধুরী সিরাজুল হক **(প্রয়াত চৌধুরী সিরাজুল হকের আইনি উত্তরাধিকারী)** **অ্যাকাউন্ট নং:** ১৭১১০৫১০০০৩৮৪৮ **ব্রাঞ্চ ম্যানেজার :** রাকেশ কুমার **যোগাযোগ নম্বর :** ৯৮৭৭৬০৯৮৬৯	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: জমি ও ভবনের পরিমাপ ৫ শতক, গ্রাম– শিকারপুর এবং পোঃঅঃ– শিকারপুর, থানা– পানরুই, জেলা– বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন– ৭৩১১২৪, প্লট নং ৪৭০ খতিয়ান নং ৩৭, ৫৮, ১৬০, ১৮২, ২৫, হাল খতিয়ান নং– ৩০৬, জে এল নং ১৬১, মৌজা– শিকারপুর, এ ডি এস আর সিউড়ি, বীরভূমের অন্তর্গত মিঃ চৌধুরী সিরাজুল হকের পক্ষে দলিল নং I–৯০৪৪/২০১৫ দ্বারা নিবন্ধিত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– রাস্তা এবং নিজস্ব জমি; **দক্ষিণ**– নওর মহঃ–এর বাড়ি; **পূর্ব**– সাধারণ চলাচলের পথ; **পশ্চিম**– সাধারণ চলাচলের পথ। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ₹৩,৪৭,৮১৪.১৮ তৎসহ অপ্রযুক্ত সুদ, চার্জ, খরচ ও ব্যয় খ) ০৩.০৬.২০২৬ গ) ০১.০৯.২০২৬	₹১৫,৭২,০০০.০০ ₹১,৫৭,২০০.০০ ₹১০,০০০.০০	১৬.১০.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ১৬.১১.২০২৬ বিকেল ৪টে পর্যন্ত	১৭.১১.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত, প্রতি বিডের ক্ষেত্রে ১০ মিনিটের সীমাহীন স্বতঃ সম্প্রসারণে

শর্ত ও নিয়মাবলি:

১. এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলি সাপেক্ষ হবে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ ওয়েব পোর্টালে দেওয়া আছে: https://www.baanknet.com।
২. সম্পত্তিগুলি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেভাবে আছে’ এবং ‘যা কিছু আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে। নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে আগ্রহী বিডাররা অবশ্যই সম্পত্তির ওপর দায়, নিলাম হতে চলা সম্পত্তির স্বত্ব, সম্পত্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এমন দাবি/ অধিকার/ বকেয়া, সম্পত্তির বাস্তবিক দখল নিতে (প্রতীকী দখলাধীন সম্পত্তিগুলির ক্ষেত্রে) প্রয়োজনীয় সময় ও খরচ ইত্যাদি সম্পর্কে নিজে স্বাধীনভাবে খতিয়ে জেনে নেবেন। সম্পত্তি কর, বিদ্যুতের খরচ ইত্যাদি সমেত যাবতীয় উদ্ভূত বিধিবদ্ধ বকেয়া সফল বিডারকেই বহন করতে হবে। কোনও প্রকার তৃতীয় পক্ষের দাবি/ অধিকার/ বকেয়া এবং সম্পত্তির বাস্তবিক দখল নিতে (প্রতীকী দখলাধীন সম্পত্তিগুলির ক্ষেত্রে) যে কোনও ধরনের বিলম্ব, মাশুল ও/বা আইনি সমস্যার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক/ সুরক্ষিত ঋণদাতা কোনওভাবেই দায়ী থাকবেন না।
৩. ওপরের তফসিলে বর্ণিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বশেষ ও সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে দেওয়া হয়েছে। তবে, এই ঘোষণাপত্রে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন না।
৪. সফল বিডারকে ইতিমধ্যে জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক সমন্বয় করে বিড অর্থাঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) নিলামের তারিখেই এবং বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আদায় দিতে হবে। ওপরে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সংশ্লিষ্ট বিডার দ্বারা জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক অনুমোদিত আধিকারিক বাজেয়াপ্ত করবেন এবং এই নিলাম বাতিল করে নতুন নিলাম আয়োজনের পূর্ণ স্বাধীনতা অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে।
৫. প্রযোজ্যমতো কনভেয়ান্স দলিলের জন্য প্রদেয় চার্জ/ ফি, পরিষেবা কর/ উৎসমূলে কাটা কর (₹৫০ লক্ষ বা তার বেশি মূল্যের সম্পত্তির ক্ষেত্রে ১৯৪ IA ধারা অনুসারে) সমেত যাবতীয় কর সফল বিডার/ ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
৬. কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সকল বিড গ্রহণ বা গ্রহণযোগ্য মনে না হলে যে কোনও বা সকল বিড বাতিল করা, এমনকী নিলামের শর্তাবলিতে রদবদল করা বা কোনও মাশুল বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই যে কোনও পর্যায়ে এই নিলাম স্থগিত/ বাতিল/ মুলতুবি/ বন্ধ করার পূর্ণ অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে এবং এমন ক্ষেত্রে অনুমোদিত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও অবশ্য পালনীয় হবে।
৭. এই প্রকাশনাটি সংশ্লিষ্ট সকল ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের প্রতি একটি ১৫ দিনের নোটিস।
৮. ওপরে নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে উপরিলিখিত সম্পত্তিগুলি বিক্রি করা হবে না।
৯. ইউআরএল: https://www.baanknet.com ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা এই বিক্রি **১৭.১১.২০২৬ তারিখে আয়োজিত হবে এবং তা দুপুর ১টায় শুরু হবে।**
১০. প্রতিনিধি নিয়োগ এবং এই নিলামে নিজেদের জন্য বিড করা ও অংশ নেওয়ানোর অধিকার এই ব্যাঙ্কের থাকবে।

তারিখ: ১২.১০.২০২৬ ও ১৩.১০.২০২৬
স্থান: শিলিগুড়ি

চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক
ইউকো ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং: ডব্লিউ২_৬২৩_১২_০৯_পিএইউটি_২০২৬-২৭; তারিখ: ১২-১০-২০২৬। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/টিআর-II, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ৩য় তলা, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য খোলা টেন্ডার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। **ই-টেন্ডার নং:** ডব্লিউ২_৬২৩_১২_০৯_পিএইউটি_২০২৬-২৭; **কাজের নাম:** পূর্ব রেলওয়ে জুড়ে ৫২ কেজি সিসি+৮+২টি রুট এবং ৬০ কেজি, ৮৮০ গ্রেড রেলের ২৫টি রুটে ফেজড অ্যারে আল্ট্রাসনিক টেস্টিং (পিএইউটি) ব্যবহার করে ফ্ল্যাশ বাট (এফবি) ওয়েল্ডের আল্ট্রাসনিক টেস্টিং করা। সর্বশেষ নির্দেশিকা সহ আরডিএসও/এলকেও দ্বারা জারি করা। **কাজের আনুমানিক মূল্য:** ₹৩,৬৩,২৯,৩৮৩.৮০; **বায়না মূল্য:** ₹৭,২৬,৬০০.০০; **কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমা:** ২৪ মাস; **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময়:** ০৩.১১.২০২৬ তারিখ ১৪:০০ টায়; টেন্ডার নথিপত্রের বিস্তারিত বিবরণ https://www.ireps.gov.in. ওয়েবসাইটে উপলব্ধ আছে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না। MISC-226/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বানের নোটিশ

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ আসানসোল ডিভিশনে ক্যাটারিং স্টল, মাল্টিপারপাস স্টল এবং ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের সংস্থানের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আইআরইপিএস পোর্টালে খোলা ই-নিলাম আহ্বান করছেন। যার বিবরণ নিম্নরূপ:- **নিলাম ক্যাটালগ নং: এএসএন-সিএটিজি-২৬-৫। ক্রম নং; লট নং/ ক্যাটাগরি; বন্ধের তারিখ/সময়; কাজের বিবরণ:** এএ/১; সিএটিজি-এএসএন-ডিইউএমকে-জিএমইউ-৭৫-২৩-১; ২২-১০-২৬ তারিখে ১৩:৩০ টায়; ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য জেনারেল মাইনর ইউনিটের অধীনে প্ল্যাটফর্ম শেডের নিচে ফুট ওভার ব্রিজের কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ২-৩ -এ দুমকা রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটাগরি ই) মডুলার ক্যাটারিং স্টলের (আকার ১০'X৬'=৬০ বর্গফুট) মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবা সংস্থান। **এএ/২; সিএটিজি-এএসএন-এমএনএই-জিএমইউ-১৬-২৪-১;** ২২-১০-২৬ তারিখে ১৩:৪০ টায়। ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য জেনারেল মাইনর ইউনিটের অধীনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-২ এ মানকর রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটাগরি ডি) মডুলার ক্যাটারিং স্টল ১০'X৬' (৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবা সংস্থান। **নিলাম ক্যাটালগ নং: এএসএন-এমপিএস-২৬-১১। ক্রম নং; লট নং/ক্যাটাগরি; বন্ধের তারিখ/সময়; কাজের বিবরণ: এএ/১; এমপিএস-এএসএন-ডিইউএমকে-এমপিএস-২৯-২৫-১;** ২২-১০-২৬ তারিখে ১৪:৪০ টায়; ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য দুমকা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ, সিট নং ১৫ ও ১৬-র মাঝে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (৬ ফুট X ১০ ফুট = ৬০ বর্গফুট) বরাদ্দ। তপশিলি জাতি (নারী)-র জন্য সংরক্ষিত। **এএ/২; এমপিএস-এএসএন-ডিইউএমকে-এমপিএস-২৮-২৫-১;** ২২-১০-২৬ তারিখে ১৪:১০ টায়; ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য দুমকা রেলওয়ে স্টেশনে মূল প্রবেশ দ্বারের সামনে এবং ওআরএইচ সীমানা প্রাচীরের সংলগ্ন স্থানে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (৬ ফুট X ১০ ফুট = ৬০ বর্গফুট) বরাদ্দ। অসংরক্ষিত (নারী)-র জন্য সংরক্ষিত; **এএ/৩; এমপিএস-এএসএন-এমডিপি-এমপিএস-১-২৪-১;** ২২-১০-২৬ তারিখে ১৪:২০ টায়; ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য মধুপুর রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-২ এ পোল নং ২৯৩/২১এ-এর কাছে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (৬ ফুট X ১০ ফুট = ৬০ বর্গফুট) বরাদ্দ। **অকশন ক্যাটালগ নং: এএসএন-ডব্লিউভিএম-২৬-৭। ক্রম নং; লট নং/ক্যাটাগরি; বন্ধের তারিখ/সময়; কাজের বিবরণ: এএ/১; এমএসএস-এএসএন-ইউডিএল-ডব্লিউভিএম-২৭-২৫-১;** ২২-১০-২৬ তারিখে ১৪:৩০ টায়; ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য অন্ডাল রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ৫-৬ এ ওএইচই মাস্ট নং ১৮৬/২৬বি-র কাছে স্ট্যান্ড অ্যালোন বেসিসে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লিউভিএম) স্থাপন ও পরিচালনার লাইসেন্স প্রদান। ASN-286/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং: এমসি_এসসি_বায়োল্যাব_ এসডিএএইচ_৩আর২০২৬ তারিখ: ১০.১০.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নং ৪২, ১ম তলা, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সক্ষমতা সম্পন্ন খ্যাতনামা ঠিকাদারদের কাছ থেকে নিচে উল্লিখিত কাজের জন্য নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে “সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেম”-এ সিলমোহরযুক্ত খোলা টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম/বিবরণ: “কোচিং ডিপো, শিয়ালদহে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা (পিএইচ, সিওডি এবং এফসিসি) পরিচালনার জন্য ল্যাব সরঞ্জাম, কনজিউমেবলস এবং রাসায়নিক সহ একটি সম্পূর্ণ কার্যকরী বায়ো-টয়লেট ল্যাবের নকশা, ডেভেলপমেন্ট, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদন এবং ০১ বছরের জন্য ল্যাবের সার্বিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।” **টেন্ডারের মূল্য :** ₹৪৯,৯৩,২৩৭.১২। **বায়না মূল্য :** ₹৯৯,৯০০.০০। **চুক্তির মেয়াদ মাসে :** ১৫ মাস। **বিডিং শুরুর তারিখ :** ১৯.১০.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০২.১১.২০২৬ তারিখে ১১.০০ টায়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ০২.১১.২০২৬ তারিখে ১১.০০ টায়। ই-টেন্ডার নোটিশ এবং কাজের যোগ্যতার মাপকাঠি সহ টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in. (ওয়েবসাইট ইউআরএল) থেকে দেখা ও ডাউনলোড করা যেতে পারে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না। SDAH-262/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং: এমসি_ডব্লিউসি_এমএলপি_এসডিএএইচ_২৬; তারিখ : ০৭.১০.২০২৬ সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নং ৪২, ১ম তলা, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সক্ষমতা সম্পন্ন খ্যাতনামা ঠিকাদারদের কাছ থেকে নিচে উল্লিখিত কাজের জন্য নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে “সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেম”-এ সিলমোহরযুক্ত খোলা টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রম নং : ১; কাজের নাম/ বিবরণ :** “শিয়ালদহ ডিভিশনের মেকানাইজড লন্ড্রি প্ল্যান্টের জন্য ০২ টি স্টিম বয়লার, ০৪ টি ১৩০ কেজি ওয়াশার, ০২ টি ফ্ল্যাট আইরনার, ০২ টি টাম্বলার ড্রায়ার (৭০ কেজি) এবং ১ টি ড্রাই ক্লিনিং মেশিনের সরবরাহ, স্থাপন ও সম্পাদন।” **আইটেম নং : ১; টেন্ডারের মূল্য (টাকায়) :** ₹৩৪৯৫৯৫২৯.৬০; **বায়না মূল্য (টাকায়):** ₹৬৯৯২০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য :** ₹০০.০০; **চুক্তির মেয়াদ (মাসে) :** ৬; **বিডিং শুরুর তারিখ :** ১৬.১০.২০২৬; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ৩০.১০.২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়; টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় : ৩০.১০.২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়; ই-টেন্ডার নোটিশ এবং কাজের যোগ্যতার মাপকাঠি সহ টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in.(ওয়েবসাইট ইউআরএল) থেকে দেখা ও ডাউনলোড করা যেতে পারে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না। SDAH-260/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Notice Inviting e-Tender

E-NIT No.-KSY/BDO/02/2026-27, Dated-12.10.2026
Scheme Name:
Construction of 11 Nos. New AWC Buildings within Keshiary Development Block, (Fund - PUA)
BID Start Date- 13.10.2026 from 5:55 PM
Bid Closing Date-07.11.2026 upto 5:55 PM
Opening date of Technical bid- 13.11.2026 and after 11:00 AM
For more details Please visit to https://tenders.wb.gov.in, intending contractors may also contact Engg. Dept. of this office and office notice board.

Sd/-
Block Development Officer
Keshiary Development Block

পঞ্জাব নैशनल बैंक pnb punjab national bank

এসএএম, পূর্ব মেদিনীপুর
পদুমবসান, পোঃঅঃ– তমলুক,
জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন– ৭২১৬৩৬
ই–মেল: copurbmedsam@pnb.bank.in

বিক্রি প্রত্যাহার

এই সংবাদপত্রে ১০.১০.২০২৬ তারিখে প্রকাশিত **মিঃ সহদেব সামন্তের (ক্রমিক নং ২৪) সম্পত্তি সম্পর্কিত** ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি এবং ২৭.১০.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হতে চলা ই–নিলামের সূত্র ধরে জানানো যাচ্ছে যে, **কিছু প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে তা প্রত্যাহার করা হয়েছে।**
বাকি বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।

তারিখ: ১৪.১০.২০২৬ স্বাঃ/– অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: তমলুক পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) আর. এম. লোধা কমিটি
(পিএসিএল লিমিটেড–এর বিষয়ে)

গণবিজ্ঞপ্তি

দিল্লি – পশ্চিম দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ – হাওড়া এবং মধ্যপ্রদেশ – বালাঘাট–এ পিএসিএল লিমিটেড-এর সম্পত্তির ই–নিলাম।

১. পিএসিএল লিমিটেড–এর কেনা জমিগুলি বিক্রি করে সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ যাতে এর বিনিয়োগকারীদের প্রদান করা যায়, তার জন্য সুব্রত ভট্টাচার্য বনাম সেবি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়গুলির সিভিল আপিল নম্বর ১৩৩০১/২০১৫–এ ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখের আদেশ দ্বারা ও তার অধীনে গঠিত বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) আর. এম. লোধা কমিটি (পিএসিএল লিমিটেড–এর বিষয়ে), উপরোক্ত বিষয়ে ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের ০৮ আগস্ট, ২০২৪ তারিখের আদেশ পালনার্থে দিল্লি – পশ্চিম দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ – হাওড়া এবং মধ্যপ্রদেশ – বালাঘাট–এ অবস্থিত সম্পত্তিগুলির ই–নিলাম শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেই অনুযায়ী ‘রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজালস’ (আরএফপিএস) জারি করেছে, যা এই লিঙ্কগুলিতে পাওয়া যাবে: https://www.sebi.gov.in/notice-for-eoi-proposals.html এবং https://www.bankeauctions.com।
২. সম্পত্তির নথিপত্র এই লিঙ্কগুলিতে পাওয়া যাবে: https://sebipaclproperties.com এবং https://www.bankeauctions.com।
৩. ই–নিলামে অংশগ্রহণের বিশদ বিবরণ আরএফপি (আরএফপি)–তে উপলব্ধ। আরএফপি (আরএফপি)–র মূল তারিখগুলি নিম্নরূপ: –
- **আরএফপি (আরএফপি) প্রকাশের তারিখ: ১৪ অক্টোবর, ২০২৬**
- **বিড জমা দেওয়ার শুরুর তারিখ: ১৪ অক্টোবর, ২০২৬**
- **বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়: ২০ নভেম্বর, ২০২৬ (১৭:০০ ঘ)**
- **ই–নিলাম শুরুর তারিখ: ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৬ (১১:০০ ঘ)**

প্রযোজ্য শর্তাবলি:

৪. সমস্ত সম্পত্তি ‘যেমন আছে, যেখানে আছে, যা আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে এবং ক্রেতা এ সম্পর্কিত সমস্ত দাবি, দায় এবং/অথবা দায়বদ্ধতার জন্য দায়ী থাকবেন।
৫. এই বিজ্ঞপ্তিতে এবং আরএফপি–তে উল্লিখিত সম্পত্তির বিশদ বিবরণ বিক্রেতার কাছে উপলব্ধ তথ্য অনুসারে দেওয়া হয়েছে এবং বিক্রেতা বা এজেন্সি কেউই কোনো কারণে সম্পত্তির পরিমাণের কোনও তারতম্যের জন্য কোনওভাবেই দায়ী থাকবে না।
৬. সম্পত্তি/তাদের স্বত্বদলিলে কোনো অসঙ্গতির জন্য কমিটি কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না এবং বিডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তাঁরা যেন সম্পত্তির স্বত্ব সম্পর্কে নিজেদের স্বাধীন যথাযথ অনুসন্ধান (সনিষ্ঠ) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরেই কেবল তাঁদের বিড জমা দেন।

CBC15204/11/0121/2627

হাওড়া ডিভিসনে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগ

নং ই-৯/ইলেক্ট(জি)/রি-এনগেজমেন্ট হাওড়া, তারিখ- ১২.১০.২০২৬

ইলেক্ট (জি) ডিপার্টমেন্টের নিম্নলিখিত বিভাগগুলিতে ৬৪ (চৌষট্টি) জন অবসরপ্রাপ্ত সুপারভাইজরি কর্মীকে বিদ্যমান শূন্যপদের নিরিখে পুনর্নিয়োগ করা হবে। এই পদগুলির জন্য আবেদনের সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ৬৫ বছর।

ক্র. নং.	বিভাগ	লেভেল	জিপি	শূন্যপদের সংখ্যা যার নিরিখে পুনর্নিয়োগ করা হবে
১	এসএসই (ইলেক্ট)	লেভেল-৭	₹ ৪৬০০/-	০৯
২	জেই (ইলেক্ট)	লেভেল-৬	₹ ৪২০০/-	০০
৩	সিনিয়র টেক	লেভেল-৬	₹ ৪২০০/-	০২
৪	টেক-১ (এসিসি)	লেভেল-৫	₹ ২৮০০/-	১৫
৫	টেক-১ (এসিপি)	লেভেল-৫	₹ ২৮০০/-	০৫
৬	টেক-১ (টিএল)	লেভেল-৫	₹ ২৮০০/-	১০
৭	টেক-১ (ফিটার/পাওয়ার) [টেক-১ (ওয়্যারম্যান)=৫ টেক-১ (এফসিও) এবং টেক-১ (লাইনম্যান)=১৩]	লেভেল-৫	₹ ২৮০০/-	১৮
৮	অ্যাসিস্ট্যান্ট হেল্পার	লেভেল-১	₹ ১৮০০/-	০৫
	মোট			৬৪

আরও বিশদ জানতে, রেলওয়ের ওয়েবসাইট https://er.indianrailways.gov.in দেখুন।

ডিভিসনাল, রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বানের নোটিশ

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া (নতুন ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া, পিন ৭১১১০১) কর্তৃক হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে ০৩ বছরের মেয়াদের জন্য পার্কিং লট পরিচালন সংক্রান্ত চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও বিস্তারিত জানতে এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের মাধ্যমে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন। **ক্যাটালগ নং: পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-২৭। নিলাম শুরুর তারিখ/সময়:** ২৬.১০.২০২৬ তারিখে ১৪:০০ টায়। **ক্রম নং: লট নং এবং স্টেশনের নাম নিম্নরূপ:** (১) পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-আরপিএইচ-টিডব্লিউ-৩৪-২৬-১ (পার্কিং - টু হুইলার) এবং রামপুরহাট (২) পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-এমএওয়াইপি-টিডব্লিউ-১৭৯-২৬-২ (পার্কিং - টু হুইলার) মায়াপুরে। (৩) পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-ডিএইচএই-টিডব্লিউ-১৪৪-২৫-১ (পার্কিং - টু হুইলার) এবং দইহাট। (৪) পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-জিকেএইচ-এমএক্স-২৩৬-২৬-১ (পার্কিং - মিক্সড) এবং গুসকরা।

HWH-395/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নর্থ-সেন্ট্রাল রেলওয়ে

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), এন সি রেলওয়ে, ঝাঁসি নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন (ই-টেন্ডারিং) এর মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আমন্ত্রণ করছেন:

ই-টেন্ডার নম্বর: JHS-ENGG-C-2026-225	
কাজের বিবরণ: এডিইএন/ললিতপুরের অধিক্ষেত্রাধীনে এলএআর, বিএবি এবং ডিইউএ তে ৬ ইউনিটের টাইপ ৩ কোয়ার্টার এবং ২২ ইউনিটের টাইপ ২ কোয়ার্টার নির্মাণ।	
অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ (₹): ₹৫১৩৫৩২৪৯.৩০।	**জামানত (₹):** ₹১০২৭১০০.০০।
টেন্ডার বন্ধের তারিখ: ০৯.১১.২০২৬ বিকাল ৩টা	
গ্রহণ চিঠির জারির থেকে শেষ করার মেয়াদ: ১৮ মাস	
ই-টেন্ডার নম্বর: JHS-ENGG-C-2026-226	
কাজের বিবরণ: এডিইএন/সিএনবির অধিক্ষেত্রাধীনে জুহি ও বিজেডএম তে অ্যাকাউন্ট পরিবর্তনে ১৬ ইউনিটের টাইপ ২ ও ৪ ইউনিটের টাইপ ৩ কোয়ার্টার নির্মাণ।	
অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ (₹): ₹৩৯৪০৬৬৩৯.৩০।	**জামানত (₹):** ₹৭৮৮১০০.০০
টেন্ডার বন্ধের তারিখ: ০৯.১১.২০২৬ বিকাল ৩টা	
গ্রহণ চিঠির জারির থেকে শেষ করার মেয়াদ: ১২ মাস	

- অনলাইন টেন্ডার **০৯.১১.২০২৬** বিকাল **৩টা** পর্যন্ত জমা করা যাবে।
- বিশদ এবং বিড জমার জন্য ভারতীয় রেলের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।

2325/26(A)

North central railways | @CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

টেন্ডার

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিশ নং: ইএল/এইচডব্লিউএইচ/২৫/২১(নোটিশ)/৭৮৮, তারিখ ১২.১০.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিচে উল্লিখিত বৈদ্যুতিক কাজ/কাজগুলির জন্য খোলা ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ক্রম নং ১, টেন্ডার নং: ইএল-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২১-৩৬১৬-আর। কাজের নাম:** বোলপুর এবং গুসকরা রেলওয়ে কলোনির উন্নতির সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (জেনারেল) কাজ। **টেন্ডারের মূল্য:** ₹৬১,৮২,২৮৭.০০/-। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য):** ₹১,২৩,৭০০.০০/-। **ক্রম নং ২, টেন্ডার নং: ইএল-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২১-৬৮৫। কাজের নাম:** এইএন/বিএইচপি -এর এক্তিয়ারাধীন ঝাপটেরঢাল, বনপাস, নোয়াদারঢাল, গুসকরা, পিচকুড়িরঢাল, ভেদিয়া, বোলপুর শান্তিনিকেতন, প্রান্তিক, কোপাই, আহমেদপুর জংশন, বাতাসপুর, সাঁইথিয়া, গদাধরপুর এবং মল্লারপুর স্টেশনে দিব্যাঙ্গজন সুবিধাদি সংস্থানের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (জেনারেল) কাজ। **টেন্ডারের মূল্য:** ₹২৩,০৬,০৬৭.০০/-। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা):** ₹৪৬,১০০.০০/-। **ক্রম নং ৩, টেন্ডার নং: ইএল-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২১-৩৬৩৬আর। কাজের নাম:** হাওড়া ডিভিশনের স্টেশনগুলিতে ইলিউমিনেটেড স্টেশনের নামবোর্ড, এয়ার সার্কুলেটর ফ্যান এবং ওয়াটার কুলার ইত্যাদির সংস্থান। **টেন্ডারের মূল্য:** টাকা ₹৩,৩১,৭২,৬৪৬.০০/-। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা):** ₹৬,৬৩,৫০০.০০/-। **ক্রম নং ৪, টেন্ডার নং: ইএল-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২১-৩৫৬৩-আর২ কাজের নাম:** এইএন/এসপিএল/এইচডব্লিউএইচ -এর অধীনে হাওড়ার রেলওয়ে প্রাঙ্গণে ল্যান্ডস্কেপিং উন্নয়ন, উদ্যানপালন কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (জেনারেল) কাজ। **টেন্ডারের মূল্য:** ₹৬১,৯৪,৮৪৮.০০/-। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা):** ₹১,২৩,৯০০.০০/-। **ক্রমি নং ৫, টেন্ডার নং: ইএল-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২১-৩৬৪১। কাজের নাম:** এসআর.ডিইএন/২/এইচডব্লিউএইচ -এর এক্তিয়ারাধীন এনবিএই, জেপিকিউ, এইচআইএইচ, এসএইচবিসি, পিবিজেড, সিডিএই, এমডিএসই, সিএইচসি, জেআরএই, জিআরএই, এমবিই, জেওএক্স, বিপিএই, বিআরপিএ, কেএএন, জিআরপি এবং টিআইটি স্টেশনগুলির বুকিং অফিসগুলিতে সুযোগ-সুবিধার মানোন্নয়ন সহ পুনর্নির্মাণ / উন্নতি / সংস্কারের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (জেনারেল) কাজ। **টেন্ডারের মূল্য:** ₹ ১,১২,৬৯,৩০৭.০০/-। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা):** ₹২,২৫,৪০০.০০/-। **ক্রম নং ৬, টেন্ডার নং: ইএল-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২১-৩৬৪৩। কাজের নাম:** হাওড়া ডিভিশনের নন-সাবার্বান স্টেশন তালিত, খানা, ঝাপটেরঢাল, বনপাস, নোয়াদারঢাল, গুসকরা, পিচকুড়িরঢাল, ভেদিয়া, বোলপুর শান্তিনিকেতন, প্রান্তিক, কোপাই, আহমেদপুর, বাতাসপুর, সাঁইথিয়া, গদাধরপুর এবং মল্লারপুরে পিএফ শেডের সংস্থানের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (জেনারেল) কাজ। **টেন্ডারের মূল্য:** ₹২,২২,৮৪,৮৪৬.০০/-। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা):** ₹৪,৪৫,৭০০.০০/-। **সম্পন্ন করার সময়সীমা:** প্রতিটির জন্য ১৮০ দিন। **বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০২.১১.২০২৬, ১৫.০০ টায় **(ক্রম নং ১)**-এর জন্য। ০৪.১১.২০২৬, ১৫.০০ টায় **(ক্রম নং ২ এবং ৩)**-এর জন্য। ০৬.১১.২০২৬, ১৫.০০ টায় **(ক্রম নং ৪)**-এর জন্য। ০৬.১১.২০২৬, ১৭.০০ টায় **(ক্রম নং ৫ এবং ৬)**-এর জন্য। টেন্ডার আহ্বানের নোটিশে উল্লিখিত বন্ধের তারিখটি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলেও, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ আইআরইপিএস -এর ওয়েবসাইটে থাকা অ্যাপ্লিকেশনটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর কোনো অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। তবে, অনলাইনে টেন্ডার খোলার বিষয়টি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে সুবিধাজনক যেকোনো দিনে হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে। দরদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-396/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the District Magistrate, South 24 Parganas

New Administrative Building (1st floor) (Infrastructure Cell) Alipore, Kolkata- 27

EOI for Civil & Electrical Works i.c.w. Kolkata Municipal Corporation Election 2026

EOI are invited by the District Municipal Election Officer for Civil & Electrical works i.c.w. Kolkata Municipal Corporation Election 2026. Last date of submission of EOI: 27.10.2026 upto 2.00 P.M. Details informations may be obtained from the website: tenders.wb.gov.in

Sd/-
Additional District Magistrate (infra)
South 24 Parganas

Memo no. 3463/DICO/S-24 Pgs. Dt-13.10.26

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ **S/21/2026-27**; তারিখঃ **09-10-2026**। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ-

ক্র.নং. ১। টেন্ডার নং. **61/26/5335/OT/144/2026-27**; বন্ধ/খোলার তারিখঃ **02-11-2026**

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ ট্যাম্পিং এক্সপ্রেস (09-3X)/ডিওয়াই.এক্সপ্রেস-এর জন্য প্লাসার পার্ট নং. ১) CU30.10840 FR I এবং আরডিএসও ড্রয়িং নং. আরডিএসও/টিএম/১৫এ/১৬ = ৩২ টি, ২) CU30.10840 FR V এবং আরডিএসও ড্রয়িং নং. আরডিএসও/টিএম/১৫ই/১৬ = ১৬টি, মোট টুল্‌স = ৪৮টি এবং আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. টিএম/এইচএম/৬/৩২০ (সংশোধন-৩, জুলাই-২০১৯) অনুযায়ী টাংস্টেন কার্বাইড টেম্পিং টুল্‌স (টিসিটিটি) সেট। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ২৪ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিংঃ] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- এসএসই/টিএম/নিউ জলপাইগুড়ি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ২ সেট। (ii) পরিমাণ- এসএসই/টিএম/মালিগাঁও, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৩ সেট। পি. এল. নং. ৬০৩২১০১২০২১৯।

ক্র.নং. ২। টেন্ডার নং. **61/26/5336/OT/145/2026-27**; বন্ধ/খোলার তারিখঃ **02-11-2026**

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ আরডিএসও টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন নং. টিএম/এইচএম/৬/৩২০ (সংশোধন-৩) অনুযায়ী সিএসএম/ডুওমেটিক (ওল্ড মডেল)-এর জন্য টাংস্টেন কার্বাইড টেম্পিং টুল্‌স (টিসিটিটি) সেট। প্রতিটি সেট নিম্নলিখিত চার ধরণের সংশ্লিষ্ট ট্যাম্পিং টুল্‌স হতে হবে। ১) ট্যাম্পিং টুল (টাইপ-I) টুলের ড্রয়িংঃ আরডিএসও/টিএম/১৪এ/১৬, পরিমাণ = ১৬ টি/সেট। ২) ট্যাম্পিং টুল (টাইপ-II) টুলের ড্রয়িংঃ আরডিএসও/টিএম/১৪বি/১৬, পরিমাণ = ৪ টি/সেট। ৩) ট্যাম্পিং টুল (টাইপ-III) টুলের ড্রয়িংঃ আরডিএসও/টিএম/১৪সি/১৬, পরিমাণ = ৪ টি/সেট। ৪) ট্যাম্পিং টুল (টাইপ-IV) টুলের ড্রয়িংঃ আরডিএসও/টিএম/১৪ডি/১৬, পরিমাণ = ৮ টি/সেট। মোট ট্যাম্পিং টুল্‌স- একটি সেটে ৩২ টি। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ২৪ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিংঃ] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- অম্লান গোস্বামী, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ২ সেট। (ii) পরিমাণ- এসএসই/টিএম/নিউ জলপাইগুড়ি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ২ সেট। (iii) পরিমাণ- এসএসই/টিএম/মালিগাঁও, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ২ সেট। পি. এল. নং. ৬০৩২৩৯৩২১২৯০।

ক্র.নং. ৩। টেন্ডার নং. **60/25/5192A/OT/146/2026-27**; বন্ধ/খোলার তারিখঃ **30-12-2026**

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ সংলগ্ন বিবরণের স্পেসিফিকেশন - জামালপুর জেক-২৫টি (ইউনিভার্সেল)-এর অনুযায়ী "সিনক্রোনাইজড লিফটিং জ্যাক ইলেক্ট্রিক্যাল অপারেটেড জ্যাক (৫ জ্যাকের সেট)"-এর যোগান, স্থাপনা ও কমিশনিং। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিংঃ] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ২ সেট। পি. এল. নং. ৬৫২৮৯৯৪৯১৬৩০।

ক্র.নং. ৪। টেন্ডার নং. **61/26/0040RC/OT/147/2026-27**; বন্ধ/খোলার তারিখঃ **07-12-2026**

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ ৬০ কেজি ইউআইসি/৫২ কেজি রেল সেকশনের জন্য ফ্ল্যাট টো সহ ইলাস্টিক রেল ক্লীপ (ইআরসি) MK-V এর যোগানের জন্য ১৮ মাসের রেট চুক্তি। ড্রয়িংঃ (আরডিএসও) আরডিএসও_টি_৫৯১৯_অল্ট_২; স্পেসিফিকেশনঃ- (আরডিএসও) আইআরএস-টি-৩১-২০২৫, ষষ্ঠ সংস্করণ (অথবা সর্বশেষ পরিবর্তন, যদি থাকে)। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [কোয়ান্টিটি টলারেন্স (+/-)ঃ ৫%, আইটেম ক্যাটাগরিঃ সাধারণ, অনুমোদিত মোট পিও মূল্যের ভেরিয়েশনঃ সর্বোচ্চ ৮ লক্ষ] [সরবরাহের হার মাসে ৭৫৭৮১৬ ইউনিট প্রতি মাস, শুরু করার জন্য অনুমোদিত সময় - ১ দিন] ইউভিএএম আইটেম রেফ. (আইটেম আইডিঃ ৩১০০৫৫৮- ইলাস্টিক রেল ক্লীপ্‌স) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙাইগাঁও, (অসম)-এর জন্য ১৩৬৪০৬৯২.০০ টি। পি. এল. নং. ৬০১১০০২৮০০১।

ক্র.নং. ৫। টেন্ডার নং. **30/26/1740/OT/148/2026-27**; বন্ধ/খোলার তারিখঃ **28-10-2026**

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ এলএইচবি জিএস কোচের জন্য ১৬০ কেএন এয়ার স্প্রিং এসেম্বলি। মেটেরিয়াল স্পেসিফিকেশনঃ আরডিএসও/চিজি/এস/২৩০০২, সংশোধন-০১। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৭২ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিংঃ আইটেমঃ ৩১০০৩৪১, কোচের জন্য এয়ার স্প্রিং এসেম্পলি, সাব-আইটেমঃ FIAT বগি থাকা এলএইচবি কোচের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এয়ার স্প্রিং এসেম্বলি (১৬০ কেএন)] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- ডিবিআরটি ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১০৮টি। (ii) পরিমাণ- এনবিকিউ ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৬০টি। (iii) পরিমাণ- এনজেপি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ১টি। (iv) পরিমাণ- কেআইআর জিএসডি, এনএফআর (বিহার)-এর জন্য ২টি। পি. এল. নং. ৩৩৫০৭১৮১।

ক্র.নং. ৬। টেন্ডার নং. **40/25/5799/OT/149/2026-27**; বন্ধ/খোলার তারিখঃ **16-12-2026**

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ সংলগ্ন অনুসারে ১৬০ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর সেট। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ২৪ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিংঃ] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- এসএসই/টিএম/মালিগাঁও, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ২টি। পি. এল. নং. ৪১৯০০৪৫০০০১০।

ক্র.নং. ৭। টেন্ডার নং. **30/26/1181/OT/150/2026-27**; বন্ধ/খোলার তারিখঃ **04-11-2026**

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ বিজি এলএইচবি প্যাসেঞ্জার কোচের জন্য হাই টেনসিল এএআর "এইচ" টাইপ টাইট লক সিবিসি। মেটেরিয়াল স্পেসিফিকেশনঃ আরডিএসও/২০১১/চিজি-০৩ (সংশোধন-৩) জুলাই ২৪-এর পরিবর্তন ১ সহ সর্বশেষ সংশোধন এবং পরিবর্তন সহ। আরডিএসও/২০১১/চিজি-০৩ (সংশোধন-৩) জুলাই ২৪-এর পরিবর্তন ১-এর ক্লজ নং. ১৩ অনুসারে ওয়্যারেন্টি/গ্যারেন্টি। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৮৪ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিংঃ আইটেমঃ ৩১০০২১১, উন্নত উচ্চ টেনসিল টাইট লক সেন্টার বাফার কাপলার তৎসহ এএআর-এইচ টাইপ হেড, ভারতীয় রেলওয়ের বিজি প্যাসেঞ্জার কোচের জন্য যোগ্য] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- ডিবিআরটি ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৬৩টি। (ii) পরিমাণ- এনবিকিউ ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১০০টি। পি. এল. নং. ৩৩৬৮১২০০।

ক্র.নং. ৮। টেন্ডার নং. **30/26/1749/OT/151/2026-27**; বন্ধ/খোলার তারিখঃ **17-11-2026**

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ সংলগ্ন অনুযায়ী এলএইচবি কোচ (ইওজি/পিসি)-এর জন্য এলএইচবি ব্রেক ক্যালিপার, ব্রেক স্লাইডার টু কেবিআই পার্ট নং. II39601/ZB অথবা II39700/ZB ব্যতীত কিট। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিংঃ] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৮৪৮টি। (ii) পরিমাণ- নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৬৩৭টি। পি. এল. নং. ৩৩৬৮৭০০৬।

দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (**www.ireps.gov.in**) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

পিসিএমএম/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

পুজো স্পেশাল ট্রেন

আজকালের প্রতিবেদন: মালদা টাউন ও আহমেদাবাদের মধ্যে পুজো স্পেশাল ট্রেন চালাবে রেল। দুর্গাপুজো, দিওয়ালি ও ছট উৎসব চলাকালীন অতিরিক্ত যাত্রী ভিড় সামলাতে ট্রেনগুলি চলবে ১৪ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত। পূর্ব রেল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানিয়েছে।

UNIVERSITY OF KALYANI

Notice for E-tender

Tender ID : 2026_UOK_1046293_1, ITEM : Fire Extinguisher. Please visit website www.klyuniv.ac.in and http://wbtenders.gov.in

Sd/- Registrar

EXECUTIVE OFFICER HABRA - II PANCHAYAT SAMITY Guma, North 24 Parganas

ABRIDGED TENDER NOTICE

Habra - II Panchayat Samiti invites sealed Tender from bonafide participants by NIT bearing **e-NIT No. WBNPG/HABRA-II PS/N-5/2026-27, Dated : 13.10.2026 and e-NIT No. WBNPG/HABRA-II PS/N-18 (2nd Call)/ 2025-26, Dated : 13.10.2026.** For further details please go through website **http://etender.wb.nic.in** and office Notice Board.

By order
Executive Officer,
Habra - II Panchayat Samiti

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of missing person **Bikash Roy, Son of Lt. Himansu Ch. Roy** of 53, S/2, Choul Patty Road, PS – Beliaghata, Kolkata - 700010, who has been missing since **02.01.2017** from his residence. **Description of this missing person is: Age** – 50 Years, **Height** – 5', **Complexion** – Fair, **Built** – Medium, **Wearing** – Light green shirt and grey colour full pant, **Peculiarity if any** – Mental Patient, please inform whereabouts of the missing person, contact to the O.C., Missing Persons Squad, Detective Department, Kolkata Police, Lalbazar, Kolkata - 700001. (Telephone No. 033 – 2214 -1835, 9874902710). ICA-D1598(3)/2026

বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ **Sr. DEE/G&CHG/LMG/26 of 2026-27, তারিখঃ 08-10-2026।** নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র.নং.১; টেন্ডার নং.ঃ** EL-LM-26-27-31; **কাজের নামঃ** উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরএমপিইউ এসজি এসি কোচগুলিতে স্থাপিত M/s Hitachi HI-Rel Power Electronics এর 25 kVA ইনভার্টারগুলির তিন (০৩) বছরের জন্য ব্যাপক রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতি চার মাসে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,১৭,৩০,৭০৮.০০ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,০৮,৭০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ৩০-১০-২০২৬ তারিখের ১১:০০ ঘণ্টায় এবং ৩০-১০-২০২৬ তারিখের ১১:৩০ ঘণ্টায় **খুলবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-১০-২০২৬ তারিখের ১১:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি/লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Rabindra Prasad,** Father's Name - **Bindu Prasad,** of 13 No. Dangal, PS - Andal, Paschim Bardhaman, Who has been missing since 01.09.2026, at about 19.00 hrs, Residence Under Andal PS, Description of this Missing person is: **Age** - 09 Years, **Height** - 3 Feet, **Complexion** - Black, **Wearing** - Light green half T Shirt, pant. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120.

ICA-D 1588(3)/2026

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

টেন্ডার নং: ডব্লিউ_এলএলএইচ _০৯-২০২৬-২৭_আর১ (খোলা টেন্ডার) তারিখ: ০৭.১০.২০২৬। পূর্বে ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ডব্লিউ), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক প্রকাশিত। **টেন্ডার বন্ধের বর্তমান তারিখ ও সময়:** ১৪/১০/২০২৬ তারিখে ১৪:০০ টায়। **টেন্ডার বন্ধের পরিবর্তিত তারিখ ও সময় :** ২২/১০/২০২৬ তারিখে ১৪:০০ টায়; অন্যান্য শর্তাবলী একই থাকবে

MISC-228/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Rafijul Sk @ Sayan,** Father's Name - **Rejabul Sk,** of Vill - Kumarpur, PO - Bhagirathpur, PS - Domkal, Dist - Murshidabad, Who as been missing since 19.08.2026, at about 01.00 hrs, Residential area under Domkal PS, Description of this Missing person is: **Age** - 16 Years (Approx), **Height** - 5 Feet (Approx), **Complexion** - Sallow, **Wearing** - Pink half Tshirt and black half pant, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120.

ICA-D 1595(3)/2026

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিশ নং: ইএল-৫৮-২৬, তারিখ: ১২.১০.২০২৬। বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং আর্থিক সুবিধাসম্পন্ন খ্যাতনামা দরদাতাদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদনের জন্য সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **কাজের নাম এবং এর অবস্থান:** আসানসোল ডিভিশন: আসানসোল ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে অন্যান্য কিছু সুযোগ-সুবিধা সহ এমইএ শর্টফল (পানীয় জলের কল, টয়লেট, পিএফ শেড এবং ওয়েটিং হল)-এর নির্মূলীকরণ। **টেন্ডারের মূল্য:** ₹ ৩০,২২,৭৭৭.১২। **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য। বায়না মূল্য: ₹ ৬০,৫০০.০০। **কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমা:** ১২ মাস। **বন্ধ এবং খোলার তারিখ ও সময়:** ০৬.১১.২০২৬ তারিখে ১১.০০ টায়। সম্পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইটে দেখা যাবে: **www.ireps.gov.in**

ASN-284/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ২য় তলা, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **ক্রম নং ১; টেন্ডার নং: ইএলইজি-ওটি-১৩৪০-২০২৬-২৭, তারিখ:** ০৮.১০.২০২৬। **কাজের বিবরণ:** (i) শিয়ালদহ - শিয়ালদহ কোচিং ইয়ার্ডের উড গোলা সাইডিং-এ স্টেবলিং লাইনের সংস্থান। (ii) "এসডিএএইচ - মূল্যবান ডিজেল জ্বালানী বাঁচাতে এবং নতুন সিকলাইন সাবস্টেশন স্থানান্তরের জন্য এনসিসি -এর জন্য ০১টি, সিএজি -এর জন্য ০২টি কম্প্যাক্ট সাবস্টেশন দ্বারা ৭৫০ ভোল্ট সরবরাহের সংস্থান"-এর সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডারের মূল্য:** ₹৬,১৪,৫০,২৯৬.৩৪। **বায়না মূল্য:** ₹১২,২৯,০০০.০০; **সম্পন্ন করার সময়সীমা:** ১৮ মাস। **আইআরইপিএস -এর টেন্ডার প্রকাশের তারিখ:** ০৮/১০/২০২৬। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ১৬/১০/২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ৩০/১০/২০২৬ তারিখে ১৪:০০ টায়। **ক্রম নং: ২; টেন্ডার নং: ইএলইজি-ওটি-১৪০০-২০২৬-২৭, তারিখ:** ০৮.১০.২০২৬। **কাজের বিবরণ:** ০২ (দুই) বছরের জন্য বিভিন্ন মেকের এসজিএসি কোচগুলিতে আরএমপিইউ এবং কন্ট্রোল প্যানেলের যন্ত্রাংশ/সরঞ্জামের মেরামত এবং ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি। **টেন্ডারের মূল্য:** ₹৩,৫৭,৭৪,০৮২.৫০। **বায়না মূল্য:** ₹৭,১৫,৫০০,০০০; **সম্পন্ন করার সময়সীমা:** ২৪ মাস। **আইআরইপিএস-এর টেন্ডার প্রকাশের তারিখ:** ০৮/১০/২০২৬। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ১৬/১০/২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ৩০/১০/২০২৬ তারিখে ১৪:০০ টায়। সময়ে সময়ে জারি করা টেন্ডার নোটিশ এবং সংশোধনীর বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

SDAH-259/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

থিম 'শতবর্ষে মহানায়ক', নস্টালজিয়ায় ভাসবে বিরাটি আদর্শপল্লী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিরাটি: ঐতিহ্যের পথ ধরে ৩৪তম বর্ষে পদার্পণ করল বিরাটি আদর্শপল্লীর দুর্গাবাড়ির সর্বজনীন দুর্গোৎসব। প্রতি বছরের মতো এ বছরও দর্শনার্থীদের জন্য থাকছে বিশেষ আকর্ষণ। এবারের পুজোর মূল ভাবনা— 'শতবর্ষে মহানায়ক'।

বাঙালির হৃদয়ে চিরকালীন আসন দখল করে রয়েছেন মহানায়ক উত্তমকুমার। তাঁর অনবদ্য অভিনয়, ব্যক্তিত্ব এবং বাংলা চলচ্চিত্রে অসামান্য অবদানকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতেই দুর্গাবাড়ির এই বিশেষ উদ্যোগ। উত্তমকুমার অভিনীত বিভিন্ন কালজয়ী ছবির কোলাজে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে এবারের পুজোমণ্ডপ। রুপোলি পর্দার সেই সোনালি দিনের স্মৃতি ও মহানায়কের অভিনয় জীবনের নানা মুহূর্ত মণ্ডপসজ্জার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আয়োজকদের আশা, এই অভিনব থিম দর্শনার্থীদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগে। উত্তমকুমারের সিনেমার স্মৃতি, তাঁর জনপ্রিয় চরিত্র এবং বাঙালির আবেগের মেলবন্ধনে মণ্ডপসজ্জা হয়ে উঠবে এক নস্টালজিক অভিজ্ঞতা।

দুর্গাবাড়ির এবারের পুজোর সভাপতি সৌম্য সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, মণ্ডপসজ্জার অভিনবত্ব দর্শনার্থীদের নিশ্চিত ভাবেই নস্টালজিক করে তুলবে। মহানায়কের জন্মশতবর্ষের আবহে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের কাছে উত্তমকুমারের শিল্প ও অবদানকে তুলে ধরাই এই ভাবনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

সব মিলিয়ে, বিরাটি আদর্শপল্লীর দুর্গাবাড়ির ৩৪তম বর্ষের দুর্গোৎসবে এবার দেবী আরাধনার পাশাপাশি বাড়তি পাওনা মহানায়ক উত্তমকুমারের স্মৃতিচারণ। পুজোর দিনগুলিতে এই বিশেষ মণ্ডপ দর্শনার্থীদের কতটা মুগ্ধ করে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে পুজোপ্রেমীরা।

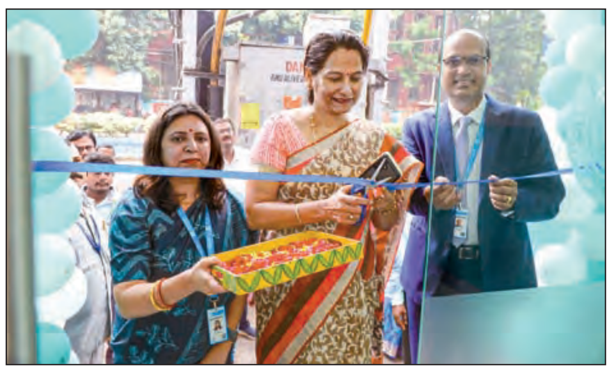

কলকাতার মৌলালিতে নতুন শাখা খুলল ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র। পশ্চিমবঙ্গে এটি তাদের ৮১তম এবং কলকাতা জোনের অধীনে ৮৪তম শাখা। নতুন শাখার উদ্বোধন করেন কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক স্মিতা পান্ডে। সঙ্গে ছিলেন ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রের কলকাতা জোনের জেনারেল ম্যানেজার ও জোনাল ম্যানেজার দীবেশ দিনকর, জেনারেল ম্যানেজার ও ডেপুটি জোনাল ম্যানেজার বৈভব কালে, মৌলালি শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার রচনা কুমারী প্রমুখ।

পাওয়ারগ্রিড ২১তম সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্মেলন, 'মন্থন ২০২৬' আয়োজিত হল শিলিগুড়িতে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন পাওয়ারগ্রিডের সিএমডি বুররা ভামসি রাম মোহন। ডেপুটি ম্যানেজার (জনসংযোগ ও আরওডব্লিউ সেল) শুভদীপ দাম জানিয়েছেন, সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ড. যতীন্দ্র দ্বিবেদী, ডিরেক্টর (পার্সোনেল); নবীন শ্রীবাস্তব, ডিরেক্টর (অপারেশন্‌স); অমল বাবুলাল তাওড়ি, ডিরেক্টর (ফিনান্স); নবীন কুমার, সিভিও; অখিলেশ পাঠক, ডিরেক্টর (প্রজেক্টস) ও কর্পোরেট সেন্টার–সহ সমস্ত অঞ্চলের এগ্‌জিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

PURBA BARDHAMAN ZILLA PARISHAD

e-NIT-18 of 2026-2027 & e-NIT-19 of 2026-2027

Tender Ref No.- DE e-NIT-18 of 26-27 & DE e-NIT-19 of 26-27 e-Tenders are invited from reputed and resourceful contractors Zilla Parishad Building repairing work. Closing date of bid submission is upto 24.10.2026. For further details, please log on website: https://wbtenders.gov.in.

Sd/-
District Engineer
Purba Bardhaman Zilla Parishad

The Bhagirathi Co-operative Milk Producers' Union Ltd. Invites Reverse Auction in NCDFI (National Cooperative Dairy Federation of India) e-Marketplace https://www.ncdfiemarket.com for Supply, safe delivery to site, structural installation, precision alignment, pressure testing, evacuation, pre-commissioning, and final handover of an Air-Cooled Kirloskar KCX2 compressor package.

For participation, please contact 9512650036

SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF 660/800 MW, EMULATED, DUAL PROGRAM, SUPER-CRITICAL, THERMAL POWER UNIT OTS AT WBPDCL TRAINING INSTITUTE, NEWTOWN

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154

Notice Inviting E-Tender

Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/CORP/CC-6234, Dtd: 12/10/26

NIT No: WBPDCL/CORP/NIT/E2315/26-27/S-1230/E1383361

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER (M&C), Corporate Office, WBPDCL from eligible Agencies / Companies in 2 Part bid system for **"Supply, Installation, Testing and Commissioning of 660/800 MW, emulated, dual program, super-critical, thermal power unit OTS at WBPDCL Training Institute, Newtown". Tender Document Download Start Date:** 13-October-2026, 4:00 PM, **Bid Submission End Date:** 18-November-2026, 12:00 PM. **Contact Person:** Mr. Shiladitya Chakraborty, Sr. Manager (M&C). **Contact No.:** 9433430567. **E-mail:** schakraborty01@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

ICA- T18999(2)/2026

দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

(১) টেন্ডার নোটিস নং:– E-R-T-103-26-27 তারিখ. ০৯.১০.২০২৬

কাজের নাম:– রায়পুর স্টেশনের ১, ৩, ৫ এবং ৬ নং লাইনের নর্মাল ব্যালাস্টেড ট্র্যাকে ওয়াশেবল অ্যাপ্রন রূপান্তর করার ক্ষেত্রে কম্পোজিট ওয়ার্কস (সিভিল এবং পি.ওয়ে)।

টেন্ডার মূল্য: ₹১৪,৮৭,৭০,৪০২/–।

ইএমডি: ₹২৯,৭৫,৪০০/–, টেন্ডার জমা দেওয়া: ০৬.১১.২০২৬ তারিখে ১১.০০ টা পর্যন্ত, **টেন্ডার খোলা: ০৬.১১.২০২৬ তারিখে ১১.০০ টায়।**

উপরোক্ত কাজের আরও বিশদ বিবরণ/টেন্ডার ডকুমেন্ট ক্রয়, যোগ্যতার মানদণ্ড এবং সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে সিনিয়র ডিইএন (কো.)/ রায়পুর–এর অফিসে যোগাযোগ করুন অথবা আমাদের ওয়েবসাইট: **www.ireps.gov.in**–এ উপলব্ধ টেন্ডার ডকুমেন্টটি দেখুন/ডাউনলোড করুন।

সিনিয়র ডিভিশনাল. ইঞ্জিনিয়ার–১

PR/R/Engg./AN/234 **এস.ই.সি.আর., রায়পুর**

South East Central Railway @secrail

Kamarhati Municipality

Memo No – 502/KM/PW/NIQ/25-26

1, M.M. Feeder Road, Rathtala, Kolkata-56
Date : 13/10/2026

NOTICE FOR LEASING OF CARCASSES TENDER FOR KAMARHATI MUNICIPALITY

Sealed quotations are invited from the intending Licenses/Contractors for removal and disposal of all varieties of animal carcasses within Kamarhati Municipal area.

The date for collecting tender form is from **27.10.2026 to 20.11.2026 during office hour**

Last date of tender submission: **23.11.2026 upto 3:00 PM**

Tender Opening date : **23.11.2026 at 4:00 P.M. at Municipal Office**

N.B: For details and any other information, please visit this advertisement is also given **http://Kamarhatimunicipality.org.**

Executive Officer
Kamarhati Municipality

ABRIDGED NOTICE

NIT No. 18/PMGSYIIIBRIDGE/MLD/SE/RRNMU/MALDA/2026-27/11 (3rd Call) Date: 14.10.2026

The Superintending Engineer, RRNMU, Malda Circle, on behalf of West Bengal State Rural Development Agency (An agency under P & RD Department, Govt. of West Bengal) invites the percentage rate bids in electronic tendering system for construction/ maintenance of bridge under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)- III, Batch-1 of 2026-27 in the districts of Malda for 1 number of package with estimated cost totalling to Rs. ₹ 7.2767873 Crore respectively including their maintenance for five years from the eligible and bonafide contractors.

The detailed notice along with the list of roads are available in the e-procurement portal of PMGSY namely https://www.pmgsytenderswb.gov.in

Bid submission start date	: 14.10.2026 at 11:00 Hrs.
Date of Prebid Mecting	: 27.10.2026 at 12:00 Hrs.
Last date of bid submission	: 05.11.2026 upto 17:00 Hrs.
Date of technical bid opening	: 06.11.2026 at 11:00 Hrs.

Sd/-Superintending Engineer, RRNMU, Malda Circle, WBSRDA, P&RD Dept., Govt. of West Bengal.

হারানো/প্রাপ্তি

● এতদ্বারা জানানো হইতেছে যে, শ্রীমতি কাবেরী সরকারের মূল দলিলখানি তাহার নিকট হইতে হারাইয়া গিয়াছে, যাহা রেজিষ্ট্রী অফিস ARA-I Kolkata, রেজিষ্ট্রীকৃত বই নং ১, ভলুম ১৫, পৃষ্ঠা ৩৬৮৭ হইতে ৩৭০৯, দলিল নম্বর ০৭৭৭৭/২০১৩-তে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই সম্পর্কে ১২/১০/২০২৬ তারিখে ফুলবাগান থানায় ডায়েরী করা হইয়াছে। যাহা জি.ডি.ই নং ১৯১/২৬ রূপে নথিভুক্ত হইয়াছে। কেহ পাইয়া থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিয়া ফেরৎ দিলে বাধিত থাকিব।

বিদিশা ভট্টাচার্য্য, এ্যাডভোকেট, ফোন নং ৯০৫১২৫৩২৯৬

● I Debi De have lost my Original deed on 08/06/2026 at Garia station road. I have already informed the Narendrapur police station. If Found Please Contact: 8777063669

LOST OF DEED

As per instruction of my client **SRI TATUN GHOSH** son of **Lt. Brojonath Ghosh**, this notice is hereby given, that the document bearing Original Sale Deed, registered in the office of A.D.S.R. Haripal, recorded in Book no. I, vide Deed no. 00667 for the year 1988, situated at Mouza - Bhata, J.L. no. 21, Touzi No.564, R.S. Dag no. 647, L.R. Dag no. 994, R.S. Khatian no. 50, P.S. Tarakeswar, Under Tarakeswar Municipality, Dist - Hooghly, which was purchased in the name of my father Brojonath Ghosh (previous owner), son of Lt. Tarak Ch. Ghjosh land measuraing about 5 Kattah or 8 Satak. Unfortunately, the this Deed vide Deed no. 667/1988 has been lost from my client custody on 13.09.2026. The report of the same has been lodged at the Tarakeswar Police Station vide G.D.E. No.938 on 13.09.2026. If found, kindly inform me within 7 days.

Sd/-
Narayan Das, Advocate
87, Sree Ram Dhang Road,
P.S. Malipanchghora, Dist Howrah
Contact no. 9038670722/8583847922

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি

● আমি অরুণ বিশ্বাস, পিতা- সাধন বিশ্বাস, সাকিম- বলরামপুর, বেরালিয়া, পোঃ- মাদারহাট, থানা- বারুইপুর, পিন নং- ৭৪৩৬১০, স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে আছি। আমি বর্ণনা করছি যে, আমার অরিজিনাল জায়গা জমির দলিল, যার নং ১-২৮-১২০-১২২-১৩৭৪ আলিপুর ১৯৪৭ সালের ১৭.০৫.১৯৪৭ তারিখে। গত ৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৬ সালে ১১টা নাগাদ ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল থেকে ৭ পয়েন্ট পার্ক সার্কাস বাসস্টপের মধ্যে আমার দলিলের ফাইলটি হারিয়ে যায়। আমি বেনিয়াপুকুর থানাতে জিডি করি, যার নম্বর ১০৪০, ১০/০৯/২৬ তারিখে। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকেন, তাহলে বিজ্ঞাপন দেওয়া ফোনে যোগাযোগ করুন। ফোন নম্বর- ৯৩৩০৫৮২০৩৮

ZEAUL ISLAM, Advocate

● এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী সুদীপ মন্ডল, পিতা- ৺বাসুদেব মন্ডল, সাং বেলপুকুর বিদ্যালঙ্কারপাড়া, পোঃ বেলপুকুর, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা নদীয়া, গত ইং ২৯.০৯.২০২৬ তারিখে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-9445/26 নং বিক্রয় কোবলা দলিলবলে নদীয়া জেলার ধুবুলিয়া থানার ১০ নং বেলপুকুর মৌজায় LR ১৪২৮/১, ২৯৫ নং কৃষি খতিয়ানে, RS ও LR ২২০৯ নং দাগে মোট ১.৬৭ শতক সম্পত্তি শ্রী সুব্রত ঘোষ, পিতা- ৺হাজারীলাল ঘোষের নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত সুব্রত ঘোষ ঐ সম্পত্তি ইং ১৩.০৯.২০১০ তারিখে শিয়ালদহ ADSR অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ০৫৮৯ নং একটি আমমোক্তারনামা মূলে, গত ইং ২৪.০৫.২০১১ তারিখে মালদহ ADSR অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ০০৯৪ নং একটি আমমোক্তারনামা মূলে ও গত ইং ০২.০৯.২০১০ তারিখে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ০১৭৪ নং একটি আমমোক্তারনামা মূলে শ্রী গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য্য দিগরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর-২ BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

ত্রিদিব প্রামানিক, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল VDELL Commercial Pvt. Ltd. কোম্পানীর পক্ষে ১৭১/১২ রায় বাহাদুর রোড বেহালা নিবাসী সম্পাদক রোহিত চৌধুরী (১) অনুষ্কা দে, স্বামী-দিপক দে, (২) পিংকি দত্ত, স্বামী সুরজিৎ দত্ত-র পক্ষে ৮/৯/২০২৬ তারিখে D.S.R-III বারাসাত অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৯৩৪৪ আমমোক্তারনামা দলিলমূলে নিযুক্ত আজিজনগর, দেগঙ্গা নিবাসী নজরুল ইসলামের হইতে ১৬/৯/২০২৬ তারিখে D.S.R-III বারাসাত অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৯৬৯০ নং ও ৯৬৯১ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে হাড়োয়া থানার অন্তর্গত ৪৭ জে. এল.-র তেলেনীপাড়া মৌজায় যথাক্রমে ৬৩, ৭৩,৮২, ৮৩, ৯১, ৮৩/১৬৪ দাগে ২৪৫ ও ২৪৪ খতিয়ানে সর্বমোট ৩৫ শতক জমি ক্রয় করে ভোগ দখল করে আছে এবং সংশ্লিষ্ট হাড়োয়া B.L & L.R.O. Office, নিজ নামে রেকর্ড করবার জন্য আবেদন করেছেন। এই বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি দেখা মাত্রই উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবেন। **Rajesh Maity Advocate, Barasat Judges Court.**

বিজ্ঞপ্তি

● আমার মক্কেল উৎপল হালদার,ইং ২০২৬ সালে (সোনারপুর রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত)৬৮৭৮ নং কোবালা দলিল মূলে ৫১২১/২০২২ নং আমমোক্তার(শ্রী মাধাই ঘোষ)দলিল দ্বারা বর্তমানে খরিদ করেন, জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৮ ছটাক,মৌজা - বৈকুণ্ঠপুর (৩৭), এল আর ৩৪০৩ নং দাগে এল আর ১০১৬,১০২৭,১৭৮২,২৩২৫ ,২৫৯৯,২৯৮১,৩৩১০,৩৮৭৭ নং খতিয়ানের নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছেন, কেস নং MN/2026/1615/32588,উক্ত কেসে কারোর কোনো আপত্তি থাকলে সোনারপুর BLRO অফিসে যোগাযোগ করুন। Prabir Kumar Roy, alipore Criminal Court..

● আমার মক্কেল স্বপ্না মন্ডল,ইং ২০২৬ সালে (সোনারপুর রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত)৬৮৮০ নং কোবালা দলিল মূলে ৫১২১/২০২২ নং আমমোক্তার(শ্রী মাধাই ঘোষ)দলিল দ্বারা বর্তমানে খরিদ করেন, জমির পরিমাণ ২ কাঠা,মৌজা - বৈকুণ্ঠপুর (৩৭), এল আর ৩৪০৩ নং দাগে এল আর ১০১৬,১০২৭,১৭৮২,২৩২৫ ,২৫৯৯,২৯৮১,৩৩১০,৩৮৭৭ নং খতিয়ানের নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছেন, কেস নং MN/2026/1615/32496,উক্ত কেসে কারোর কোনো আপত্তি থাকলে সোনারপুর BLRO অফিসে যোগাযোগ করুন। Prabir Kumar Roy, alipore Criminal Court.

NOTICE

Notice is hereby given to the general public on behalf of my client Allied Enterprises that one Kamalesh Bhowmik S/o Lt. Dinesh Bhowmick of East Tarapukur Rd, Agarpara, Ko-109 already retired and relinquished his claim as Partner from the Partnership Firm namely Allied Enterprises having the place of business of Asha Villa, East Station Rd (R.N.Tagore Rd), P.O. Agarpara, P.S. Ghola, Dist. 24 Pgs (N) Kol-109 w.e.f. 11/10/2026 and from that day the said Kamalesh Bhowmik shall have no right, title, interest, authority or any connection whatsoever with the said Partnership Firm and or any movable or immovable properties in the name of the said Partnership Firm and he shall not be responsible for any act, transaction, profit, loss and or any obligation of the Partnership Firm undertaken on or after the date of the resolution and retirement i.e on and from and or after 11/10/2026. All concerned, persons, customers, suppliers, creditors, debtors, banks, financial institutions and other parties are hereby informed on behaf of my client that any transaction or dealing with the said retired partner in connection with the affairs of the Partnership Firm on and from and after the aforesaid date on 11/10/2026 shall be at his own risk and liabilities. The continuing partners of the Firm shall carry on or continue the business of the Firm in accordance with the terms of the Partnership Deed.

SAIBAL DAS (ADVOCATE)
BARRACKPORE COURT
Enrl. No.- F/1269/2003

● জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগণা মোকাম ডিষ্ট্রিক্ট-ডেলিগেট আদালত আলিপুর প্রথম সহকারী জেলা জজ অ্যাক্ট ৩৯ (প্রোবেট) কেস নং ২৯৩ সন ২০২৬ ১)। শ্রীমতী চম্পা মজুমদার স্বামী-স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন মজুমদার ২)। শ্রী শান্তনু মজুমদার পিতা -স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন মজুমদার উভয়ের সাকিন -৩২ এ প্রতাপাদিত্য প্লেস, টালিগঞ্জ, পোস্ট অফিস -কালীঘাট, থানা- টালিগঞ্জ,কলকাতা-৭০০০২৬ দরখাস্তকারী গণ এতদ্বারা জানানো হইতেছে যে, দরখাস্তকারীগণ তাহার স্বর্গীয় শাশুড়ি মাতা - উষা রানী মজুমদার ওরফে উষা রানী দেবী, সাকিন - ৩২ এ প্রতাপাদিত্য প্লেস, টালিগঞ্জ, পোস্ট অফিস -কালীঘাট, থানা - টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০২৬ - এর ত্যক্ত উইলের প্রোবেট করিবার জন্য আদালতে উক্ত দরখাস্তটি আনয়ন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারও কোনো বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অথবা আইনজীবী মারফত লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় মোকদ্দমাটি একতরফাভাবে নিষ্পত্তি হইবে। অনুমত্যানুসারে সুশান্ত সাহা সেরেস্তাদার 09/10/26

আমার মক্কেল অহিতোষ বিশ্বাস, পিতা স্বর্গীয় বসন্ত কুমার বিশ্বাস, সাং ও পোষ্ট রানীহাটি, থানা বাগদহ, পিন ৭৪৩২৫১,২৩/০৫/২০২৫ তারিখে ডি এস আর III, বারাসাত অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৫৫০৮ নং সাফ বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে সোমা রায় জৈন ওরফে নিলম জৈন, স্বামী নিমিক চাঁদ জৈন, সাং আগুর বাগান, পোষ্ট ও থানা দত্তপুকুর, পিন ৭৪৩২৪৮, থেকে মৌজা নিবাধুই, জে এল ১২৩, এল আর খতিয়ান ৮৬৪, এল আর ৮৮৩ দাগে শালি ০৩.৫৭ শতক জমি ক্রয় করেন। তিনি ঐ সম্পত্তি ২৪/০৪/২০১৩ তারিখে ডি এস আর I, বারাসাত অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৫৭১৫ নং সাফ বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে ১) রানু দাস দে, ২) মানিক দে, ৩) রীতা দে, সকলের পিতা স্বর্গীয় কালি মোহন দে, ৪) আন্না দে, স্বামী স্বর্গীয় নারায়ন দে, থেকে ২০/০৫/২০১১ তারিখে ডি এস আর II, বারাসাত অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩২১ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে আমমোক্তার সোমনাথ কায়পুত্র, পিতা স্বর্গীয় নিতাই কায়পুত্র, সাং সাং নিবাধুই, পোষ্ট ও থানা দত্তপুকুর, পিন ৭৪৩২৪৮, থেকে ক্রয় করেন। এক্ষনে আমার মক্কেল বি এল এন্ড এল আর ও, বারাসাত ০১, অফিসের মিউটেশন কেস এর মাধ্যমে নিজ নাম বরাবর রেকর্ড করতে উদ্যোগী হয়েছেন। উক্ত জমিতে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে তিনি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে জানাইবেন। BHASKAR NAYEK Advocate Barasat Judge's Court.

বিজ্ঞপ্তি

● আমার মক্কেল শেখর গাঙ্গুলী, প্রণব গাঙ্গুলী ও চৈতালী কোঙার, মৌজা পানপেটে, JL নং-১৩০, L.R দাগ নং- ২৬৭, L.R খতিয়ান নং- ৩০৭, এবং দলিল নং- ৪৭৮/২০১৪ এবং পাওয়ার দলিল নং- IV-01055/2012, গ্রহীতা-জয়দেব কুন্ডু -এর নিকট হইতে মোট ০৬ শতক জমি ক্রয় করেন। কারো আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে আরামবাগ BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Akash Mitra, Advocate

বিজ্ঞপ্তি

জেলা উত্তর ২৪ পরগনা
মোকাম বারাসাতের তৃতীয় সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালত
টাইটেল সুট নং ৯৯৪ / ২০২৪

শ্রী লালচাঁদ চৌধুরী, পিতা- মৃত বাসুদেব চৌধুরী সাং - ডাঙ্গাপাড়া, নিকট-বিবেকানন্দ স্টেডিয়াম, থানা ও ডাকঘর - রহড়া, ওয়ার্ড নং - ২, খড়দহ মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলিকাতা-৭০০১১৮। ....বাদী

বনাম

১।শ্রী জীবন চৌধুরী, ২।শ্রী বিকাশ চৌধুরী, উভয়ের পিতা - মৃত বাসুদেব চৌধুরী ৩। শ্রীমতী ছায়া চৌধুরী স্বামী - মৃত ফুলচাঁদ চৌধুরী, ৪। শ্রী সোনা চৌধুরী, ৫।শ্রী অরুণ চৌধুরী, ৬। শ্রী চন্দন চৌধুরী, ৭। শ্রীমতী খুশবু কুমারী সকলের পিতা - মৃত ফুলচাঁদ চৌধুরী, সকলের সাং - ডাঙ্গাপাড়া, নিকট - বিবেকানন্দ, স্টেডিয়াম, থানা ও ডাকঘর - রহড়া, ওয়ার্ড নং - ২, খড়দহ মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা - উত্তর২৪, পরগণা, কলিকাতা - ৭০০১১৮। বিবাদীগণ

এতদ্বারা উপরি বর্ণিত বিবাদীগণকে জানানো যাইতেছে যে উপরোক্ত বাদী আপনাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত আদালতে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া উপরোক্ত নম্বর মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। আগামী ২০.০১.২০২৭ তারিখে আদালতে পরবর্তী দিন ধার্য আছে। এই ব্যাপারে আপনাদের কোনো বক্তব্য থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপনারা স্বয়ং অথবা আপনাদের উকিলবাবু মারফৎ আদালতে হাজীর হইয়া লিখিত বক্তব্য জানাইবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে। তপশীল : জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, থানা- রহড়া, মৌজা রহড়া, জে.এল নং ৩, খতিয়ান নম্বর ৩৬১, তৌজি নং- ১৮৪ - ১৯০, দাগ নং ১২৫, পরিমাণ ৩ কাঠা ২০ বর্গফুট কমবেশি ৫ ডেসিমেল জমির উপরস্থিত একতলা বাড়ি যাহার ২টি পাকা রুম, ২টি টালির ছাউনি যুক্ত ঘর, যাহা খড়দহ মিউনিসিপ্যালিটির ২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভূক্ত।

আদেশ অনুসারে
সুজন চন্দ্র মিস্ত্রি, সেরেস্তাদার
৩য় সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন আদালত, বারাসাত উত্তর ২৪ পরগনা

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ (১) **মহঃ আতাউল্লাহ**, পিতা মৃত আজিমুল্লা ও (২) **শবনম বেগম** স্বামী মহঃ আতাউল্লাহ, গত ইংরাজী ১১/০৫/২০১২ তারিখে ডি.এস.আর-২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা আলিপুর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৫০১৬/২০১২ নং দলিল মূলে মৌজা- পাঁচুড় গ্রামে, জে. এল. নং ২০৩, এল. আর. ১৬৮৭ নং খতিয়ানে ও এল. আর. ১৪২৭ নং দাগে কমবেশী ২ (দুই) কাঠা জমি জমা যাহা (১) **সেখ আবদুল্লা**, (২) **সেখ আব্দুল হামিদ**, (৩) **সেখ হাবিল**, সকলের পিতা মৃত সেখ খোসনবী দিগের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার কানখুলি লাকি ইট খোলা, পোঃ বিধানগড়, কলকাতা-৭০০০৬৬ নিবাসী **মনিরুল মোল্লা**, পিতা মৃত তৈমুর আলি মোল্লা, ডি.এস.আর-২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা আলিপুর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ২৩/০২/২০১১ তারিখের **০০১৮১/২০১১** নং পাওয়ার দলিল মূলে খরিদ করেন যাহা আমার মক্কেলগণ এর নাম বরাবর মিউটেশন করিবার জন্য (Mutation Case No. MN/10507/2026 & MN/10508/2026) যদি কারও কোন আপত্তি থাকে তাহলে অতি স্বত্বর ঠাকুরপুকুর -মহেশতলা ব্লকের B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন। সেখ আবু জাফর (এ্যাডভোকেট) হাই কোর্ট কলকাতা

E.N. No. F-1116/1007/2012

● জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগণা মোকাম আলিপুরের ৫ম সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালত টাইটেল স্যুট নং ২৩৩০২ অফ ২০১৩
প্রশান্ত সমাদ্দার পিতা দিলীপ কুমার সমাদ্দার সাকিন ৪১, কাষ্ঠডাঙ্গা লিঙ্ক রোড, থানা ঠাকুরপুকুর, কলি ৬১ .....বাদী বনাম তুহিন কান্তি সমাদ্দার পিতা ৺সত্যরঞ্জন সমাদ্দার সাকিন রবীন্দ্রনগর, পোঃ বাঁশরা, থানা ক্যানিং (জীবনতলা), জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ...বিবাদী
এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত বাদী বিবাদীর বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত তপশীলের নিমিত্তে একটি মামলা আনয়ন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে নিজে উপস্থিত হইয়া অথবা আইনজীবী মারফৎ বক্তব্য দাখিল করিবেন, নতুবা মোকদ্দমাটি একতরফাভাবে নিষ্পত্তি হইবে। তপশীল জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, থানা - ঠাকুরপুকুর, মৌজা - সরশুনা, জে.এল নং ১৭, খতিয়ান নং ৩২২৯ ও ১৬৭, দাগ নং ৫৬৮, জমির পরিমান ৩ কাঠা বাসযোগ্য বাড়ি যাহা ৪১, কাষ্ঠডাঙ্গা লিঙ্ক রোড, থানা ঠাকুরপুকুর, কলি ৬১, ওয়ার্ড ১২৭। আদেশানুসারে, দেবদত্ত দাস সিনহা সেরেস্তাদার, আলিপুরের ৫ম সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালত দক্ষিণ ২৪ পরগণা .

DECLARATION

I, Dr. Aparna Pal, alias Shila Syam, wife of Dr. Arabinda Paul and daughter of Late Gopal Krishna Syam, resident of 14 Herga Court Sadbury Hill Harrow, Middlesex - HA13RS, United Kingdom by an Affidavit dated 06.10.2026 declared on oath that inadvertently my nick name Shila Syam has been recorded in Zamabandi Records at the office of the Circle Office Udarband / D.C Office, Silchar, Assam in respect of landed properties of Pathecherra Tea Estate, District-Cachar, Assam.

Further I declared that Dr. Aparna Pal, daughter of Late Gopal Krishna Syam and Shila Syam, daughter of Late Gopal Krishna Syam both are one same and identical person.

DECLARATION

I, Smt. Indrani Roy, alias Mita Syam, wife of Late Sukumar Roy, daughter of Late Gopal Krishna Syam, resident of GD-267, Sector-3, Salt Lake City, P.O. IB Block, Kolkata-700106, by an Affidavit dated 30.12.2025 declared on oath that inadvertently my nick name Mita Syam has been recorded in Zamabandi Records at the office of the Circle Office Udarband / D.C Office, Silchar, Assam in respect of landed properties of Pathecherra Tea Estate, District-Cachar, Assam.

Further I declared that Smt. Indrani Roy, daughter of Late Gopal Krishna Syam and Smt. Mita Syam, daughter of Late Gopal Krishna Syam both are one same and identical person.

DECLARATION

I, Smt. Shyamasree Syam, alias Krishna Syam, daughter of Late Gopal Krishna Syam, resident of GD-267, Sector-3, Salt Lake City, P.O. IB Block, Kolkata-700106, by an Affidavit dated 30.12.2025 declared on oath that inadvertently my nick name Krishna Syam has been recorded in Zamabandi Records at the office of the Circle Office Udarband / D.C Office, Silchar, Assam in respect of landed properties of Pathecherra Tea Estate, District-Cachar, Assam.

Further I declared that Smt. Shyamasree Syam, daughter of Late Gopal Krishna Syam and Smt. Krishna Syam, daughter of Late Gopal Krishna Syam both are one same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

● জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা। মোকাম অতিরিক্ত জেলা ও দায়েরা ফাস্ট ট্রাক ২য় আদালত, ম্যাট স্যুট নংঃ- ২০১১/২০২৬
সেকশান ১৩ হিন্দু ম্যারেজ এ্যাক্ট ১৯৫৫, **দরখাস্তকারী :-** শ্রী আশীষ সুর, পিতা- মৃত সুনীল সুর, বর্তমান সাং- ২৬/১৬, মধু পন্ডিত রোড, পোঃ- তালপুকুর, থানা- টিটাগড়, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা- ৭০০১২৩, পশ্চিমবঙ্গ, স্থায়ী সাং- ৪৩/১, সারদা পল্লী, নর্থ দমদম, পোঃ ও থানা- নিমতা, কোলকাতা- ৭০০০৪৯ **...বাদী।**
:- বনাম -:
প্রতিপক্ষ:- শ্রীমতী তামসী সুর, স্বামী- শ্রী আশীষ সুর, পিতা- মৃত চিত্তরঞ্জন সরকার, সাং- ৪৩/১, সারদা পল্লী, নর্থ দমদম, পোঃ ও থানা- নিমতা, কোলকাতা- ৭০০০৪৯
...বিবাদিনী।
এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, আপনার স্বামী আপনার বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অথবা পরবর্তী শুনানীর দিন 27/11/2026 তারিখে আদালতে উপস্থিত হইয়া আপত্তি জানাইবেন, নচেৎ মামলাটি একতরফা শুনানী হইয়া নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে। Next-date- 27/11/26 **Amit Kumar Nandan BENCH-CLERK Additional District & Sessions Judge Fast Track 2nd Court Barrackpore, (N) 24 Pgs. (সেরেস্তাদার) মোকাম অতিরিক্ত জেলা ও দায়েরা ফাস্ট ট্রাক ২য় আদালত, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা**

LEGAL NOTICE

That my client, intends to purchase Bastu land measuring 2 Kattah 16 sq.ft. corresponding with RS Dag 305, LR Dag No. 355, LR Khatian No. 8216, JL No. 5, in Mouza Dhasra, P.S. - Jagacha, District - Howrah, Ward No. 47. along with all easement rights from vendor SUJOY BISWAS, S/o Late Shankar Biswas, of Satasi (Tiyor & Ghosh Para), P.O. - G.I.P Colony, P.S. - Jagacha, District - Howrah, Pin - 711112, if anybody or any authority has/have any objection in this transaction, may raise objection to me in writing with necessary documents within 15 days from the date of publication of this notice, otherwise the aforesaid property will be treated as free from all encumbrances.

Sujit Bag, (Advocate), (Enrol. No. WB/859/99)
Howrah Judges' Court
Mob. No. 9831292825

আমমোক্তার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমতী শিপ্রা দাস, স্বামী-শ্রী বিকাশ চন্দ্র দাস, সাং-দমদম এস্টেট, কোয়াটার নং-এইচ/৯ ম থানা-দমদম, কলিকাতা-২৮, ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার কাশীপুর দমদম, উত্তর ২৪ পরগনা অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত গত ২৮.০৬.২০০৫ তারিখে Book-IV, 487 নং আমমোক্তার দলিল মূলে শ্রীমতী শুভদ্রা মন্ডল মহাশয়াকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার শুভদ্রা মন্ডল আর.এস ৮০৮৪ নং দাগে আর.এস ১৭৮০ নং খতিয়ানে ১ কাঠা ৮ আট ছটাক জনৈক দুখী রাম মন্ডলকে ও আর.এস ৮০৮৪ নং দাগে আর.এস ১৭৮০ নং খতিয়ানে ১ কাঠা ৮ আট ছটাক জনৈক শ্রীমতী পুর্নিমা বিশ্বাস মহাশয়াকে বিক্রয় করেন অতঃপর আমার মক্কেল শ্রী কেশব লাল দাস ও শ্রীমতী অঞ্জু দাস উক্ত নিমতা থানার উত্তর নিমতা গ্রামে মৌজাস্থিত আর.এস/এল.আর ৮০৮৪ নং দাগে আর.এস ১৭৮০ নং হাল এল.আর ২৩১৯ নং খতিয়ানে মোট ১ এক ১২ ছটাক সম্পত্তি উক্ত দুখী রাম মন্ডল ও পুর্নিমা বিশ্বাস-দ্বয়ের নিকট হইতে খরিদ করেন, উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বা শ্রেনী পরিবর্তন হইলেন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে BL & L.R.O-Sodepur অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

প্রশান্ত কুমার মন্ডল (এ্যাডভোকেট)
শিয়ালদা কোর্ট
মোঃ ৯৩৩৯৮২৯১৫৩

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to all concerned that Smt. Prodipta Ghose, wife of Late Bimalendu Ghose, and Sri Rajib Ghose, son of Late Bimalendu Ghose, both residing at P-399, Hemanta Mukhopadhyay Sarani (formerly P-399, Keyatala Lane), Kolkata – 700029, have cancelled and revoked the Registered General Power of Attorney dated 16.01.2026 executed in favour of Mr. Pradip Kumar Baid, son of Jagat Singh Baid, in respect of the Ground, First, Third and Fourth Floors, together with roof rights and undivided proportionate share of land, at the aforesaid premises, excluding the Second Floor.
The Deed of Cancellation dated 10.09. 2026 was registered on 07.10.2026 in the Office of the Additional Registrar of Assurances–IV, Kolkata, being Deed No. 190400273 of 2026, Book IV, Volume No. 1904-2026, Pages 6512–6523. Accordingly, Mr. Pradip Kumar Baid has no further authority to act under the said revoked Power of Attorney. All concerned are hereby notified not to rely upon the same for any future transaction.

Sd/-
Advocate
For and on behalf of
Smt. Prodipta Ghose & Sri Rajib Ghose

ভ্রম সংশোধন

● গত ইংরাজী 6/10/26 তারিখে আজকাল, পত্রিকায় প্রকাশিত নাম পদবী পরিবর্তনে GAUTAM GUHA Roy এর থানা, ভুলবশতঃ ঘোলা লেখা আছে, সঠিকটি হবে খড়দহ এবং ভুলবশতঃ GOUTAM GUHA ROY লেখা আছে সঠিকটি হবে GAUTAM GUHA ROY.

নাম পদবি পরিবর্তন

● I Bani Rani Sasmal W/O, Santosh Sasmal R/o Dhelua, Jukhia Bazar, Purba Medinipur, W.b, Pin- 721430 have changed my name to Bani Sasmal .

আজকাল
ধর্মতলা
শ্রেনীবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহন কেন্দ্র
9B,Esplanade East Row.
K.C.Das Sweet Shop এর পাশে
ফোন-9836224686,9830194686

বিজ্ঞপ্তি

● এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল দীপ দে, পিতা গৌতম দে, সাং - বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০১৪৪, থানা ও এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিস বারুইপুর, জে.এল নং ৩১, মৌজা- বারুইপুর, ০১১০৬৬/২০২৪ নং দলিল মূলে যাহার দাগ নং- ২২৫৫৪, ৫ শতক, আর এস খতিয়ান নং- ১০৯০৬, দাগ নং- ২২৫৫৫, ৫ শতক, আর এস খতিয়ান নং- ১৪৭০১ জমি মৃনালিনী মল্লিক, স্বামী- সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ার নিকট হইতে খরিদ করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন প্রকার দাবি/আপত্তি থাকে তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণাদি সহ আমার সহিত যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় কোন প্রকার দাবি/ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। **Sd/- Tapas Naskar Advocate, Baruipur Civil Court Bar Association P.O. + P.S.- Baruipur, Kolkata - 700144 Mob:-9331614232**

● আমার মক্কেল সফিজুল আলি বিশ্বাস, পিতা ইয়াকুব আলি বিশ্বাস, ইংরেজি ২০১৫ সালের ০৫১২ নং আমমোক্তার দলিলমূলে সুকুমার ঘোষ, কৃষ্ণপদ ঘোষ, জয়দেব ঘোষ, তপন ঘোষ-এর আমমোক্তার নিযুক্ত হন এবং ০৭৭১৭/২০১৫ নং দলিলমূলে সুপর্ণা দত্ত ০.৩০ শতক জমি ক্রয় করে মিউটেশনের জন্য আবেদন করেন। মৌজা ভাগ্যমন্তপুর, জে. এল ১৬৫, দাগ নং ১৮৫, খতিয়ান নং ২৫৯/১, ৩৫৫, ৩৮৭, ৯১২। MN/31963/26 এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে বারাসাত- ২ নং BL & LRO অফিসে যোগাযোগ করুন। **Pulak Sarkar Advocate Distrct Judges Court Barasat**

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমি Chitra Roy, স্বামী- Ajoy Kumar Roy, সাং: গ্রাম- বস্তা পূর্বপাড়া, পোঃ- আড়ংঘাটা, থানা- ধানতলা, নদীয়া। Priyanka Roy হলো আমার কন্যা। 16/6/26 রানাঘাট কোর্টের এফিডেভিটে আমার কন্যা Priyanka Roy ও Priyanka Ray, স্বামী- Ajoy Kumar Roy ও Ajoy Kumar Ray এবং আমি Chitra Roy ও Chitra Ray সকলে একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

● আমি মাম্পি ঘোষ, স্বামী- নবীন ঘোষ, সাং: গ্রাম- দলুইগ্রাম, পোঃ- পাটিকাবাড়ি, থানা- হাঁসখালি, নদীয়া। আমার পুত্র আদিত্য ঘোষ-এর জন্ম শংসাপত্রে (রেজিঃ নং- B-2019:19-90069-00278, তাং- 26/10/19) আমার নাম মাম্পি সরকার লেখা আছে। 13/10/26 রানাঘাট কোর্টের এফিডেভিটে আমি মাম্পি ঘোষ ও মাম্পি সরকার উভয়ে একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

● আমি, SHIB SHANKAR MOHANTA পিতা Late Balai Mohanta সাং নাড়ুয়া রায়পাড়া ,চন্দননগর, হুগলী ৭১২১৩৬ এই মর্মে ঘোষনা করছি যে,আমার কন্যার জন্মশংসাপত্রে আমার নাম SHIB SHANKAR MOHANTA এর পরিবর্তে SIBNATH MAHANTA হিসাবে , আমার স্ত্রীর নাম PUJA MOHANTA এর পরিবর্তে PUJA MAHANTA হিসাবে এবং আমার কন্যার আঁধার কার্ড ও তাহার জন্মসংশাপত্রে তাহার নাম RIMA MOHANTA এর পরিবর্তে RIMA MAHANTO হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং গত 15/06/2026 তারিখে চন্দননগর আদালতের ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট(নং-4987) বলে SHIB SHANKAR MOHANTA এবং SIBNATH MAHANTO এক অভিন্ন এবং PUJA MOHANTA এবং PUJA MAHANTO এক ও অভিন্ন এবং RIMA MOHANTA এবং RIMA MAHANTO এক ও অভিন্ন ব্যক্তি ও মহিলা হিসাবে পরিচিত হলাম ও হল ।

● আমি, SHIB SHANKAR MOHANTA পিতা Late Balai Mohanta সাং নাড়ুয়া রায়পাড়া ,চন্দননগর, হুগলী ৭১২১৩৬ এই মর্মে ঘোষনা করছি যে,আমার পুত্রের জন্মশংসাপত্রে আমার নাম SHIB SHANKAR MOHANTA এর পরিবর্তে SIBNATH MAHANTA হিসাবে , আমার স্ত্রীর নাম PUJA MOHANTA এর পরিবর্তে PUJA MAHANTA হিসাবে এবং আমার পুত্রের আঁধার কার্ড ও তাহার জন্মসংশাপত্রে তাহার নাম ALOK NATH MOHANTA এর পরিবর্তে ALOK NATH MAHANTO হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং গত 15/06/2026 তারিখে চন্দননগর আদালতের ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট(নং-4988) বলে SHIB SHANKAR MOHANTA এবং SIBNATH MAHANTO এক অভিন্ন এবং PUJA MOHANTA এবং PUJA MAHANTO এক ও অভিন্ন এবং ALOK NATH MOHANTA এবং ALOK NATH MAHANTO এক ও অভিন্ন ব্যক্তি ও হিসাবে পরিচিত হলাম ও হল ।

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমি, Kumari Priyanka, পিতা Shri Hari Ballabh Mishra, ঠিকানা: প্রযত্নে সুভাশিষ পাণ্ডে, ৯০৩/ টাওয়ার ০১, গার্ডেনস/ইউনিওয়ার্ল্ড সিটি, নিউ টাউন, অ্যাকশন এরিয়া ৩, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৬০; এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমি Varnika Pandey এবং Vedant Pandey-র জন্মদাত্রী মা। কিন্তু মুদ্রণপ্রমাদজনিত কারণে আমার ছেলে ও মেয়ের জন্ম সনদে আমার নাম "Mrs. Priyanka Pandey" হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমার সঠিক ও অফিসিয়াল নাম হলো "Kumari Priyanka", যা আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং অন্যান্য নথিপত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। গত ১৫.০৬.২০২৬ তারিখে নোটারির (Notary) সম্মুখে সম্পাদিত হলফনামা অনুযায়ী, Kumari Priyanka এবং Priyanka Pandey এক ও অভিন্ন ব্যক্তি

● আমি Sona Das W/O Lt. Tribeni Das, আমার L.I.C পলিসি (no - 429238412) কল্যাণী ব্রাঞ্চ। Sonia Das নাম রেকর্ড আছে। গত ০৯/১০/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর 1st Class J.M কোর্টের এফিডেভিটে আমি Sona Das নামে পরিচিত হইলাম এবং Sona Das ও Sonia Das একই ব্যক্তি।

● আমি HARE KRISHNA SUTRADHAR, পিতা- HARI MOHAN KUNDU, ঠিকানা- অরবিন্দ পল্লী, উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভা, ইছাপুর নবাবগঞ্জ, উত্তর ২৪ পরগনাস, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩১৪৪, আমি নাম পরিবর্তন করে HARE KRISHNA KUNDU নামে পরিচিত হইলাম\

● আমি, Kalyan Kumar Mandal পিতা Late Gour Chandra Mondal, নিবাস: Bhattacharya Para,Lalkuthi,Near 10No. Race Course RailGate. পোষ্ট: Barrackpore, থানা: Titagarh. পিন: 700120.গত 03/07/2026তারিখে বারাকপুরকোর্টে ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এফিডেভিটবলে জানাইতেছিযে আমি Kalyan Kumar Mondal এবং Kalyan Mandal এক ও অভিন্নব্যক্তি।

● আমি UJJAL KUMAR PAUL, S/O PHANI BHUSAN PAUL, ঠিকানা: দোহাড়িয়া, মিলনপল্লী, গঙ্গানগর, মধ্যমগ্রাম (M), ২৪ পঃ (উঃ), কলিকাতা- 700132। আমার কলকাতা পুলিসের হোমগার্ড (HG-296) POST (ID No. 300000180) নাম আছে UJJAL PAL। গত 15/5/2026 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট (নং-8668) বলে আমার সঠিক নাম UJJAL KUMAR PAUL হয়েছি। UJJAL KUMAR PAUL ও UJJAL PAL এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি KAMALESH KUMAR MONDAL, পিতা-KASHINATH MONDAL ও মাতা-GANADA RANI MANDAL, গ্রাম-নির্মাণ দক্ষিণ পূর্ব মণ্ডলপাড়া, পোস্ট-নির্মাণ, থানা- স্বরূপনগর, জেলা-উঃ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩২৮৬। গত ইংরাজী ০৫/১০/২৬ তারিখে ২৫৯১৫ নং বারাসাত কোর্টের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে আমার মাতা GANADA RANI MANDAL ও GANADA RANI MONDAL এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইয়াছে।

● আমি, শ্রীমতী কনিকা মল্লিক, স্বামী: মৃত শান্তি রঞ্জন মল্লিক, সাকিন: আলিপুর ইষ্ট রোড, উত্তর দমদম, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০০৪৯, এতদ্বারা সকলকে অবগত করাইতেছি যে, আমার স্বামী মেসার্স হিন্দুস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, তিলজলা ইউনিট, ৩৮, তিলজলা রোড, কোলকাতা: ৭০০০৩৯ -এর একজন স্থায়ী কর্মী ছিলেন (টোকেন নং: ২৫৭২ যাহা অমল সেনের নামে রহিয়াছে)। আমার স্বামী বিগত ইংরাজী ৩১/০১/২০২৩ তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। এক্ষনে আমি বিগত ইংরাজী ০৩/১০/২০২৬ তারিখের প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (৭ম আদালত) বলে কনিকা মল্লিক নামে পরিচিত হইয়াছি, এমতাবস্থায় সমস্ত সরকারী নথিতে এবং উক্ত কোম্পানীর নথিতে যে কোন পূর্ব নামের পরিবর্তে শ্রীমতী কনিকা মল্লিক, স্বামী: মৃত শান্তি রঞ্জন মল্লিক উচ্চারিত বা পঠিত হইবে।

● I, PURNA MAJHI, S/o Sahadeb Majhi, residing at: Vill. Gayeshpur, P.O. Baluhati, P.S. Domjur, Dist. Howrah, PIN-711405, vide Affidavit No. 7329, Dated: 23.09.2026, sworn before Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Alipore, do hereby solemnly affirm and declare that, PURNA MAJHI and PURNO MAJHI is the same and one identical person i.e. myself.

PUBLIC NOTICE

I, SMRITIKANA HALDER, daughter of Tarun Bhattacharjee of Adarshapalli, Simul Tala, Rajarhat – Gopalpur (M), North 24 Parganas, West Bengal – 700159. By Virtue of an Affidavit Vide No. 50901 Dated 12-10-2026, has declared that in Hidco's documents my name has been recorded as "SMRITIKONA HALDER". That 'SMRITIKANA HALDER' and 'SMRITIKONA HALDER' is the same identical person.

AND

I, MITALI HALDER RAY, wife of Late Adhir Ray of Adarshapalli, Simul Tala, Rajarhat – Gopalpur (M), North 24 Parganas, West Bengal – 700159. By Virtue of an Affidavit Vide No. 50900 Dated 12-10-2026, has declared that in Hidco's documents my name has been recorded as "MITALI HALDER". That 'MITALI HALDER' and 'MITALI HALDER RAY' is the same identical person.

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমার প্রকৃত নাম Tarendranath Pradhan, পিতা- ৺কানাই প্রধান, গ্রাম- লাক্ষ্যা, থানা- মহিষাদল, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, ভুলবশত আমার স্ত্রীর ভোটার কার্ডে (৺সন্ধ্যারানী প্রধান)- এর আমার নাম Tarendra হয়েছে। এবং আমার স্ত্রীর মৃত্যু সার্টিফিকেটে রেজি. নং D/2026/0399303, তারিখ- 22.07.2026 আমার নাম Harendra Nath Pradhan হয়েছে। 05/10/2026 মহামান্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী, হলদিয়া কোর্টে এফিডেভিট নং- 18425 দ্বারা Tarendranath Pradhan, Tarendra এবং Harendra Nath Pradhan, পিতা- ৺কানাই প্রধান, (স্ত্রী- ৺সন্ধ্যারানী প্রধান) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি UJJWAL PAL, D/O- LT. NIKHIL CHANDRA PAL, ঠিকানা- শ্বেতপুর পালপাড়া, পোঃ- শ্বেতপুর, থানা- দেগঙ্গা, জেলা- উঃ ২৪ পঃ, পিন- 743234 আমার বারাসাত S.B.I হরিতলা Bank-এর A/C No. 30182993904 নাম আছে UJJAWAL NIKHIL CHANDRA PAL, আমার আধার ও প্যান কার্ডে নাম আছে UJJWAL PAL, গত 12/10/2026 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট (নং 17359) বলে আমার সঠিক নাম UJJWAL PAL হয়েছি। UJJWAL PAL ও UJJAWAL NIKHIL CHANDRA PAL এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি Soni Bhusan Bhatta, S/O Lt. Bidhu Bhushan Bhatta, সাং কানপুর, পোঃ গোবরাপোতা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩, আমার ৬৬৮২ নং জমির দলিলে নাম Soni Bhatta, ভোটার কার্ডে being No. XZF2968725 নাম Bikash Bhatta হইয়াছে। ইং ০৯.১০.২০২৬ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ১৯৬১১নং এফিডেভিটবলে আমি Soni Bhusan Bhatta, Soni Bhatta ও Bikash Bhatta একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

● আমি Sanjoy Kr. Kar, S/O. Gouranga Kar, সাং কুশবেড়িয়া, পোঃ বড়বেড়িয়া, থানা- ধানতলা, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৫০১, আমার পুত্র Satwik Kar-এর জন্ম সার্টিফিকেটে Regd. No. WB_BR_2015/200058/1/1600 dt. 05.06.2015 আমার নাম Sanjay Kar হইয়াছে। ইং ০৭.০৬.২০২৬ তারিখের রানাঘাট ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ৪২০৯৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjoy Kr. Kar ও Sanjay Kar একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

● আমি SWATI CHAKRABORTY BHATTACHARYA, W/O- MRINAL CHAKRABORTY, D/O- CHINMAY BHATTACHARYA, আমার স্বামীর SERVICE BOOK (General Provident Fund A/C No.- MISC/WB/38127) এ আমার নাম ভুলবশত SWATI CHAKRABORTY হওয়ার জন্য গত ইং 21.09.2026 তারিখে বারুইপুর ফার্স্ট ক্লাস J.M. কোর্টে এফিডেভিট বলে (No-53) SWATI CHAKRABORTY BHATTACHARYA ও SWATI BHATTACHARYA ও SWATI CHAKRABORTY এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● I, Gaurab Kanjilal, son of Gautam Kanjilal, residing at 42, Udaypur Road, P.O. & P.S. Nimta, District - North 24 Parganas, Kolkata-700049, West Bengal. Vide affidavit (No. 3811) sworn before the Notary Public at Barrackpore Court on 08.10.2026 that my father Goutam Kanjilal & Gautam Kanjilal is the one & same identical person.

● I, Syed Wayes Qurani residing at Vill: Rahigram, P.O: Sadal, P.S Khargram, Dist: Murshidabad 742159 have corrected my late father's name from Syed Ahmed Moniruzzaman to Syed Moniruzzaman vide Affidavit dated 12 August 2026 sworn before the Judicial Magistrate at Berhampore. Both names refer to the same deceased person, my father.

● I, JANOKI MAITI W/o Digambar Maity, R/o. Kalikakundu, Mahishadal, Purba Medinipur. Vide affidavit on 14/12/2017 before 1st Class Judicial Magistrate Court, Haldia JANOKI MAITI and MANASI JANA (MAITY) is the same person.

● I, (lekha giri) D/O (Devendra giri) residing at (Aurobindo nagar Dankuni), have changed my name to (Anjali giri) vide affidavit dated (30/9/26) at (Alipore court)

● I, PALLABI DEY Daughter of DULAL DEY, to declare that PRITHIKA DEY & PRITHIKA DAS is the same and one identical person who is my daughter, vide an affidavit, Judicial Magistrate, 1stClass at Barrackpore On: 09/10/2026, Sl.No.13.

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমি, শ্রী জ্যোতির্ময় হালদার, বয়স ৩৭। পিতা প্রয়াত দিলীপ কুমার হালদার, বসবাসের ঠিকানা- ১২৭, ওয়েস্ট কোদালিয়া স্মৃতি সংঘ পাড়ার নিকটে, পোঃ + থানা- নিউ ব্যারাকপুর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৩১, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার জন্ম শংসাপত্রে ভুলবশত আমার নাম ''পিংকু হালদার'' হিসেবে লিখিত ও নথিভুক্ত হয়েছে। গত ০৮/১০/২০২৬ তারিখে উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সম্পাদিত অ্যাফিডেভিট বা হলফনামা নং ১০০ অনুযায়ী ''জ্যোতির্ময় হালদার'' এবং ''পিংকু হালদার'' একই ও এক অভিন্ন ব্যক্তি।

● ভুলবশত ড্রাইভিং লাইসেন্সে (WB2020020279755) আমার নাম ASMAT ALI MONDAL, গত 28/09/26 তারিখে Basirhat কোর্টের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস এফিডেভিট বলে আমার সঠিক নাম হয়েছে ASMAT ALI

● ভুলবশত ড্রাইভিং লাইসেন্সে (WB 2520100121297) আমার নাম আছে BHISMWA DAS, গত 17/09/26 তারিখে বারাসাত কোর্টের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস এফিডেভিট বলে আমার সঠিক নাম হয়েছে BISWA DAS।

● ভুলবশত ড্রাইভিং লাইসেন্সে (GJ0520100013000) আমার নাম আছে VIKAS V GHATE, গত 12/10/26 তারিখে শিয়ালদহ কোর্টের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস এফিডেভিট বলে আমার সঠিক নাম হয়েছে VIKAS VITTHAL GHATE।

● আমি কার্ত্তিক মুন্ডা, পিতা- অর্জুন মুন্ডা, নিবাস- গ্রাম চাল্লাপাড়া, পোষ্ট: খেয়াদহ, থানা: নরেন্দ্রপুর, পিন- 700150। এতদ্বারা সকলকে জানাচ্ছি যে, আমার নাম আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ডে কার্ত্তিক মুন্ডা আছে, কিন্তু জমির পরচা-তে কার্ত্তিক সরদার থাকায় LR খতিয়ান- 2/9, মৌজা- কুমারপুকুরিয়া, JLনং- 14, তাই গত 08/10/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্ট 1st ক্লাস, Affidavit নং-4217, বলে আজ থেকে সর্বত্র কার্ত্তিক মুন্ডা এক ও অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম।

● I, DASHU MUNDA, S/o- LATE BISWANATH MUNDA, RESIDING AT VILL- BERACHAMPA, GARHPARA, P.O.- DEBALAYA, P.S.- DEGANGA, DIST.- NORTH 24 PGS, W.B. PIN-743424. IN MY AADHAAR CARD MY NAME HAS BEEN RECORDED AS DASH MUNDA, SHALL HENCEFORTH VIDE AFFIDAVIT (No-18374) JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT COURT, DT. 27.08.2026 DECLARED MY CORRECT NAME IS DASHU MUNDA.
DASHU MUNDA & DASH MUNDA IS THE SAME & ONE IDENTICAL PERSON.

● I, JOYDEV SARKAR, S/o- JATIN SARKAR, RESIDING AT VILL- BERACHAMPA, CHARABAGAN, P.O. DEBALAYA, P.S.- DEGANGA, DIST.- NORTH 24 PGS(N) W.B. PIN-743424. IN MY VOTER I CARD MY NAME HAS BEEN INADVERTENTLY RECORDED AS SARKAR JAYDEB. PAN CARD MY NAME HAS BEEN RECORDED AS JAIDEB SARKAR, SHALL HENCEFORTH VIDE AFFIDAVIT (No. 2981) ADDL. CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE (1ST CLASS) AT BARASAT COURT DT. 08.08.2025 DECLARED MY CORRECT NAME IS JOYDEV SARKAR.
JOYDEV SARKAR, SARKAR JAYDEB & JAIDEB SARKAR IS THE SAME & ONE IDENTICAL PERSON.

● I, PARAMITA SOME, D/O- PRADYUT SOME, RESIDING AT 100/24, JESSORE ROAD, BHAGABATI PARK, MOTIJHEEL,SOUTH DUM DUM, P.O.- MOTIJHEEL, P.S.- SOUTH DUM DUM, DIST- NORTH 24 PGS, KOLKATA- 700074, W.B. THAT BUT UNFORTUNATELY IN MY AADHAAR CARD (NO. 4141 6595 0108) & PAN CARD (NO- FNTPS6345K) MY NAME HAS INADVERTENTLY BEEN RECORDED AS SHIYA PARVIN. SHALL HENCEFORTH VIDE AFFIDAVIT (No.- 24906) CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT COURT DT. 30.9.2026 DECLARED MY NAME IS PARAMITA SOME. PARAMITA SOME AND SHIYA PARVEEN IS THE SAME & ONE IDENTICAL PERSON.

● আমি বিজয় চন্দ্র দে, পিতার নাম সুশিল চন্দ্র দে, বাসস্থান স্যার রমেশ মিত্র রোড, কাদিহাটি, উত্তর দমদম পৌরসভা। এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমি আমার নাম বিজয় চন্দ্র দে থেকে বিজয় দে পরিবর্তন করেছি ও এখন থেকে সমস্ত উদ্দেশ্যে আমি বিজয় দে হিসাবে পরিচিত হব। এফিডেভিট নং ১৯১ অনুসারে, যা ০৬/১০/২৬ তারিখে উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ৪র্থ আদালতে নোটারি পাবলিকের সামনে শপথপূর্বক প্রদত্ত। বিজয় দে ও বিজয় চন্দ্র দে উভয় একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

Kamarhati Municipality
Memo No – 490/KM/PW/26-27
1, M.M. Feeder Road, Rathtala, Kolkata-56
Date : 08/10/2026

E-TENDER NOTICE

E-Tender is invited by the Executive Officer, Kamarhati Municipality, North 24 Parganas Partial pipe replacement & Emergent leak repairing including temporary road restoration within Kamarhati Municipality Area.

NIT No- WBMAD/KM/PW/NIT-6(e)/26-27
Tender ID No-2026_MAD_1046302_1
Bid submission start date: **14/10/2026 at 5:00 P.M**
Bid submission end date: **04/11/2026 at 5:00 P.M.**
Bid opening date: **06/11/2026 at 5:00 P.M.**
N.B: For details and any other information, please visit
Govt. website http://wbtenders.gov.in this advertisement is also given **http:// Kamarhatimunicipality.org.**

Executive Officer
Kamarhati Municipality

টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ১১, টাওয়ার ‘এ’, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপত রাও কদম মার্গ, লোয়ার পরেল, মুম্বই–৪০০০১৩,

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(১)–সহ পঠনীয় পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী]

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড**–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর **রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি নীচে লেখা তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে ওই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।**

উক্ত ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট পরিমাণ অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।**

বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে–কোনও ধরনের লেনদেন নীচে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক–সহ **নীচে উল্লিখিত তারিখ থেকে এর ওপর সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, মাশুল ইত্যাদি সমেত টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।**

উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

লোন অ্যাকাউন্ট নং	দায়বদ্ধ(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)–এর নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবিকৃত অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ
TCHHL0500000 100277685, TCHIN0500000 100280737	মিঃ সুজাদ সিং	₹১৫,৮৪,২৯৫.০০ (পনেরো লক্ষ চুরাশি হাজার দুশো পঁচানব্বই টাকা মাত্র), ০৩.০৬.২০২৬ অনুযায়ী	০৯.১০.২০২৬

সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: আনুমানিক ৬৫০ বর্গফুট (ছশো পঞ্চাশ বর্গফুট) সুপার বিল্ট এরিয়া এবং ৫১৫.৮৭ বর্গফুট (কম বা বেশি) কভার্ড / কার্পেট এরিয়া বিশিষ্ট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট, যা ফ্ল্যাট নম্বর ৪, এতে রয়েছে দুটি শোবার ঘর, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, দুটি ব্যালকনি এবং একটি টয়লেট। এটি নমিত নামক ভবনের ফার্স্ট ফ্লোরে, উত্তর–পশ্চিম–দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, এবং যার অবস্থান প্রেমিসেস নম্বর ০১/এন, রাখাল মুখার্জি রোড, মেলের ঠিকানা ১৪/৫, রাখাল মুখার্জি রোড, যার অ্যাসেসি নম্বর ৪১১২৬১৫০০৬৮৫, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর ১২৬–এর অধীনে, পোঃ– সরসুনা, থানা– সরসুনা (পূর্বে ঠাকুরপুকুর), **কলকাতা–৭০০০৬১, জেলা ২৪ পরগণা (দক্ষিণ)**।

তারিখ: ০৯.১০.২০২৬
স্থান: কলকাতা

স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক
টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর পক্ষে

ফর্ম ‘এ’

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ভলান্টারি লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৭–এর রেগুলেশন ১৪ অধীনে]

হার্বাল ইনিশিয়েটিভস প্রাইভেট লিমিটেড এর স্বার্থধারকদের অবগতির জন্য

১	কর্পোরেট সত্তার নাম	**হার্বাল ইনিশিয়েটিভস প্রাইভেট লিমিটেড**
২	কর্পোরেট সত্তার প্রতিষ্ঠার তারিখ	১১.১১.২০০২
৩	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে এই কর্পোরেট সত্তা প্রতিষ্ঠিত/ নিবন্ধীকৃত	আরওসি (কলকাতা)
৪	কর্পোরেট সত্তার কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর / লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর	U01119WB2000PTC095361
৫	কর্পোরেট সত্তার রেজিস্টার্ড অফিস এবং মুখ্য অফিস (যদি থাকে)–এর ঠিকানা	রূপালি অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক এ ফ্ল্যাট নং ৪০৩ শ্যামনগর রোড, কলকাতা–৭০০০৫৫, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
৬	কর্পোরেট সত্তার ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	১০ অক্টোবর, ২০২৬
৭	লিকুইডেটরের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর	বিষ্ণু কুমার তুলসীয়ান রেজিস্ট্রেশন নং: IBBI/IPA-001/IP-P01428/2019-2020/12525 ঠিকানা: ৬, জওহরলাল নেহরু রোড, সিদ্ধা এসপ্ল্যানেড, রুম নং ১৬০৭, কলকাতা–৭০০০১৩, পশ্চিমবঙ্গ ই মেল আইডি: tulsyanvk@gmail.com, herbalinitiativesvI112@gmail.com মোবাইল নম্বর: ৯৮৩১০৫৪১৮০, ৯১৬৩২৫৪১৮০
৮	দাবি পেশের শেষ তারিখ	৯ নভেম্বর, ২০২৬

এতদ্দ্বারা এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, **হার্বাল ইনিশিয়েটিভস প্রাইভেট লিমিটেড ১০ অক্টোবর, ২০২৬** তারিখে ভলান্টারি লিকুইডেশন শুরু করেছে।

এতদ্দ্বারা **৯ নভেম্বর, ২০২৬** বা তার আগে ওপরের ক্রম নং ৭–তে উল্লিখিত ঠিকানায় লিকুইডেটরের কাছে নিজ নিজ দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ পেশের জন্য **হার্বাল ইনিশিয়েটিভস প্রাইভেট লিমিটেড**–এর স্বার্থধারকদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে।

আর্থিক ঋণদাতারা যথাযথ প্রমাণ সমেত তাঁদের দাবিগুলি কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে জমা দেবেন। বাকি সকল ঋণদাতা তাঁদের দাবি প্রমাণ সমেত নিজে হাতে করে, ডাক মাধ্যমে বা ইলেকট্রনিক উপায়ে জমা দিতে পারবেন।

দাবির স্বপক্ষে মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ দাখিল করলে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/–
বিষ্ণু কুমার তুলসীয়ান
লিকুইডেটর
হার্বাল ইনিশিয়েটিভস প্রাইভেট লিমিটেড

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪.১০.২০২৬

রেজিস্ট্রেশন নম্বর IBBI/IPA-001/IP-P01428/2019-2020/12525
এএফএ: AA1/12525/02/300627/109138 বৈধ ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত

পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড

রেজি. অফিস: বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১ আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা–৭০০০০১
ফোন নং–০৩৩ ৪০৮২ ৩৭০০ / ২২২০ ০৬০০
ওয়েবসাইট: www.pilaniinvestment.com; ই–মেল: pilani@pilaniinvestment.com
সিআইএন (CIN): L২৪১৩১WB১৯৪৮PLC০৯৫৩০২

বিশেষ জানালা – বাস্তবিক শেয়ার হস্তান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য পুনর্দাখিল

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (‘সেবি’) ১ এপ্রিল, ২০১৯ থেকে বাস্তবিক শেয়ারের হস্তান্তর বন্ধ করে দিয়েছে। যদিও, ১ এপ্রিল, ২০১৯–এর আগে জমা দেওয়া বাস্তবিক শেয়ার হস্তান্তরের যে আবেদনগুলি নথিপত্রের ত্রুটির কারণে ফেরত পাঠানো হয়েছিল, সেগুলিকে পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য সেবি–র তরফ থেকে ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত একটি বিশেষ জানালা খোলা হয়েছিল।

বিনিয়োগকারীদের সুবিধার জন্য, সেবি তাদের ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং. HO/৩৮/১৩/১১(২)২০২৬–MIRSD–POD/I/৩৭৫০/২০২৬–এর মাধ্যমে ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের জন্য আরও একটি বিশেষ জানালা খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাস্তবিক শেয়ার হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে বিশেষ জানালার অধীনে আবেদন জমা দেওয়ার সময়, অন্যতম বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা হল মূল শেয়ার সার্টিফিকেট জমা দেওয়া, যা নিম্নলিখিত রূপ:

ট্রান্সফার ডিড সম্পাদনের তারিখ	১ এপ্রিল, ২০১৯–এর আগে ট্রান্সফারের জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল?	মূল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট কি উপলব্ধ আছে?	বর্তমান উইন্ডোতে জমা দেওয়ার যোগ্য
১ এপ্রিল, ২০১৯–এর আগে	না (এটি নতুন জমা)	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	হ্যাঁ (আগে বাতিল/ ফেরত করা হয়েছিল)	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	হ্যাঁ	না	না
	না	না	না

এছাড়াও, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি এই জানালার অধীনে বিবেচনা করা হবে না:

- ট্রান্সফারকারী এবং ট্রান্সফার গ্রহীতার মধ্যে বিবাদ জড়িত থাকা ক্ষেত্রগুলি
- ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) ট্রান্সফার করা হয়েছে এমন শেয়ার

দ্রষ্টব্য: উপরোক্ত সময়সীমার মধ্যে পুনরায় জমা দেওয়া সমস্ত শেয়ার ট্রান্সফার–কাম–ডিম্যাট রুটের মাধ্যমে প্রসেস করা হবে, অর্থাৎ ট্রান্সফারের পরে সেগুলিকে শুধুমাত্র ডিমেটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) ফর্মেই ইস্যু করা হবে এবং সেগুলি এক বছরের লক–ইন মেয়াদে থাকবে।

যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের আরও সহায়তার জন্য কোম্পানির ইমেল আইডি – pilani@pilaniinvestment.com এবং/অথবা এর রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ নিশে টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৮ম তল, রুম নং– ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা– ৭০০০১৭ (ইমেল আইডি: nichetechpl@nichetechpl.com)–এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আরও উল্লেখ্য যে, বাস্তবিক ফর্মে ইক্যুইটি শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারদের তাঁদের কেওয়াইসি (কেওয়াইসি) বিশদ আপডেট করতে এবং ফিজিক্যাল শেয়ারগুলিকে ডিমেটেরিয়ালাইজড (বৈদ্যুতিন) ফর্মে রূপান্তর করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার রাখলে একাধিক সুবিধা পাওয়া যায় এবং বাস্তবিক শেয়ার সার্টিফিকেটের সঙ্গে জড়িত ঝুঁকি দূর হয়।

পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড–এর পক্ষে
স্বা/–
আর. এস. কাশ্যপ
কোম্পানি সেক্রেটারি
এফসিএস –৮৫৮৮

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩.১০.২০২৬

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

eNIT No.: 90/City(M) of 2026-27 of The E.E.-I, City Dvn., P.W.D. for 2(two) no works at Maidan Area are invited from bonafide contractors having credential for similar urgent nature of works. Bid submission closing date (online) will be on 28.10.2026 at 14.00 hrs. Tender ID: 2026_WBPWD_5078419_1/2. Other details may be seen from the web site: http://tenders.wb.gov.in & http://wbpwd.in. Sd/-Executive Engineer-I, City Division, P.W.D.
ICA-T19009(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Expression of Interest No.:WBPWD/EE-I/ EOI -01/2026-2027 of The E.E.-I, City Dvn., P.W.D. for the works of Operation and Maintenance of Public Toilet near Gate 'A' of Mahakaran Metro Station for 3 (Three) years. Bid submission closing date (online) will be on 30.10.2026 at 18.00 hrs. Tender ID: 2026_WBPWD_5079297_1. Other details may be seen from the web site: http://tenders.wb.gov.in & http://wbpwd.in. Sd/- Executive Engineer-I, City Division, P.W.D
ICA-T19008(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Tender

Request for Proposal for selection of suitable agency for undertaking logistic support and miscellaneous activities relating to the Tourism stall at the World Travel Market Event (WTM), Excel, London during the period from 3rd November 2026 to 5th November 2026. TENDER ID: 2026_WBTD_1046300_1. Last Date of Submission of Bid: 27-10-2026. The details are available in www.wbtenders.gov.in & www.wbtourism.gov.in Sd/- Director, Department of Tourism, Govt. of West Bengal
ICA- T19006(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER

1) Bid reference no.-NIT Reference No.:-WBMSCL/NIT-820/2026 Dated-09/10/2026 West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for the work **"Construction of bridge for connection pipe line from PSA plant to MGPS ROOM SDH Building at Kalna SSH, Purba Bardhaman,2nd call."** Last date of submission of bid (online)-03.11.2026 upto 3:00 P.M. The tender document can be downloaded from **www.wbmsc.gov.in** and **www.tenders.wb.gov.in** on 14.10.2026 at 3:00 P.M. request for Clarification, if any, may be sent to **eewbmscl.krishnajit@gmail.com** Sd/-Managing Director, WBMSCL & Special Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal.
ICA-T18966(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER

AE Asansol, Sub-Division, P.W.D. invite online e-tender **NIT No. 18 OF 2026-27** for the work of i) Regular maintenance at different wards in Asansol District Hospital in the District of Paschim Bardhaman under Asansol Division, PWD. Estimated Amount :- Rs. 4,83,683.00. **Tender Id:- 2026_WBPWD_5079301_1.** ii) Installation of new fire extinguisher at Nursing Training School in the District of Paschim Bardhaman under Asansol Division, P.W.D. Estimated Amount :-Rs. 2,52,904.00. **Tender Id :- 2026_WBPWD_5079301_2.** Bid submission Start date (Online) :- 27.10.2026 at 11:30 A.M. Bid submission closing date (Online) :- 04.11.2026 at 11:45 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender Documents may be downloaded from: **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- AE/ASN/ S-DIVN/PWD.
ICA-T19018(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. EE(E/M)/FAWS-I/T-09 of 2026-27

Online two parts percentage-premium e-tender on turn-key basis is invited by the Executive Engineer (E&M)/FAWS-I, E&M Sector, KMDA, 19, G. T. Rd, HIT Building (3rd Floor), Howrah-711101, from the agencies having successfully completed the work of 'Operation and minor Maintenance of sub mersible pump motor set and its allied accessories at DTW based potable water pumping station', for the work. **Name of the Work, Estimated Amount, Earnest Money deposit, Time of completion,** Operation and minor maintenance of Pump Motor and other E/M Installation for 3 (Three) Nos Pump Houses (Ganganagar, Nawpara and Kanaipur Colony P/H) under Kanaipur FAWS Scheme for Twelve (12) months., Rs.17,31,005/-, Rs.34,620/-, 01 year, **Last date & time of Online Tender submission:** 18.11.2026, 14:00 Hrs., for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in **(KMDA-646)**
www.wbtenders.gov.in ICA-T18971(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-QUOTATION/TENDER NOTICE
Corrigendum in name of work

EE/BSHD/P.W.(Roads) Dte invites online e-Quotation No 06 for the work of :-In place of: Strengthening of SAPTAGRAM-TRIBENT-KALNA-KATWA (S-T-K-K) Road from (33+880) KM to (80+340) KM from Two Lane (7+00 MTR) To Two Lane With Pavement Shoulder (10+00 MTR) Configuration in The District of Purba Bardhaman under Burdwan North Highway Division & Burdwan South Highway Division, P.W (Roads) Directorate. Please read as: Preparation of Detailed Project Report (DPR) for strengthening of SAPTAGRAM-TRIBENT-KALNA-KATWA (S-T-K-K) Road from 33+880 KM to I02+340 KM from Two Lane (7+00 MTR) To Two Lane With Pavement Shoulder (10+00 MTR) Configuration In The District Of Purba Burdwan under Burdwan North Highway Division & Burdwan South Highway Division, P.W (Roads) Directorate. e-NIQ No 06 of 2026-27. Tr. ID.2026_WBPWD_5078475_1. All other tender terms and condition remains same. https://tenders.wb.gov.in Sd/-EE/BSHD/P.W.(Roads) Dte,.
ICA- T19007(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
THE DURGAPUR PROJECTS LIMITED
(A Govt. of West Bengal Enterprise)
CIN NO. U40102WB1961SGC025250
NOTICE INVITING TENDER (NIT)

Corrigendum for Date Extension of **NIT No. (1) WBDPL/DPPS/PUR/NIT(E)-046 PDB/133/2026-27.** Tender ID 2026_DPL_1042672_1. Bid Submission end date 17.10.2026. Bid Opening date 21.10.2026. Cancellation of **NIT No. (2) WBDPL-12017/16/2026-GM-POW(DPL)-DPL/PS/139.** Tender ID 2026_DPL_1039498_1. **NIT No. (3) WBDPL/DPPS/PUR/NIT(E)-022 DJ/186/ 2026-27.** Tender ID 2026_DPL_1045832_1. for Procurement of 198 kV Lightning Arresters. Bid Submission end date 31.10.2026. Bid Opening date 06.11.2026. Corrigendum for Date Extension of **NIT No. (4) WBDPL/DPPS/PUR/NIT (E)-020 PDB/163/2026-27.** Tender ID 2026_DPL_1043540_1 for Procurement of Bearings CRM 36 and RMS 34 under Water-Works. Bid Submission end date 31.10.2026. Bid Opening date 06.11.2026. **NIT No. (5) WBDPL/PP/T/12020 (18)/9/2026/EM/E/171.** Tender ID 2026_DPL_1045846_1. for Supply and erection of Rope and other items related to EOT Cranes (140/30T) at TG Building, Unit#7, DPPS. Bid Submission end date 22.10.2026. Bid Opening date 27.10.2026. Visit at: **https://www.dpl.net.in** ICA-T18994(2)/2026

‘বিজ্ঞাপনী’, এস.এম.এন্টারপ্রাইজ
ফ্যান্সি মার্কেট, লায়ন্স ক্লাবের পাশে রুম নং ৭, বর্ধমান– ১
দূরভাষ: 9434474356, 9232462019

আজকাল শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
পলতা উঃ ২৪ পঃ
দাস ফার্নিচার, সেবাগ্রাম পলতা
প্রযত্নে: সঙ্গীতা, ফোন: 9433350925

সুমিতা ব্লাউজ স্পেশালিষ্ট,
৪, রাজেন্দ্র বাগ রোড,
শ্রীরামপুর, হুগলী,
পিন: ৭১২২০১
ফোন: 98307-23466

আজকাল
কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/ হারানো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतीक ! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!

শাখা অফিস: এআরএমবি নদিয়া
১/৪, পণ্ডিত এল কে মৈত্র রোড, কৃষ্ণনগর, নদিয়া–৭৪১১০১
ই–মেল: cs8286@pnb.bank.in, ফোন: ৯০০২৬৯০২৮৯ / ৯৩৮২১৬৩২৮৪

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং এই ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/বাস্তবিক/প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে এই ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’** এবং **‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফসিল

ক্রম নং	শাখার নাম অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের নাম ও অ্যাকাউন্ট নম্বর	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ স্বত্বাধিকারীর নাম (সম্পত্তির বন্ধকদাতা)	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) ১৩(২) ধারাধীন দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক/ গঠনমূলক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায় (যদি থাকে)
১	কৃষ্ণনগর মেসার্স শুভজিৎ অয়েল মিল (ঋণগ্রহীতা), প্রোপ্রাইটর: বিনয় কুমার গড়াই গ্রাম– ঢাকাপাড়া, পোঃঅঃ– দায়ের বাজার, থানা– চাপড়া, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১১৬৪ জামিনদার: মিসেস নমিতা গড়াই, স্বামী– মিঃ বিনয় কুমার গড়াই, নিবাস: গ্রাম– ঢাকাপাড়া, পোঃঅঃ– দায়ের বাজার, থানা–চাপড়া, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১১৬৪	সম্পত্তি নং ১: নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার অবস্থান: জে এল নং ১০০, এল আর খতিয়ান নং ১০২৬৩, আর এস খতিয়ান নং ৪১৩১ ও ৪১৩২, এল আর প্লট নং ১৪৮৭৭/২০৪৯৬, আর এস প্লট নং ১৪৮৭৭, জমির পরিমাপ ৯.৫০ ডেসিমেল, জমির প্রকৃতি– বাড়ি, ১০.০৫.২০০৫ তারিখের দলিল নং ১২৯০ অনুযায়ী, মৌজা– মাহাতপুর, থানা– চাপড়া, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১১৬৪, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ বিনয় কুমার গড়াই। সম্পত্তি নং ২: নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার অবস্থান: জে এল নং ১০০, এল আর খতিয়ান নং ১১৪০৩, আর এস খতিয়ান নং ৪১৩১ ও ৪১৩২, এল আর প্লট নং ১৪৮৭৭/২০৪৯৬, আর এস প্লট নং ১৪৮৭৭, জমির পরিমাপ ৭.০০ ডেসিমেল, জমির প্রকৃতি– বাড়ি, ২৭.০৪.২০০৯ তারিখের দলিল নং ২৩৫৯ অনুযায়ী, মৌজা– মাহাতপুর, থানা– চাপড়া, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১১৬৪, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী মিসেস নমিতা গড়াই। পাশাপাশি সংলগ্ন সম্পত্তিগুলির (সম্পত্তি নং ১ এবং সম্পত্তি নং ২) চৌহদ্দি: উত্তর– গৌরাঙ্গ দাসের সম্পত্তি; দক্ষিণ– নারায়ণ চন্দ্র নাথের বাড়ি; পূর্ব– পিডব্লিউডি’র ২০ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা; পশ্চিম– ১০ ফুট চওড়া মোল্লাপাড়া লেন এবং জয়ন্ত অধিকারীর বাড়ি।	ক) ০৬.০৭.২০১৭ খ) ₹৯৬,৫৩,৭১৪.৪০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ১৬.০৩.২০২৪ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৭৫,২৭,০০০.০০ খ) ₹৭,৫২,৭০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
২	চাকদহ তন্ময় সাহা (ঋণগ্রহীতা) অ্যাকাউন্ট নং: ০২২১২১০০০৯৮২৯ তন্ময় সাহা (ঋণগ্রহীতা) পিতা– প্রয়াত দিলীপ কুমার সাহা গ্রাম– নিউ গোপালপুর, পোঃঅঃ– প্রীতিনগর, থানা– রানাঘাট, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪১২৪৭ জ্যোৎস্না সাহা (সহ–ঋণগ্রহীতা) স্বামী– প্রয়াত দিলীপ কুমার সাহা গ্রাম– নিউ গোপালপুর, পোঃঅঃ– প্রীতিনগর, থানা– রানাঘাট, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪১২৪৭	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম– নিউ গোপালপুর, পোঃঅঃ– প্রীতিনগর, থানা– রানাঘাট, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪১২৪৭, মৌজা– গোপালপুর, জে এল নং ১৪৭, আর এস খতিয়ান নং ৩২৮, ৩৪৭, এল আর খতিয়ান নং ৩৩৮৫, দাগ নং ৮৪১, ৮৪৭। মোট জমি ১৩ ডেসিমেল (বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরের মাপ ১২২০ বর্গফুট এবং ফার্স্ট ফ্লোর ১২২০ বর্গফুট)। ১৯৫২ সালের দলিল নং I–১১২৬৪ অনুযায়ী। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– শ্রী চিত্তরঞ্জন মণ্ডলের বাড়ি; দক্ষিণ– ৮ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা; পূর্ব– শ্রী সঞ্জীব সাহার বাড়ি; পশ্চিম– শ্রীমতী নিরুপমা দত্তের বাড়ি।	ক) ০৩.০৪.২০১৭ খ) ₹৩৭,০৯,৯৫২.০০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ২৮.০৬.২০১৭ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৫২,৪২,০০০.০০ খ) ₹৫,২৪,২০০.০০ গ) ₹৫৩,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩	শাখা অফিস: বেথুয়াডহরি মিঃ বক্কর শেখ (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা), পিতা– মজরম শেখ ওরফে মগরম শেখ ওরফে মকরাম শেখ, প্রাইমারি স্কুলের কাছে, গ্রাম– রাজাপুর মুসলমানপাড়া, জেলা– নদিয়া, পোঃঅঃ ও থানা– নাকাশিপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১১২৬ বক্কর শেখ অ্যাকাউন্ট নং: ০২১৯২৫০০৩১৩৮৩, ০২১৯২ইজি০০০০০০৪৮	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৭ ডেসিমেল মাপের ‘ভিটা’ শ্রেণিভুক্ত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং ১২৩৩, আর এস খতিয়ান নং ২২৮ ও ৪০৫, এল আর খতিয়ান নং ৪৩৮, ৪৮০ ও ৫৩৪ (দলিল মোতাবেক) এবং প্লট নং ১২৩৩/১৭৮৫, এল আর খতিয়ান নং ৪১১/১ (পরচা/ নথি মোতাবেক), মৌজা– রাজাপুর, জে এল নং ৫৩, তৌজি নং ০৪, থানা– নাকাশিপাড়া, এডিএসআর অফিস– বেথুয়াডহরি, জেলা– নদিয়া, নাকাশিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিক্ষেত্রাধীন, ২০০১ সালের দলিল নং I–৬৪১১ অনুসারে সম্পত্তির মালিকানা মিঃ বক্কর শেখ–এর নামে। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– মিঃ খোদাবক্স শেখের সম্পত্তি; দক্ষিণ– রাস্তা; পূর্ব– মিঃ কাশেম শেখের সম্পত্তি; পশ্চিম– মিঃ হাসান শেখের সম্পত্তি।	ক) ২৮.০২.২০২৫ খ) ₹৯৯,৩০,৪০৬.৬৮ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০৯.০৯.২০২৫ গ) প্রতীকী	ক) ₹৮০,৫৯,৭০০.০০ খ) ₹৮,০৫,৯৭০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪	শাখা অফিস: স্বরূপগঞ্জ মেসার্স মা মনসা পাওয়ারলুম (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর: প্রয়াত সাধন দেবনাথ, পিতা– মিঃ কালাচাঁদ দেবনাথ গ্রাম– মহেশগঞ্জ, বাগানেপাড়া, পোঃঅঃ– মহেশগঞ্জ, থানা– নবদ্বীপ, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১৩১৫ মিসেস শচী দেবনাথ (প্রয়াত সাধন দেবনাথের আইনি উত্তরাধিকারী), স্বামী– প্রয়াত সাধন দেবনাথ, গ্রাম– মহেশগঞ্জ, বাগানেপাড়া, পোঃঅঃ– মহেশগঞ্জ, থানা– নবদ্বীপ, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১৩১৫ মিঃ সুখরঞ্জন দেবনাথ (প্রয়াত সাধন দেবনাথের আইনি উত্তরাধিকারী), পিতা– প্রয়াত সাধন দেবনাথ, গ্রাম– মহেশগঞ্জ, বাগানেপাড়া, পোঃঅঃ– মহেশগঞ্জ, থানা– নবদ্বীপ, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১৩১৫ মিঃ সঞ্জয় দেবনাথ (প্রয়াত সাধন দেবনাথের আইনি উত্তরাধিকারী), পিতা– প্রয়াত সাধন দেবনাথ, গ্রাম– মহেশগঞ্জ, বাগানেপাড়া, পোঃঅঃ– মহেশগঞ্জ, থানা– নবদ্বীপ, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১৩১৫ মিঃ সঞ্জীব দেবনাথ (প্রয়াত সাধন দেবনাথের আইনি উত্তরাধিকারী), পিতা– প্রয়াত সাধন দেবনাথ, গ্রাম– মহেশগঞ্জ, বাগানেপাড়া, পোঃঅঃ– মহেশগঞ্জ, থানা– নবদ্বীপ, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১৩১৫	সম্পত্তি নং ১: নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: জেলা– নদিয়া, মৌজা– গাদিগাছা, জে এল নং ১৭, স্বরূপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা এবং এডিএসআর অফিস– নবদ্বীপ, খতিয়ান নং– সাবেক ১৩৭২, ১৪৪৪/১, ৪৬৪, দাগ নং ২৪৬, ২৩৮, ২৩৮/১৮৪২, ২৩৮/১৮৪৩, জমির পরিমাপ ১২.৩৩ ডেসিমেল, দলিল নং ১৯০/১৯৯২ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: প্রয়াত সাধন দেবনাথ, পিতা– মিঃ কালাচাঁদ দেবনাথ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– মিহির দেবনাথের বাড়ি; দক্ষিণ– পঞ্চায়েতি রাস্তা; পূর্ব– মধুসূদন দেবনাথের সম্পত্তি; পশ্চিম– রাজেন্দ্র দেবনাথের সম্পত্তি। সম্পত্তি নং ২: নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: জেলা– নদিয়া, থানা এবং এডিএসআর অফিস– নবদ্বীপ, তৌজি নং ৮, পরগনা– উখড়া, জে এল নং ১৭, মৌজা– গাদিগাছা, মোট জমি ৫.০০ ডেসিমেল, এল আর খতিয়ান নং ১৭৩৬, দাগ নং ২৪৫/২১৬৮, দলিল নং ১৭৩৬/১৯৯৮ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: প্রয়াত সাধন দেবনাথ, পিতা– মিঃ কালাচাঁদ দেবনাথ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (দলিল অনুযায়ী): উত্তর– মিহির দেবনাথের সম্পত্তি; দক্ষিণ– সাধন দেবনাথের সম্পত্তি; পূর্ব– পূর্ণ দেবনাথের সম্পত্তি; পশ্চিম– প্রিয়গোপাল চৌধুরির সম্পত্তি। সম্পত্তি নং ৩: নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: জেলা– নদিয়া, থানা এবং এডিএসআর– নবদ্বীপ, তৌজি নং ৮, পরগনা– উখড়া, জে এল নং ১৭, মৌজা– গাদিগাছা, মোট জমি ৫.৭৩ ডেসিমেল, এল আর খতিয়ান নং ২৫২৯, আর এস এবং এল আর দাগ নং ২৪৬, দলিল নং ২১২৩/২০০৯ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: প্রয়াত সাধন দেবনাথ, পিতা– মিঃ কালাচাঁদ দেবনাথ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (দলিল অনুযায়ী): উত্তর– সাধন দেবনাথের ফাঁকা জমি; দক্ষিণ– কাঁচা রাস্তা; পূর্ব– মদন মোহন দেবনাথের ফাঁকা জমি; পশ্চিম– সাধন দেবনাথের ফাঁকা জমি। সম্পত্তি নং ১, সম্পত্তি নং ২ এবং সম্পত্তি নং ৩ হল পরস্পর সংলগ্ন সম্পত্তি, যেগুলি একক ইউনিট হিসেবে বিক্রি করা হবে।	ক) ২৫.০৪.২০২৪ খ) ₹২৯,৭৩,৩৪০.১০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০৯.০৭.২০২৪ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৫০,৩৫,৪০০.০০ খ) ₹৫,০৩,৫৪০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৫	শাখা অফিস: পলাশীপাড়া মেসার্স জাইদুল মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা) পিতা– মিঃ আবদুল রশিদ মণ্ডল গ্রাম ও পোঃঅঃ– বাউর, থানা– তেহট্ট, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১১৫৫ মিঃ জাইদুল মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা) পিতা– মিঃ আবদুল রশিদ মণ্ডল গ্রাম– বিজয়নগর, পোঃঅঃ– পলাশীপাড়া, জেলা– নদিয়া মিঃ আবদুল হান্নান মণ্ডল (জামিনদার ও বন্ধকদাতা) পিতা– প্রয়াত সামছাদ্দিন মণ্ডল গ্রাম ও পোঃঅঃ– বাউর, থানা– তেহট্ট, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১১৫৫	বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৮ ডেসিমেল ‘ভিটা’ ও ‘বাড়ি’ শ্রেণিভুক্ত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস প্লট নং ৮৭৭, ৮৮০ ও ৮৮১, এল আর প্লট নং ১০০৫, ১০০৯ ও ১০১০, আর এস খতিয়ান নং ৫৬৩, এল আর খতিয়ান নং ১১১৫ ও ১১১৬, মৌজা– বাউর, জে এল নং ২১, তৌজি নং ২, থানা– তেহট্ট, এডিএসআর অফিস– তেহট্ট, জেলা– নদিয়া, পলাশীপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, ১৯৮৫ সালের দলিল নং I–০১৪৮ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ আবদুল হান্নান মণ্ডল এবং মিঃ আবদুল রশিদ মণ্ডল। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– আবদুল হোসেনের বাড়ি; দক্ষিণ– কংক্রিটের ৬ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব– চইনুদ্দিন মণ্ডলের বাড়ি এবং ৬ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম– কংক্রিটের ৮ ফুট চওড়া রাস্তা।	ক) ০১.০৩.২০২৫ খ) ₹৫১,৩৬,২৩৭.৪৪ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০৯.০৯.২০২৫ গ) প্রতীকী	ক) ₹১৮,৯০,৪০০.০০ খ) ₹১,৮৯,০৪০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৬	শাখা অফিস: কৃষ্ণনগর মেসার্স সিংহ ইলেকট্রনিক্স (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর: মিঃ কানাই লাল সিংহ, ৪০, আর এন টেগোর রোড, ফ্যান্সি মার্কেট, কৃষ্ণনগর, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১১০১	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ি নিয়ে গঠিত স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– সোঁদা, জে এল নং ৯৭, দাগ নং ৫০৪/৭৬২৭ (এল আর) খতিয়ান নং ২৯৫৩ (এল আর), ওয়ার্ড নং ৪, হোল্ডিং নং ৩, প্রকৃতি– ‘ভিটা’, জমির পরিমাপ– ৩.৭০ ডেসিমেল, দলিল নং I–৩৪৫২/১৯৯৮ অনুযায়ী কানাই লাল সিংহ–এর নামে রেজিস্টার্ড, কৃষ্ণনগর পুরসভার এলাকাধীন, থানা– কোতোয়ালি, জেলা– নদিয়া। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– পুরসভার রাস্তা; দক্ষিণ– রাণু সাহার বাড়ি; পূর্ব– মনকুমারী পালের বাড়ি; পশ্চিম– জয়ন্ত অধিকারীর বাড়ি এবং চলাচলের সাধারণ পরিসর।	ক) ৩১.০৮.২০২১ খ) ₹৮২,৬৪,৭০০.৯২ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০৮.১২.২০২১ গ) প্রতীকী	ক) ₹৩৬,৮৮,০০০.০০ খ) ₹৩,৬৮,৮০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৭	শাখা অফিস: পলাশীপাড়া মিঃ পায়েমউদ্দিন শেখ, মেসার্স মা এন্টারপ্রাইজের প্রোপ্রাইটর (ঋণগ্রহীতা), পিতা– মিঃ অম্বর আলি শেখ, গ্রাম– বারুইপাড়া, পোঃঅঃ– বারুইপাড়া, থানা– তেহট্ট, জেলা– নদিয়া, পিন– ৭৪১১৫৬ শর্মিষ্ঠা দাস (জামিনদার), পিতা– মিঃ হরিপদ দাস, গ্রাম– বারাসত (দক্ষিণপাড়া), পোঃঅঃ– হরিপুকুরিয়া, থানা– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১২৫৭ মিঃ কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস (জামিনদার), পিতা– মিঃ সুবল চন্দ্র বিশ্বাস, গ্রাম– সতীখালি, পোঃঅঃ– বাউর, জেলা– নদিয়া, পিন– ৭৪১১৫৫ অ্যাকাউন্ট নং: ০৫৫২২১০০৩১৫৫০, ০৫৫২২৫০০২৫৩৪৬ এবং ০৫৫২৩০৬৮২৩১৫৭	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ি বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: তৌজি নং ২, মৌজা– ১২ নং বারুইপাড়া, তৌজি নং ২, খতিয়ান নং– এল আর ৬১১, হাল এল আর ৪৮৬৮, প্লট নং– আর এস এবং এল আর ১২৫২, জমির পরিমাপ ০.১০ একর, তৎসহ দোতলা বাড়ি ও গোডাউন, থানা– তেহট্ট, এডিএসআর– পলাশীপাড়া, জেলা– নদিয়া, ২০১৪ সালের দলিল নং ৫৬৯৪ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ পায়েমউদ্দিন শেখ। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– মসজিদের পুকুর; দক্ষিণ– মোজাম্মেল শেখের জমি; পূর্ব– সুজাউদ্দিন মণ্ডলের জমি; পশ্চিম– পালসান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কংক্রিট দিয়ে ঢালাই করা রাস্তা।	ক) ০৭.০৮.২০২৩ খ) ₹১৯,৮৬,২২৫.৩৬ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০২.১১.২০২৩ গ) প্রতীকী	ক) ₹৪৫,১২,০০০.০০ খ) ₹৪,৫১,২০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৮	শাখা অফিস: ধুবুলিয়া মিন্টু কর্মকার (অ্যাকাউন্ট নম্বর ০৫২৮৩০৬৮২৮৩৬৫) ঋণগ্রহীতা: মিঃ মিন্টু কর্মকার , পিতা– মিঃ মহাদেব কর্মকার, সহ–ঋণগ্রহীতা: মিসেস মিঠু কর্মকার স্বামী– মহাদেব কর্মকার, উভয়ের নিবাস : গ্রাম–বড় কান্দুয়া, পোঃঅঃ– বাটি কান্দুয়া, থানা– নাকাশিপাড়া, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১১৩৮	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: বাটি কান্দুয়া, জেলা– নদিয়া, এডিএসআর– কৃষ্ণনগর, ধর্মদা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা– নদিয়া, মৌজা– বাটি কান্দুয়া, জে এল নং ১০৭, খতিয়ান নং– এল আর ৪৫৯, দাগ নং– আর এস ও এল আর ১৭০, ১৭৯, ১৭০/২৫১, জমির পরিমাপ ৩.৩২ ডেসিমেল, দলিল নং ১৩০১৯১৭৬/২০১৯ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী মিসেস মিঠু কর্মকার, স্বামী– মিঃ মহাদেব কর্মকার। সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী): উত্তর– বুদ্ধদেব কর্মকারের সম্পত্তি; দক্ষিণ– ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েতি রাস্তা; পূর্ব– ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েতি রাস্তা; পশ্চিম– বুদ্ধদেব কর্মকারের সম্পত্তি।	ক) ০১.১১.২০২৩ খ) ₹১৬,০৩,৭৭০.৪৪ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০৬.০২.২০২৪ গ) প্রতীকী	ক) ₹১৬,৮৩,০০০.০০ খ) ₹১,৬৮,৩০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই

শর্ত ও নিয়মাবলি:

এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:

১. সম্পত্তিগুলি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’** এবং **‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. এই বিক্রি **০৩.১১.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.baanknet.com** এবং **https://www.pnb.bank.in** ওয়েবসাইট দেখুন। ই–নিলাম চলার সময় আপসমূলক বিডিংয়ে বিডাররা সর্বশেষ বিডে প্রস্তাবিত অর্থমূল্যের ওপর ওপরে উল্লিখিত বিড বাড়ানোর অর্থমূল্যের গুণিতকে উচ্চতর বিড পেশের সুযোগ পাবেন। পরবর্তী উচ্চতর বিড পেশের জন্য ৫ মিনিট সময় দেওয়া হবে এবং সর্বশেষ উচ্চতম বিড পেশের পর ৫ মিনিট সময়সীমার মধ্যে কোনও বিডার উচ্চতর বিড পেশ না করলে ই–নিলাম বন্ধ করে দেওয়া হবে।
৫. বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আগ্রহী বিডারগণ অনুগ্রহপূর্বক এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন: **মিঃ অনীশ কুমার, মোবাইল: ৯০০২৬৯০২৮৯; মিঃ যীশু বিশ্বাস, মোবাইল: ৯৩৮২১৬৩২৮৪।**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে ৩০/১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৪.১০.২০২৬; স্থান: কৃষ্ণনগর

অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

মঞ্চে দুর্গা ২ তারকা

আগমনির আবাহনে ঋতুপর্ণা

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: ড্যাফোডিলস আয়োজিত ‘আগমনীর আবাহনে’ অনুষ্ঠানে ছিল চাঁদের হাট। সম্প্রতি হাওড়ার শরৎ সদনে অনুষ্ঠিত হল বাঙালিয়ানায় মোড়া এই বিশেষ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। বাংলা পুজোর গান, বাংলা কবিতা, আগমনি ও ভক্তিমূলক গানে নৃত্য পরিবেশন— সব মিলিয়ে মন ভাল করা এক সন্ধ্যা। ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন নারীশক্তি থেকে ভিন্ন বিষয়ের কবিতা। বাংলা পুজোর গানে সলিল–লতা, আশা–আরডি জুটি থেকে, বাপি লাহিড়ী, আরতি মুখোপাধ্যায়, রূপঙ্কর বাগচীর পুজোর গান ও জনপ্রিয় বাংলা চলচ্চিত্রের গানে মাতিয়ে রাখলেন ঝুমকি সেন, অন্বেষা ব্যানার্জি। পরে ছিল বিশিষ্ট অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও তাঁর ডান্স ট্রুপের নৃত্য পরিবেশন। গণেশ বন্দনা থেকে আগমনি গানে চমক ভরা নৃত্য পরিবেশন করেন ঋতুপর্ণা। এই নাচেই তিনি হয়ে উঠলেন দেবী দুর্গা। প্রদ্যোত মুখোপাধ্যায়ের ঢাকের তালে পুজোর আমেজ সৃষ্টি হয়। সঙ্গে ছিলেন পদ্মশ্রী গোকুলচন্দ্র দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় ছিলেন ড্যাফোডিলস–এর কর্ণধার রুদ্র সেন।

‘দেবী দুর্গা’ উৎসবে ডোনা গাঙ্গুলি

মহালয়া থেকে দেবীপক্ষের সূচনা। এই উৎসব নারীশক্তির উদ্‌যাপন। মহিষাসুরমর্দিনী রূপে দেবী দুর্গার ঐশ্বরিক শক্তিকে আহ্বান জানানো হয় এখন। গানে, নাচে, স্তোত্রপাঠে দেবীর আখ্যান অশুভের ওপর পুণ্যের বিজয় চিত্রিত করে। সূক্ষ্ম কারুকাজ করা মণ্ডপ এবং নানা থিমে সাজানো মূর্তিগুলি দেবীর উপস্থিতি অনুভব করায়।

দীক্ষামঞ্জরী–র এই নিবেদন শক্তি আরাধনার নানা গান দিয়ে সাজানো। ওড়িশি নৃত্যের ধারাকে মাথায় রেখেই এই নৃত্য পরিকল্পনা। দুর্গার ভূমিকায় ছিলেন ডোনা গাঙ্গুলি, মহিষাসুরের ভূমিকায় রঘুনাথ দাস, ভাষ্য ও স্তোত্রপাঠে ডাঃ আনন্দ গুপ্ত। ডাঃ আনন্দ গুপ্ত বললেন, আমি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে খুব আনন্দিত। চোদ্দো জনের এই গানের দলে ছিলেন ইংল্যান্ড এবং কলকাতার শিল্পীরা।

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: ‘দেবী দুর্গা’ উৎসবের আয়োজন হল ভারতীয় যাদুঘরে। সংস্কৃতি মন্ত্রক, ভারতীয় যাদুঘর ও শী কাঁথা–র উদ্যোগে। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হল দীক্ষামঞ্জরীর প্রযোজনা ‘রূপং দেহি, জয়ং দেহি’। আসন্ন শারদোৎসবের প্রস্তুতি হিসেবে এক নৃত্য–গীতি আলেখ্য নিবেদিত হল বিশিষ্ট ওড়িশি নৃত্যশিল্পী ডোনা গাঙ্গুলির নৃত্য পরিচালনায়। স্তোত্রপাঠ, সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন দক্ষিণায়ন ইউকে–র ডাঃ আনন্দ গুপ্ত।

ডোনা গাঙ্গুলি ও ডাঃ আনন্দ গুপ্তকে সম্মান জানালেন যাদুঘর কর্তৃপক্ষ।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে সুধীন দাশগুপ্ত আর্কাইভ

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি হয়েছে বাংলা গানের কিংবদন্তি স্রষ্টা সুধীন দাশগুপ্তের আর্কাইভ। জানালেন তাঁর কন্যা সাবেরী দাশগুপ্ত। ৯ অক্টোবর রামমোহন লাইব্রেরির রায়া দেবনাথ হলে সুধীন দাশগুপ্তের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান হাজির ছিলেন তিনি। সেখানেই জানা গেল বাঙালি হিসেবে গর্বিত হওয়ার মতো এই তথ্য। ‘কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে গ্রামোফোন রেকর্ডে আরও একবার ফিরে পাওয়া গেল সুধীনের কালজয়ী সেই সব সৃষ্টিকে। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন জয়ন্ত ঘোষ ও সাম্যদীপ রায়। সহযোগিতায় অর্পণ চ্যাটার্জি ও চন্দন চ্যাটার্জি। উল্লেখ্য, প্রতি মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার নিয়মিত ভাবে এখানে গ্রামোফোন রেকর্ডে গান শোনানোর অনুষ্ঠান হয়।

অপর্ণা মুখোপাধ্যায় স্মরণে

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: জীবনে দুঃখ, যন্ত্রণা স্বাভাবিক। তারই মাঝখানে জীবনের আলো খুঁজতে চেয়েছেন লেখিকা অপর্ণা মুখোপাধ্যায়, তাঁর গল্পে ও কবিতায়। তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থের নামও ছিল ‘আলোর পথে’। ৮৪ বছর বয়সে ৫ অক্টোবর প্রয়াত হলেন তিনি। এবারও কয়েকটি পুজো সংখ্যায় তাঁর কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে ‘ছোটদের গল্প’, ‘পিতরি প্রীতিমাপন্নে’ ও উপন্যাস ‘আকাশপানে হাত বাড়ালেম’। এই উপন্যাসে অন্ধকার জগতে যেতে বাধ্য হওয়া এক নারীর আলোয় ফেরার কথা বলেছেন তিনি। অপর্ণা দেবীর ছেলে যুধাজিৎ প্রাক্তন ক্রিকেটার। আগামীকাল দক্ষিণ কলকাতার চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউটে তাঁকে স্মরণ করবেন তাঁর স্বজন ও অনুরাগীরা।

গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৬, ‘বি’ বিল্ডিং, গঙ্গা ট্রুনো, লোহেগাঁও, পুণে, মহারাষ্ট্র–৪১১০১৪
ব্রাঞ্চ অফিস ইউনিট: সেকেন্ড ফ্লোর, ৫৩এ রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড, বাটা মোড়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০০১৬।

ই–নিলাম–বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সারফায়েসি অ্যাক্টের অধীনে সুরক্ষিত স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (‘অ্যাক্ট’) অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (উক্ত অ্যাক্ট অনুসারে এখানে এর পরে ‘সুরক্ষিত ঋণদাতা’ হিসেবে উল্লিখিত)–এর কাছে বন্ধক রাখা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(১২) ধারাধীনে সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে দখল নিয়েছেন।
সুরক্ষিত এই পরিসম্পদগুলি ৩০.১০.২০২৬ তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’ ভিত্তিতে ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। এতদ্দ্বারা জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে, **https://www.bankeauctions.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ্য নিলাম পরিচালিত হবে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহপূর্বক জিএইচএফএল/ সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.grihumhousing.com** দেখুন।

ক্রম নং	প্রোপোজাল নম্বর গ্রাহকের নাম {A}	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং বকেয়া অর্থাঙ্ক {B}	দখলের প্রকৃতি {C}	সম্পত্তির বিবরণ {D}	সংরক্ষণ মূল্য {E}	ইএমডি (সংরক্ষণ মূল্যের ১০%) {F}	ইএমডি জমার শেষ তারিখ {G}	বিড বাড়ানোর মূল্য {H}	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময় {I}	নিলামের তারিখ ও সময় {J}	জানা দায়/ আদালতের মামলা (যদি থাকে) {K}
১.	লোন অ্যাকাউন্ট নং LAP0632200000005009337 সুশান্ত বেরা (ঋণগ্রহীতা) শিখা বেরা (সহ–ঋণগ্রহীতা)	নোটিসের তারিখ: ১১.১১.২০২৫ মোট বকেয়া: ₹১১,১৬,৮৫২/– (এগারো লক্ষ ষোলো হাজার আটশো বাহান্ন টাকা মাত্র) যা ১১.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় এবং এর সাথে সম্পূর্ণ আদায় হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ১৭.৮৫% হারে সুদ প্রযোজ্য।	বাস্তবিক	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের দোকান ঘর যার স্থিতি ও বিবরণ: দোকান ঘর নং ৫ এবং ৫এ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, পূর্ব দিক এবং দক্ষিণ দিক, পরিমাপ প্রায় ২২১ এবং ১০৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট–আপ এরিয়া, সাধারণভাবে ‘নিলালয়’ নামে পরিচিত ভবনে, যা প্রায় ২ কাঠা ৪ ছটাক (সামান্য কমবেশি) জমির প্লটের উপর নির্মিত, মৌজা– খর্দবহের, জে এল নং ৬, তৌজি নং ৫৪০, আর এস খতিয়ান নং ২১৯, এল আর খতিয়ান নং ২৬৭৩, আর এস দাগ নং ২২/৮০৮, এল আর দাগ নং ৭৩, থানা– উত্তরপাড়া, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার অন্তর্গত, জেলা– হুগলী। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** দোকান নং ৫ (পূর্ব দিক)–এর জন্য: উত্তরে– হরিসভা রোড; দক্ষিণে– শ্রী নির্মল ঘোষ এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি; পূর্বে– বিবেকানন্দ রোড; পশ্চিমে– শ্রী নির্মল ঘোষ এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি। দোকান নং ৫এ (দক্ষিণ দিক)–এর জন্য: উত্তরে– হরিসভা রোড; দক্ষিণে– শ্রী নির্মল ঘোষ এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি; পূর্বে– বিবেকানন্দ রোড; পশ্চিমে– শ্রী নির্মল ঘোষ এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি।	₹ ১০,৭১,৫৩৯.০০ (দশ লক্ষ একাত্তর হাজার পাঁচশো উনচল্লিশ টাকা মাত্র)	₹ ১,৭,১৫৩.৯০ (এক লক্ষ সাত হাজার একশো তিপান্ন টাকা নব্বই পয়সা মাত্র)	২৯.১০.২০২৬ বিকেল ৫টার আগে	₹ ১০,০০০.০০	২৩.১০.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে)	৩০.১০.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো)	শূন্য
২.	লোন অ্যাকাউন্ট নং HL00645000000005051301 তরুণ সরকার (ঋণগ্রহীতা) কাজল সরকার (সহ–ঋণগ্রহীতা) হরিপদ সরকার	নোটিসের তারিখ: ১১.১২.২০২৫ মোট বকেয়া: ₹৫,৮৬,০১৬/– (পাঁচ লক্ষ ছিয়াশি হাজার ষোলো টাকা মাত্র) যা ১২.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় এবং এর সাথে সম্পূর্ণ আদায় হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ১৫.৬% হারে সুদ প্রযোজ্য।	বাস্তবিক	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের জমি যার পরিমাপ প্রায় ২– ২/৫ শতক, সাথে একতলা ভবন যার কার্পেট এরিয়ার পরিমাপ প্রায় ৩২৩ বর্গফুট যা ৩৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ট–আপ এরিয়ার সমান (ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী), যা আর এস দাগ নং ১১০৭–এর অংশ এবং তৎসংলগ্ন এল আর দাগ নং ১৭১৫, হাল খতিয়ান নং ১৮১ (দলিল অনুযায়ী) এবং এল আর খতিয়ান নং ১৪৫৪, জে এল নং ৮৪, রে সা নং ৩০৬, তৌজি নং ২১৬৭, মৌজা– আশরাফাবাদ, থানা– হাবড়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা–এর অন্তর্গত, বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৭৪/৬১, গৌর বঙ্গ রোড বাই লেন–৪ (ট্যাক্স অনুযায়ী) হিসেবে পরিচিত ও চিহ্নিত, যা হাবড়া পৌরসভার সীমানার মধ্যে মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং ১২ (ট্যাক্স অনুযায়ী)–এর অধীনে অবস্থিত।	₹ ₹৭,৭৮,১৮২.০০/ (সাত লক্ষ আটাত্তর হাজার একশো বিরাশি টাকা মাত্র)	₹ ₹৭৭,৮১৮.২০/– (সাতাত্তর হাজার আটশো আঠারো টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র)	২৯.১০.২০২৬ বিকেল ৫টার আগে	₹ ১০,০০০.০০	২৩.১০.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে)	৩০.১০.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো)	শূন্য

নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে সুরক্ষিত ঋণদাতার শাখায় এসে নিলামে তোলা সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করে নিজস্ব অনুসন্ধান চালিয়ে সম্পত্তি সংক্রান্ত অতিরিক্ত চার্জ, দায়ভার ও অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ সম্পর্কে জেনে নিজে সন্তুষ্ট হয়ে নেওয়ার জন্য আগ্রহী বিডার/ক্রেতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সম্পত্তির ওপর নির্ধারিত সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল/ জল কর ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ বকেয়া সফল বিডারকেই প্রদান করতে হবে।
যথেষ্ট সময় হাতে থাকতেই সম্পর্কিত পোর্টালে আগ্রহী বিডারদের নাম রেজিস্টার করিয়ে নিতে হবে এবং ই–বিডিংয়ের জন্য বাধ্যতামূলক লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড নিলামের সার্ভিস প্রোভাইডার সি১ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, ঠিকানা: প্লট নং ৬৮, ফ্লোর নং ৩, গুড়গাঁও, হরিয়ানা–১২২০০৩, হেল্পলাইন নম্বর: ৭২৯১৯৮১১২৪, ২৫, ২৬, সাপোর্ট ই–মেল আইডি: Support@bankeauctions.com, **যোগাযোগের ব্যক্তি: ধরণী পি, ই–মেল আইডি: dharani.p@c1india.com, যোগাযোগের নম্বর: ৯৯৪৮১৮২২২২**–এর থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, আগ্রহী বিডাররা কেবলমাত্র এঁদের থেকেই ই–নিলামের অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। **২৯.১০.২০২৬** বা তার আগে আগ্রহী ক্রেতা/বিডাররা বায়না অর্থাঙ্ক (ইএমডি) যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত বা তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে এনইএফটি/ আরটিজিএস/ ডিমান্ড ড্রাফট রূপে ‘Grihum Housing Finance Limited- Auction Proceeds A/c’ (ব্যাঙ্কের নাম: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড; অ্যাকাউন্ট নম্বর: 091551000028; আইএফএস কোড: ICIC0000915, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, পঞ্চশীল টেক পার্ক, গণপতি চকের কাছে, ৪৩/44, বিমান নগর–৪১১০১৪)–এর অনুকূলে জমা দিয়ে https://www.bankeauctions.com ওয়েবসাইটে নিজেদের নাম রেজিস্টার করবেন এবং সার্ভিস প্রোভাইডারের থেকে বিনামূল্যে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করে নেবেন। ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের নাম রেজিস্ট্রেশনের পরে আগ্রহী ক্রেতা/বিডাররা নিম্নলিখিত আপলোড করা নথিগুলি ই–মেলের মাধ্যমে প্রেরণ করবেন এবং এগুলির স্ব–স্বাক্ষরিত মুদ্রিত প্রতিলিপি জমা দেবেন **এই ঠিকানায়: সেকেন্ড ফ্লোর, ৫৩এ রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড, বাটা মোড়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০০১৬। মোবাইল নং– +৯১ ৮২৮১১৩৮১৪৩, ই–মেল আইডি– p.adith@grihumhousing.com**। শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে এবং ই–নিলামে অংশ নিতে অনুগ্রহপূর্বক **https://www.bankeauctions.com** এবং **www.grihumhousing.com** দেখুন।
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) অধীনে সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই নোটিসটি ১৫ (পনেরো) দিনের নোটিস হিসেবেও বিবেচনা করতে হবে।

ইংরেজি সংবাদপত্র ও আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনও ফারাক পরিলক্ষিত হলে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড সংবাদপত্রে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ভাষ্য সঠিক রূপে বিবেচিত হবে।

তারিখ: ১৪.১০.২০২৬
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ

স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক
গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক / punjab national bank ...the name you can BANK upon!

০৩.১১.২০২৬ তারিখের ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, দুর্গাপুর
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর–৭১৩২১৩, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। ই–মেল: cs8222@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ইএমডি (বায়না জমা) এবং নথিপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়: ই–নিলামের তারিখ অর্থাৎ, ০৩.১১.২০২৬, দুপুর ২টো পর্যন্ত
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) অধীনে এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ
[সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক / বাস্তবিক দখলে রয়েছে]

ক্রম নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম, ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ এবং স্বত্বধারকের নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতার নাম] এবং দখলের প্রকৃতি	ক) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) ১৩(২) নোটিসের তারিখে বকেয়া	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য (টাকার অঙ্কে)	ই–নিলামের তারিখ ও সময়
১	শাখা অফিস: ০৪৫০২০– সিটি সেন্টার (দুর্গাপুর) অ্যাকাউন্টের নাম: মেসার্স এনটিইসি ইঞ্জিনিয়ারস (প্রাঃ) লিঃ ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার: ১. মেসার্স এনটিইসি ইঞ্জিনিয়ারস (প্রাঃ) লিঃ হোল্ডিং নং ২৩০, বাদু রোড, পোঃঅঃ– মধ্যমগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা– ৭০০১২৮ শ্রী আশিস কুমার ব্যানার্জি, গোপীনাথপুর, ১৪৫/এন, পোঃঅঃ– বিধাননগর, দুর্গাপুর–৭১৩২১২ শ্রী মনোজিৎ কুমার সাহা, পিতা– প্রয়াত ভোলানাথ সাহা, ১৭/১এইচ, সেভেন ট্যাঙ্কস লেন, পোঃঅঃ– বেলগাছিয়া, কলকাতা–৭০০০৩০ শ্রী রঞ্জিত কুমার সাহা, পিতা– প্রয়াত ভোলানাথ সাহা, ১৪জি, সমর সরণি, পোঃঅঃ– সিঁথি, কলকাতা–৭০০০৫০	প্রায় ৪ কাঠা ৩ ছটাক ৩০ বর্গফুট জমি ও এর উপরিস্থিত তিনতলা আবাসবাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ১৪জি, সমর সরণি, সাউথ সিঁথি রোড, ডিহি পঞ্চান্ন গ্রাম, ডিভিশন নং ১, সাব ডিভিশন XV, হোল্ডিং নং ১২২ ও ১২৯, থানা– কাশীপুর, কলকাতা–৭০০০৫০, ১৯৮৩ সালের দলিল নং ৬৬৫৮ অনুযায়ী স্বত্বধারক: রঞ্জিত কুমার সাহা। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ০৬.০৭.২০২১ খ) ০৮.১০.২০২১ (প্রতীকী দখল) গ) ₹৪,০৯,০৩,৮৭৭.১৭ (চার কোটি নয় লক্ষ তিন হাজার আটশো সাতাত্তর টাকা এবং সতেরো পয়সা মাত্র), ৩০.০৬.২০২১ অনুযায়ী	ক) ₹১,৮৪,৫৫,০০০.০০ খ) ₹১৮,৪৫,৫০০.০০ গ) ₹৫০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে
২	শাখা অফিস: ৪৭৩৬০০– পাণ্ডবেশ্বর অ্যাকাউন্টের নাম: মেসার্স স্টার এন্টারপ্রাইজ ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার: মেসার্স স্টার এন্টারপ্রাইজ প্রোপ্রাইটর: মিসেস সবিতা ঘোষ, গ্রাম ও পোঃঅঃ– রামনগর, থানা– পাণ্ডবেশ্বর, জেলা– বর্ধমান, পিন–৭১৩৩৪৬ মিসেস সবিতা ঘোষ, স্বামী– প্রয়াত বরুণ কুমার ঘোষ, গ্রাম ও পোঃঅঃ– রামনগর, থানা– পাণ্ডবেশ্বর, জেলা– বর্ধমান, পিন–৭১৩৩৪৬ মিঃ সাগর ঘোষ, পিতা– প্রয়াত বরুণ কুমার ঘোষ, গ্রাম ও পোঃঅঃ– রামনগর, থানা– পাণ্ডবেশ্বর, জেলা– বর্ধমান, পিন–৭১৩৩৪৬	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, থানা– পাণ্ডবেশ্বর, মৌজা– দেলুরবাঁধ, জে এল নং ৪, পূর্ববর্তী স্বত্বাধিকারীর এল আর খতিয়ান নং– ১৭২১, স্বত্বাধিকারিণী সবিতা ঘোষের এল আর খতিয়ান নং– ৩৫৬৯, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৫৪০, জমির পরিমাপ– ৪.৬৬ ডেসিমেল (দান দলিল অনুসারে), মোট জমি ৭ ডেসিমেল (এলআর আরওআর অনুসারে), ২০১৯ সালের দলিল নং ৪৩৪২ অনুসারে সম্পত্তির স্বত্বধারক: সবিতা ঘোষ। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ০৭.০১.২০২৫ খ) ০৯.০৪.২০২৫ (প্রতীকী দখল) গ) ₹৭১,৬৪,৬৭৫.১১ (একাত্তর লক্ষ চৌঁষট্টি হাজার ছশো পঁচাত্তর টাকা এবং এগারো পয়সা মাত্র), ২১.১১.২০২৪ অনুযায়ী	ক) ₹৫৮,৮০,০০০.০০ খ) ₹৫,৮৮,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে
৩	শাখা অফিস: ০১৫৮০০– দুর্গাপুর ভিরিঙ্গি অ্যাকাউন্টের নাম: মেসার্স রুদ্রাক্ষ মেটাল অ্যান্ড মিনারেল ইন্ডাস্ট্রিজ ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার: ১. মেসার্স রুদ্রাক্ষ মেটাল অ্যান্ড মিনারেল ইন্ডাস্ট্রিজ অংশীদারগণ: মিঃ ব্যাসমুনি গুপ্তা এবং মিঃ নিত্যানন্দ গুপ্তা ২. মিঃ ব্যাসমুনি গুপ্তা, পিতা– প্রয়াত কিষাণ গুপ্তা ৩. মিঃ নিত্যানন্দ গুপ্তা, পিতা– ব্যাসমুনি গুপ্তা সকলের ঠিকানা: গুপ্তা ভবন, ফিলিপস লেন, স্ট্রিট নং ২৭, বেনাচিতি, দুর্গাপুর– ৭১৩২১৩	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা– শ্রীরামপুর, জে এল নং ২৫, দাগ নং ২৬৩, খতিয়ান নং ১৭১, ১৭২, ১৭৩, থানা– সালানপুর, ডেন্ডুয়া, চিত্তরঞ্জন রোড, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, জমির পরিমাপ ৩৭ কাঠা বা ৬১.৫ ডেসিমেল, ২০১০ সালের দলিল নং ০৯৫৩৪ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা মেসার্স রুদ্রাক্ষ মেটাল অ্যান্ড মিনারেল ইন্ডাস্ট্রিজ–এর নামে। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ০৯.০৭.২০১৫ খ) ২৭.১১.২০১৫ (প্রতীকী দখল) গ) ₹২৬,১৪,৬৬১.২৫ (ছাব্বিশ লক্ষ চোদ্দ হাজার ছশো একষট্টি টাকা এবং পঁচিশ পয়সা মাত্র), ২৮.০২.২০১৫ অনুযায়ী	ক) ₹৩৯,৬৫,০০০.০০ খ) ₹৩,৯৬,৫০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে
৪	শাখা অফিস: ৪৭৬৭০০– বিসিইটি দুর্গাপুর অ্যাকাউন্টের নাম: মিসেস জয়িতা রায় ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার: মিসেস জয়িতা রায় স্বামী– দুর্গা রায় ১৩/১১, ভারতী রোড, ‘বি’ জোন, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩২০৫	সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ৮ ছটাক জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সমেত এই জমিতে নির্মিত ‘কাণ্ডারী অ্যাপার্টমেন্ট’ (বর্তমানে নাম ‘মাতৃকালয়’) নামক বহুতল ভবনের ৩ নং ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ১২৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট ও ১০৩ নম্বরযুক্ত একটি ৩ বিএইচকে আবাসিক ফ্ল্যাট এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১৩৫ বর্গফুট মাপের একটি কভার্ড কার পার্কিং স্পেসের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা– নয়াবাদ, কলকাতা পুরনিগম, অ্যাসেসি নং ৩১–১০৯–০৮–২৩০২–০৮, ওয়ার্ড নং ১০৯, প্লট নং ১৩, প্রেমিসেস নং ২৩০২, নয়াবাদ, আর এস জে এল নং ২৫, জে এল নং ১১৯, আর এস নং ৩, তৌজি নং ৫৬, অংশ বিশেষে আর এস প্লট নং ১৩৫ (অংশ), আর এস খতিয়ান নং ১০১, যাদবপুর কো–অপারেটিভ ল্যান্ড অ্যান্ড হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড ফেজ–২, পোঃঅঃ– মুকুন্দপুর, থানা– পূর্ব যাদবপুর (পূর্বতন কসবা), দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ২০২৩ সালের দলিল নং I–১৯০২১৪৪৭৮ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিসেস জয়িতা রায়, স্বামী– দুর্গা রায়। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ২৮.১০.২০২৫ খ) ২৬.০২.২০২৬ (প্রতীকী দখল) গ) ₹৪৪,৪০,৫১৭.৫২ (চুয়াল্লিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার পাঁচশো সতেরো টাকা বাহান্ন পয়সা মাত্র), ২৮.০৮.২০২৫ অনুযায়ী	ক) ₹৪৬,০০,০০০.০০ খ) ₹৪,৬০,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে
৫	শাখা অফিস: ০১৫৮০০– ভিরিঙ্গি দুর্গাপুর অ্যাকাউন্ট: মেসার্স অ্যাকোয়া লাইফ ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার: ১. মেসার্স অ্যাকোয়া লাইফ, প্রোপ্রাইটর: শিপ্রা গুহ এফ–১১৬, সাগরভাঙ্গা কলোনি, দুর্গাপুর, পিন– ৭১৩২১১ ২. শ্রী বিশ্বনাথ গুহ, পিতা– রথীন্দ্রনাথ গুহ এফ–১১৬, সাগরভাঙ্গা কলোনি, দুর্গাপুর, পিন– ৭১৩২১১ ৩. শ্রী পার্থসারথি গুহ এফ–১১৬, সাগরভাঙ্গা কলোনি, দুর্গাপুর, পিন– ৭১৩২১১ ৪. শ্রী পীতাম্বর গুহ এফ–১১৬, সাগরভাঙ্গা কলোনি, দুর্গাপুর, পিন– ৭১৩২১১ ৫. শ্রী রথীন্দ্রনাথ গুহ, পিতা– সুশীল কুমার গুহ এফ–১১৬, সাগরভাঙ্গা কলোনি, দুর্গাপুর, পিন– ৭১৩২১১ ৬. মিসেস শিপ্রা গুহ এফ–১১৬, সাগরভাঙ্গা কলোনি, দুর্গাপুর, পিন– ৭১৩২১১	মেসার্স অ্যাকোয়া লাইফ, প্রোপ্রাইটর: মিসেস শিপ্রা গুহ, স্বামী– রথীন্দ্রনাথ গুহ–এর স্বত্বাধীনে শেড, প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি–সহ নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– কোচকুন্ডা, জে এল নং ৩২, খতিয়ান নং ১১০৭, ১০১৪, আর এস প্লট নং ৪৭২, ৪৭৩, পোঃঅঃ– শীতলা, থানা– বড়জোড়া, জেলা– বাঁকুড়া, পিন– ৭২২২০২, ৩১.০৩.২০১৪ তারিখের দলিল নং I–৭২০, জমির পরিমাপ ৩৩ শতক। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]	ক) ১৫.১০.২০২২ খ) ০৩.০২.২০২৩ গ) ₹৩৯,৭৪,১৪৫.৫৫ (উনচল্লিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র), ৩০.০৯.২০২২ অনুযায়ী	ক) ₹৩১,৮৪,০০০.০০ খ) ₹৩,১৮,৪০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে

শর্ত ও নিয়মাবলি:
এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:
১. সম্পত্তিগুলি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. এই বিক্রি **০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইট দেখুন।
৫. বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আগ্রহী বিডারগণ অনুগ্রহপূর্বক এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন: **মিঃ অশোক কুমার (চিফ ম্যানেজার), মোবাইল: ৯১০২৪০৫৭৯০।**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে ৩০/১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৩.১০.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Union Bank of India A Government of India Undertaking

আঞ্চলিক কার্যালয় বৃহত্তর কলকাতা
৩, মিডলটন রো, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০৭১

পরিশিষ্ট–IV [নিয়ম ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু:
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর নিয়ম ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)–এর ১৩(১২) নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক সুদ সমেত আদায় দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা, সহ–ঋণগ্রহীতা, জামিনদার এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উপরোক্ত নিয়মসমূহের নিয়ম নং ৮–সহ পঠনীয় উপরোক্ত আইনের ধারা ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে উল্লিখিত তারিখে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন নীচে প্রতি ঋণগ্রহীতার নামের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক এবং এর ওপর সুদ ও চার্জ সমেত **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত আইনের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) বন্ধকদাতার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) শাখার নাম	সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক (₹) গ) দখলের তারিখ
১	ক) **আবেদনকারী / বন্ধকদাতা: মিঃ অভিষেক দাস** পিতা– প্রয়াত তরুণ কুমার দাস **মিসেস সহেলি দাস ব্যানার্জি** স্বামী: অভিষেক দাস খ) **মিঃ অভিষেক দাস** গ) **লেক টাউন শাখা (৫৩৯০৭৪)** ৭২০, ব্লক ‘এ’, লেকটাউন, দক্ষিণ দমদম, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পিন–৭০০০৮৯	স্কিম প্লট নং ১৫ সংবলিত সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ১২ ছটাক ৪১ বর্গফুট মাপের চিহ্নিত বাস্তু জমি এবং এর উপরিস্থিত নবনির্মিত তিনতলা বিল্ডিংয়ের অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ এবং অপর সকল সাধারণ সুযোগ–সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত উক্ত নবনির্মিত তিনতলা বিল্ডিংয়ের ২ নং ফ্লোরে দক্ষিণ–পশ্চিম ভাগে ২টি বেডরুম, ১টি লিভিং কাম ডাইনিং রুম, ১টি কিচেন ও ১টি টয়লেট নিয়ে গঠিত ও সামান্য কমবেশি ৮২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথক ফ্ল্যাট নং ২সি–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– সুলতানপুর, জে এল নং ১০, রে সা নং ১৪৮, তৌজি নং ১৭৩, সি এস এবং আর এস দাগ নং ১৭২৩, সি এস খতিয়ান নং ৫১৫, আর এস খতিয়ান নং ১৩৫৪ ও ১৩৫৬, হোল্ডিং নং ২৯/১৩০, খলিসাকোটা পল্লী, নং ৩, খলিসাকোটা পল্লী, কলকাতা–৭০০০৫১, উত্তর দমদম পুরসভার অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং ১৯ (পূর্বতন নং ২৮), দমদম থানার অধিক্ষেত্রাধীন, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর–কাশীপুর, দমদম। **সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ অভিষেক দাস ও মিসেস সহেলি দাস।** সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– মনসা সরকারের সম্পত্তি; দক্ষিণ– ৭ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব– রামচন্দ্র পালের সম্পত্তি; পশ্চিম– ১২ ফুট চওড়া রাস্তা।	ক) ১৩.০৬.২০২৬ খ) ₹৭,৪৩,৫০২.০৮ (সাত লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো দুই টাকা আট পয়সা মাত্র), তৎসহ ঋণ নথির শর্ত ও নিয়মাবলি মোতাবেক চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ গ) ১২.১০.২০২৬

তারিখ: ১২.১০.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

খেলা

সেরা শুভমান, শেফালি

আইসিসি-র বিচারে সেপ্টেম্বরের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন শুভমান গিল। মহিলা বিভাগে সেরা হয়েছেন ভারতের শেফালি ভার্মা। অন্যদিকে আইসিসি-র মহিলা ওডিআই ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানে আছেন ভারতের নতুন অধিনায়ক স্মৃতি মানধানা।

স্যর গ্যারির গায়ে গাভাসকারের সোয়েটার

দেবাশিস দত্ত

স্যর গারফিল্ড সোবার্সকে নিয়ে আলোচনার জন্য ব্রায়ান লারার কাছে আমন্ত্রণ পৌঁছে দিয়েছিল মুম্বই জিমখানা কর্তৃপক্ষ। সৌরভ গাঙ্গুলির সঙ্গে বিলেতে তার পরিবারের আমন্ত্রণে হাজির থাকার কারণে লারা আসতে পারেননি। তা বলে তো আর ঘোষিত কর্মসূচি বাতিল করা যায় না। তাই ডাক পড়েছিল সুনীল গাভাসকারের। সানির হাত ধরে এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের দীর্ঘদেহী পেসার ইয়ান বিশপ।

এ ধরনের অনুষ্ঠান জমানোর ব্যাপারে যিনি সিদ্ধহস্ত সেই গাভাসকার সত্যিই মাতিয়ে দিলেন। ওখানে তিনি স্বীকার করে নেন, 'ঘরোয়া ক্রিকেটে আমার প্রিয় ছিল এমএল জয়সীমা। আর বিদেশের মানচিত্রে রোহন কানহাই। এটা সবাইর জানা। কিন্তু আমার একটা স্বপ্ন ছিল যে আমার আউটসুইঙ্গারে গ্যারি সোবার্স আউট হয়ে যাচ্ছেন...এই স্বপ্নটা অবশ্য পূরণ হয়নি। এমনকী স্যর গ্যারির সঙ্গে ব্যাটিং করার সুযোগও পায়নি।'

এগুলো যে গাভাসকারের টার্গেট তালিকায় ছিল, তা অনেকেরই জানা ছিল না। এই অনুষ্ঠানে তিনি ফাঁস করলেন আরও একটি তথ্য, 'একটা সময় এসেছিল বটে যখন স্যর গ্যারির সঙ্গে আমি ক্রিজে। কিন্তু ডেনিস লিলির বলে স্যর গ্যারি আউট হয়ে যাওয়ায় আমার সেই স্বপ্নপূরণ হয়নি। তবে অনেকদিন পরে মনে পড়ছে একটি তথ্য। স্যর গ্যারির যে ২৫৪ রানের ইনিংস ঘিরে গোটা বিশ্ব এখনও আলোড়িত হয়, সেই ইনিংসে সোবার্স ক্রিজে গিয়েছিলেন আমার সোয়েটার পরে। তাতে আমার যে কী আনন্দ হয়েছিল বলে বোঝাতে পারব না। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি এত গল্প বলা সত্ত্বেও, এই সোয়েটারের গল্পটা আগে কখনও কেন বলিনি।'

ভারতের হয়ে নতুন বলে আক্রমণ শুরু করেছিলেন তিনি। এগুলো কপিলদেবের মঞ্চে আসার আগের ঘটনা। একদা সোলকার, কারসন ঘাউড়িরা ছিলেন তাঁর নতুন বলের পার্টনার। একথা উল্লেখ করতে হবে সানি বলছিলেন, 'খুব খারাপ বোলার আমি ছিলাম না। তা না হলে কি আর জাহির আব্বাসের উইকেট আমার ঝুলিতে আসত? ওই সময় স্বপ্ন দেখতাম, আমার বলে স্যর গ্যারি এলবিডব্লু হচ্ছেন। বাঁক খাওয়ানো ডেলিভারি বুঝতে না পেরে স্যর গ্যারির মতো ব্যাটারকে আউট করতে পারছি, এই স্বপ্নটাও তখন দেখতাম। লাক খারাপ, এই সব কৃতিত্ব অর্জন করতে পারিনি। সেসব অবশ্য অন্য কথা।'

ধোনি খেলবেন, আশায় সিএসকে

আজকালের প্রতিবেদন

গত কয়েক বছর ধরে আইপিএলের শুরু থেকেই একটাই প্রশ্ন তাড়া করে, এমএস ধোনি খেলবেন তো? গত বছর সারা মরশুম জুড়েই তাড়া করেছিল এই প্রশ্নটা। প্রতি ম্যাচের আগেই আশায় বুক বেঁধেছেন দর্শকরা। কিন্তু একটি ম্যাচেও মাঠে নামতে পারেননি ধোনি।

এবার কী হবে? এখনও ধোনির দিক থেকে পরিষ্কার কোনও বার্তা আসেনি। তবে চেন্নাই সুপার কিংসের সিইও কাশী বিশ্বনাথনের আশা, 'ধোনি চেন্নাইয়ে আসার পর এই ব্যাপারে হয়তো কিছু জানা যাবে। তখন ওর সিদ্ধান্ত জানাবে। ও কিন্তু এখনও একজন ক্রিকেটার। আশা করি এবার ও খেলতে পারবে।'

ধোনির বয়স আপাতত ৪৫ বছর। আইপিএলের আঙিনায় তিনিই সবচেয়ে বর্ষীয়ান ক্রিকেটার। আগের মরশুমে খেলতে না পারলেও দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন। বিদায়ী কোচ স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের কথায়, 'আগেরবারে ধোনি খেলতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু ওর উপস্থিতির আলাদা একটা মূল্য আছে। দলের ওপর ওর একটা প্রভাব রয়েছে। ওর পরামর্শ তরুণদের উজ্জীবিত করে।' সিএসকে-তে ধোনির দীর্ঘদিনের সতীর্থ ছিলেন সুরেশ রায়না। তিনি বলেন, 'আমি বলেছি, আগেরবার আমরা তোমাকে পাইনি। এবার কোনও কথা শুনছি না। তোমাকে খেলতেই হবে।'

সূত্রের খবর, বিভিন্ন বিষয়ে ধোনির সঙ্গে দলের কর্তাদের মতপার্থক্য ছিল। সেই কারণে ধোনি নিজেও কিছুটা গুটিয়ে ছিলেন।

আজ হালান্ড-চ্যালেঞ্জ পিএসজির

আজকালের প্রতিবেদন

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডের দ্বিতীয় দিনে জমজমাট লড়াই। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে নামছে শেষ দু'বারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী দল প্যারিস সাঁ জাঁ। বর্তমানে ঘরোয়া লিগে দুটি দলই দারুণ ছন্দে রয়েছে। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ম্যান সিটি টানা আটটি ম্যাচ জিতেছে। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তারা প্রথম হোম ম্যাচ খেলবে। সেখানে ঘরের সমর্থকদের সুবিধা পুরোপুরি তুলতে মরিয়া এনজো মারেস্কার দল। তাঁর দলের আক্রমণভাগে রয়েছেন আর্লিং হালান্ডের মতো ধ্বংসাত্মক মেজাজের ফুটবলার। যা পিএসজি রক্ষণকে বাড়তি চাপে রাখবে।

অন্যদিকে, পিএসজি-র হয়ে ফরাসি লিগের শেষ ম্যাচে ওসমান ডেম্বেলে না খেললেও এদিন সিটির বিরুদ্ধে তাঁকে মাঠে নামাতে পারেন কোচ লুই এনরিকে। যদি দুই দলের দুই সেরা অস্ত্র মাঠে নামেন, সেক্ষেত্রে হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ দেখা যেতেই পারে।

এদিন রাতে রোমার বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ রয়েছে রিয়েল মাদ্রিদের। হোসে মোরিনহোর কোচিংয়ে একেবারেই চেনা ছন্দে দেখা যাচ্ছে না রিয়েল শিবিরকে। কিলিয়ান এমবাপে হাঁটুর চোট সারিয়ে মাঠে ফিরলেও ছন্দে উঠতে পারছেন না। ভিনিসিয়াস জুনিয়রও প্রত্যাশামাফিক খেলতে ব্যর্থ। রোমার বিরুদ্ধে তাঁদের দিকেই তাকিয়ে থাকবে মাদ্রিদ ব্রিগেড। শুধু জয় নয়, এদিন গোল পার্থক্য বাড়ানোর দিকেও নজর দিতে হবে মোরিনহোর দলকে।

আরেকটি ম্যাচে, অস্ট্রিয়ার এলএএসকে-র সঙ্গে খেলা রয়েছে লিভারপুলের। দলগত শক্তির বিচারে লিভারপুল অবশ্যই এগিয়ে থাকবে। তবে এলএএসকে-র মতো অপরিচিত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাবধানতাও অবলম্বন করতে হবে প্রিমিয়ার লিগের দলটিকে।

আজ
চ্যাম্পিয়ন্স লিগে
এলএএসকে : লিভারপুল
(রাত ১০-১৫)
রোমা : রিয়েল মাদ্রিদ
ম্যান সিটি : পিএসজি
বোডো : ডর্টমুন্ড
(রাত ১২-৩০)
সোনি স্পোর্টস

মেসির অনুবাদক রোনাল্ডো!

আজকালের প্রতিবেদন: ফুটবল মাঠে তারা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। তবে মাঠের বাইরে দু'জনের সম্পর্ক কেমন, তা জানতে আগ্রহ বিশ্বজোড়া ফুটবল ভক্তদের। সম্প্রতি এক পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় লিওনেল মেসির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা তুলে ধরলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। খেলার মাঝে একে-অপরের কথা বলার ফুরসত থাকত না। তবে একাধিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে একসঙ্গে হাজির থাকার কারণে মেসির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল বলে জানিয়েছেন সিআর সেভেন। রোনাল্ডোর কথায়, 'আমরা ১৫ বছর ধরে বিভিন্ন পুরস্কার মঞ্চে একসঙ্গে হাজির থেকেছি। আমাদের মধ্যে সবসময়ই খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। এখনও মনে আছে, এক-দুবার আমি মেসিকে ইংরেজিতে বলা কথা স্প্যানিশে অনুবাদ করে দিয়েছিলাম।'

অন্যদিকে, সোমবার রাতে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিটে খেলা ছিল রোনাল্ডোর দল আল নাসেরের। রিয়াধে উজবেকিস্তানের নেফতচি ফারগানার বিপক্ষে ম্যাচটি এক ঘণ্টা দেরিতে শুরু হয়। জানা গেছে, রিয়াধ লক্ষ্য করে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছিল। শহরে অন্তত তিনটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। ফলে দেরিতে খেলা শুরু হয়। ম্যাচটি ৩-১ ফলে জিতেছে আল নাসের। তারমধ্যে ৪২ মিনিটে একটি গোল করেন রোনাল্ডো।

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক (ভারত সরকার কা উপক্রম) | punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এআরএমবি: পূর্ব মেদিনীপুর, পদুমবসান, পোঃঅঃ- তমলুক, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৩৬
মোবাইল: ৯৮৩৬৩ ১১৯০৯; ই-মেল: cs8300@pnb.bank.in / copurbarmb@pnb.bank.in

সংযোজনী 'বি'

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফসিল

ক্রম নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক প্রদত্ত স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ/ স্বত্বধারকের নাম (সম্পত্তি/গুলির বন্ধকদাতাগণ)	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক/ গঠনমূলক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য এবং QR কোড	ই-নিলামের তারিখ/ সময় / সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায় সম্পর্কিত তথ্য
১	**শাখা অফিস: এআরএমবি, পূর্ব মেদিনীপুর** **মেসার্স মা কমলা এন্টারপ্রাইজ** **প্রোপ্রাইটর: চণ্ডী চরণ জানা** গ্রাম- বড়বড়িয়া, পোঃঅঃ- চানশেরপুর, থানা- তমলুক, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৫৩ (পশ্চিমবঙ্গ) **শ্রীমতী ঝর্না জানা (জামিনদার)** স্বামী- শ্রী চণ্ডী চরণ জানা গ্রাম- বড়বড়িয়া, পোঃঅঃ- চানশেরপুর, থানা- তমলুক, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৫৩ (পশ্চিমবঙ্গ) **শ্রী চণ্ডী চরণ জানা (প্রোপ্রাইটর)** পিতা- মিঃ ধীরেন্দ্র নাথ জানা গ্রাম- বড়বড়িয়া, পোঃঅঃ- চানশেরপুর, থানা- তমলুক, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৫৩ (পশ্চিমবঙ্গ)	জমি ও ভবন নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বড়বড়িয়া, থানা- তমলুক, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, জে এল নং ১২৫, খতিয়ান নং ৫৮/১ (আর এস), ৪৮০/১ (এল আর), দাগ নং ১৯৪৫ (আর এস এবং এল আর)। জমির পরিমাপ ২১ ডেসিমেল। ২০.০৭.২০০৫ তারিখের বিক্রয় দলিল নং I-৩২৯৬/২০০৫ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী চণ্ডী চরণ জানা, পিতা- শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ জানা। **প্রপার্টি আইডি: PUNB8262MAAKAMALA**	ক) ০৩.০৭.২০১৭ খ) ₹৩৭,৭০,৬৬৩.০০ (সাঁইত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার ছশো তেষট্টি টাকা মাত্র), তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০৭.১১.২০১৭ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৪৫,০৮,০০০.০০ খ) ₹৪,৫০,৮০০.০০ গ) ₹২০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট এসএ/৫৫৮/২০২৪ ডিআরটি-২, কলকাতা
২	**শাখা অফিস: এআরএমবি, পূর্ব মেদিনীপুর** **মিঃ দেবাশিস চক্রবর্তী (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মিঃ তারকনাথ চক্রবর্তী ডিও/শান্তিনিকেতন, পোঃঅঃ ও থানা- কাঁথি, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪০১ **মিসেস প্রীতিকণা মিশ্র** (প্রয়াত কৌশিক মিশ্রের আইনি উত্তরাধিকারিণী) প্রযত্নে- মিঃ ইন্দুভূষণ মিশ্র গ্রাম- বড় মোহনপুর, পোঃঅঃ ও থানা- খাকুড়দা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪০১ **মিসেস নিয়তি মিশ্র** (প্রয়াত কৌশিক মিশ্রের আইনি উত্তরাধিকারিণী) স্বামী- প্রয়াত অসিত বরণ মিশ্র গ্রাম- বড় মোহনপুর, পোঃঅঃ ও থানা- খাকুড়দা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪০১ **মিঃ কৌস্তভ কান্তি মিশ্র** (প্রয়াত কৌশিক মিশ্রের আইনি উত্তরাধিকারী) পিতা- প্রয়াত কৌশিক মিশ্র গ্রাম- বড় মোহনপুর, পোঃঅঃ ও থানা- খাকুড়দা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪০১	জমি ও ভবন সমেত স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, থানা- কাঁথি, কাঁথি-১ ব্লক, কাঁথি মিউনিসিপ্যালিটি, ওয়ার্ড নং ৯, মৌজা- হাতাবাড়ি, জে এল নং ৩৬৯, বিএল এবং এলআরও এবং কাঁথিতে এডিএসআর কাঁথি-১, আর এস খতিয়ান নং ১৪৯/১, এল আর খতিয়ান নং ১২৯৩, ১২৯৪, ১২৯৬, ১২৯৭ এবং ১২৯৮, আর এস প্লট নং ২৯২, ব্লক 'এ'-এর মধ্যে ফ্ল্যাট নং বিবি/এ-জিএফ, ফ্ল্যাটের পরিমাপ ১২০৬ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ), গ্রাউন্ড ফ্লোরে, জি+৫ তলা ভবনের উত্তর-পূর্ব ভাগে, তৎসহ ৩১.১৬৬ ডেসিমেল জমির মধ্যে ০.৭২৭ ডেসিমেল জমি। এডিএসআর কাঁথি-১, কাঁথি সমীপে ০৫.০৬.২০১৭ তারিখে সম্পাদিত এবং নিবন্ধিত ২০১৭ সালের আসল হস্তান্তর দলিল (বিক্রয় দলিল) নং ৫১৭৭ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: প্রয়াত কৌশিক মিশ্র, পিতা- প্রয়াত অসিত বরণ মিশ্র এবং শ্রী দেবাশিস চক্রবর্তী, পিতা- শ্রী তারকনাথ চক্রবর্তী। **প্রপার্টি আইডি: PUNB0CCG000635**	ক) ১৫.০২.২০২২ খ) ₹৪৮,৫০,৮৭৩.৫৬ (আটচল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আটশো তিয়াত্তর টাকা ছাপান্ন পয়সা মাত্র), তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ৩১.০৫.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৩১,০০,০০০.০০ খ) ₹৩,১০,০০০.০০ গ) ₹২০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩	**শাখা অফিস: এআরএমবি, পূর্ব মেদিনীপুর** **মেসার্স জানা কাজু প্রসেসিং** **প্রোপ্রাইটর: মৃত্যুঞ্জয় জানা,** পিতা- অজিত কুমার জানা গ্রাম- কচুয়া, পোঃঅঃ- টগরিয়া, থানা- কাঁথি, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪৩৩ **মিঃ মৃত্যুঞ্জয় জানা,** পিতা- অজিত কুমার জানা গ্রাম- কচুয়া, পোঃঅঃ- টগরিয়া, থানা- কাঁথি, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪৩৩ **মিঃ অমলেন্দু সতপথী,** পিতা- জয়ন্ত কুমার সতপথী গ্রাম- ভূপতি নগর, পোঃঅঃ- টেঙ্গুনিয়া, থানা- কাঁথি, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪০১	সামান্য কমবেশি ১৪.৫ ডেসিমেল জমি ও বাড়ি নিয়ে গঠিত স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম- কচুয়া, থানা- কাঁথি, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, প্লট নং ২৯৯ (পরিমাপ- ৪.৫ ডেসিমেল, বাস্তু) এবং প্লট নং ৩০০ (পরিমাপ- ১০ ডেসিমেল, বাস্তু), জে এল নং ২৮১, এল আর খতিয়ান নং ৬২৫। ২৭.০৬.২০১২ তারিখে সম্পাদিত দলিল নং I-৫১২৮ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: মৃত্যুঞ্জয় জানা। **প্রপার্টি আইডি: PUNB8262JANACASHWMRITUNJY**	ক) ০৩.০৩.২০২১ খ) ₹৪৩,৮৫,০১৩.৪৬ (তেতাল্লিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার তেরো টাকা ছেচল্লিশ পয়সা মাত্র), তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ২৭.১০.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১২,৩০,০০০.০০ খ) ₹১,২৩,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪	**শাখা অফিস: এআরএমবি, পূর্ব মেদিনীপুর** **মেসার্স হলদিয়া নির্মাণ প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড** **ডিরেক্টরবৃন্দ: শ্রী সরোজ কুমার বেরা, শ্রীমতী রিনা রানি বেরা, শ্রীমতী সোনালি বেরা** অফিসের ঠিকানা: প্লট নং ১০৮ ও ১০৯, জীবনানন্দ দাস নগর, ব্রজনাথ চক, পোঃঅঃ- হলদিয়া পোর্ট, থানা- হলদিয়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১৬০৫ ২য় ঠিকানা: সিটি সেন্টার মোড়, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৬৫৭ **শ্রী দীপক গিরি (জামিনদার), পিতা- শ্রী পশুপতি গিরি** **মেসার্স হলদিয়া নির্মাণ প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড** নিবাস: সিটি সেন্টার মোড়, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৬৫৭ অফিসের ঠিকানা: প্লট নং ১০৮ ও ১০৯, জীবনানন্দ দাস নগর, ব্রজনাথ চক, পোঃঅঃ- হলদিয়া পোর্ট, থানা- হলদিয়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১৬০৫ **শ্রী দীপক গিরি (জামিনদার),** পিতা- শ্রী পশুপতি গিরি নিবাস: সিটি সেন্টার মোড়, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৬৫৭ অফিসের ঠিকানা: প্লট নং ১০৮ ও ১০৯, জীবনানন্দ দাস নগর, ব্রজনাথ চক, পোঃঅঃ- হলদিয়া পোর্ট, থানা- হলদিয়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১৬০৫ **১. শ্রী সরোজ কুমার বেরা,** পিতা- শ্রী অনন্ত কুমার বেরা **২. শ্রীমতী সোনালি বেরা,** পিতা- শ্রী অনন্ত কুমার বেরা **৩. শ্রীমতী রিনা রানি বেরা,** স্বামী- শ্রী অনন্ত বেরা **(মেসার্স হলদিয়া নির্মাণ প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টরগণ)** নিবাস: সিটি সেন্টার মোড়, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৬৫৭ অফিসের ঠিকানা: প্লট নং ১০৮ ও ১০৯, জীবনানন্দ দাস নগর, ব্রজনাথ চক, পোঃঅঃ- হলদিয়া পোর্ট, থানা- হলদিয়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১৬০৫ **শ্রী অনন্ত কুমার বেরা (জামিনদার),** পিতা- প্রয়াত যতীন্দ্র নাথ বেরা **মেসার্স হলদিয়া নির্মাণ প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড** নিবাস: সিটি সেন্টার মোড়, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৬৫৭ অফিসের ঠিকানা: প্লট নং ১০৮ ও ১০৯, জীবনানন্দ দাস নগর, ব্রজনাথ চক, পোঃঅঃ- হলদিয়া পোর্ট, থানা- হলদিয়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১৬০৫	জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ১৪৯, খতিয়ান (সরকারি খতিয়ান), প্লট নং ২৬০১ (অংশ), ২৬০২, ২৬০৩ (অংশ), ২৬১০ (অংশ), ২৬১০, ২৬১২, ২৬১৩, ২৬১৫, ২৬১৬, ২৬১৭, ২৬১৯ (অংশ), ২৬৫০ (অংশ), ২৭৪৭, ২৭৪৮, ২৭৪৯, ২৭৫০ (অংশ), ২৭৫১ (অংশ), ২৭৫৯ (অংশ), ২৭৬০ (অংশ), ২৭৬১ (অংশ), ২৭৬২ (অংশ), ২৭৬৩ (অংশ), ২৭৬৫ (অংশ), ৩৪৯৯ (অংশ), ৩৫৮৯ (অংশ), ৩৫৯১ (অংশ), গ্রাম ও মৌজা- দেভোগ, থানা- ভবানীপুর, হলদিয়া পুরনিগম, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৬৫৭, জমির পরিমাপ- ২.৮১ একর, ০৮.০৩.২০০৭ তারিখের লিজ দলিল নং I-১২৯৬ অনুযায়ী। সম্পত্তির মালিকানা মেসার্স হলদিয়া নির্মাণ প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর নামে। **প্রপার্টি আইডি: PUNB39G10266254**	ক) ০৭.০৬.২০২২ খ) ₹১৫,১১,৬৬,৪০২.৬৬ (পনেরো কোটি এগারো লক্ষ ছেষট্টি হাজার চারশো দুই টাকা ছেষট্টি পয়সা মাত্র), তৎসহ উদ্ভূত সুদ গ) ২৮.০৬.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১২,৭০,০০,০০০.০০ খ) ₹১,২৭,০০,০০০.০০ গ) ₹১,১০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট টিএসএ/২৩/২০২৩ ডিআরটি-২, কলকাতা
৫	**শাখা অফিস: এআরএমবি, পূর্ব মেদিনীপুর** **মেসার্স এটিএস এনার্জি, প্রোপ্রাইটর: তাহিরা বেগম** স্বামী- শেখ সিরাজ আলি, গ্রাম- দিঘাসিপুর, পোঃঅঃ- চকদ্বীপা, থানা- ভবানীপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৪৫ **মিসেস তাহিরা বেগম (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- শেখ সিরাজ আলি, গ্রাম- দিঘাসিপুর, পোঃঅঃ- চকদ্বীপা, থানা- ভবানীপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৪৫ **শেখ সিরাজ আলি (জামিনদার)** পিতা- শেখ আরশেদ আলি, গ্রাম- দিঘাসিপুর, পোঃঅঃ- চকদ্বীপা, থানা- ভবানীপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৪৫ **মিসেস তাহিরা বেগম (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- শেখ সিরাজ আলি, ব্রজনাথপুর, পোঃঅঃ- দক্ষিণচক, থানা- ভবানীপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৫৪, পশ্চিমবঙ্গ **শেখ সিরাজ আলি (জামিনদার)** পিতা- শেখ আরশেদ আলি, ব্রজনাথপুর, পোঃঅঃ- দক্ষিণচক, থানা- ভবানীপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৫৪, পশ্চিমবঙ্গ	কারখানার ছাউনি ও ভবন সমেত সামান্য কমবেশি মোট ৫৮ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং ১৮৯০, ১৮৯৭, ১৮৯৮ ও ১৮৯৯, জে এল নং ১৫২, খতিয়ান নং ২৯১৪ ও ২৯১৫, স্বত্বধারক: শেখ সিরাজ আলি, পিতা- শেখ আরশেদ আলি এবং শ্রীমতী তাহিরা বেগম, স্বামী- শেখ সিরাজ আলি, মৌজা- দিঘাসিপুর, পোঃঅঃ- চকদ্বীপ, থানা- ভবানীপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর [২২.০৩.২০১৩ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ২২১০/২০১৩; ০৫.০৭.২০১২ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ৪৬০৫/২০১২; ০২.০৭.২০১২ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ৪৬০৬/২০১২; ০২.০৭.২০১২ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ৪৬০৩/২০১২ এবং ০৬.০৭.২০১২ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ৪৬০৪/২০১২ অনুযায়ী]। **প্রপার্টি আইডি: PUNB0U73671377**	ক) ১২.০৬.২০২৩ খ) ₹৭৯,৬৩,২২৩.৭৯ (উনআশি লক্ষ তেষট্টি হাজার দুশো তেইশ টাকা উনআশি পয়সা মাত্র), তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ১৬.০৮.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹২,১৮,৭৫,০০০.০০ খ) ₹২১,৮৭,৫০০.০০ গ) ₹৫০,০০০.০০	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট এসএ/৩৯৭/২০২৩ ডিআরটি-২, কলকাতা
৬	**শাখা অফিস: এআরএমবি, পূর্ব মেদিনীপুর** **মেসার্স সত্য নারায়ণ মিনি রাইস মিল** গ্রাম ও পোঃঅঃ- দইসাই, থানা- মারিশদা, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৪৪৯ **মিঃ রতন মান্না (প্রোপ্রাইটর),** পিতা- অমূল্য মান্না গ্রাম ও পোঃঅঃ- দইসাই, থানা- মারিশদা, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৪৪৯ **মিঃ অনিল মান্না,** পিতা- অমূল্য মান্না গ্রাম ও পোঃঅঃ- দইসাই, থানা- মারিশদা, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৪৪৯ **মিঃ রঞ্জন মান্না,** পিতা- অনিল কুমার মান্না গ্রাম ও পোঃঅঃ- দইসাই, থানা- মারিশদা, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৪৪৯	**সম্পত্তি নং ১: শ্রী রঞ্জন কুমার মান্না এবং রতন কুমার মান্না,** পিতা- শ্রী অনিল মান্নার স্বত্বাধীন জমি ও বাড়ি। জমি ও ভবনের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- দইসাই, পোঃঅঃ ও থানা- মারিশদা, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪৪৯, এডিএসআর কাঁথি-২, নাচিন্দা। (১) জে এল নং ৩৮৯, প্লট নং ১১২ (আর এস), হাল ১৩৬, খতিয়ান নং ১২৬২ এবং ১১২৬৩, বাস্তু জমি, ২৮.০৯.২০০৭ তারিখের বিক্রয় দলিল নং I-১১২৩। (২) জে এল নং ৩৮৯, প্লট নং ১১২ (আর এস), হাল- ১৩৬, খতিয়ান নং ১২৬২ এবং ১২৬৩, বাস্তু জমি, ১১.০১.২০০৮ তারিখের বিক্রয় দলিল নং I-১১৭। জমির পরিমাপ- ০.১৮ ডেসিমেলের মধ্যে ০.১০ ডেসিমেল, পূর্বভাগ বাস্তু (অকৃষি)। সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী রঞ্জন কুমার মান্না এবং রতন কুমার মান্না, পিতা- শ্রী অনিল মান্না। **সম্পত্তি নং ২: শ্রী অনিল মান্না,** পিতা- মিঃ অমূল্য মান্নার স্বত্বাধীন কারখানা জমি ও ভবনের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- দইসাই, পোঃঅঃ ও থানা- মারিশদা, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪৪৯, এডিএসআর কাঁথি-২, নাচিন্দা। (১) জে এল নং ৩৮৯, প্লট নং (সাবেক)- ৬৩/১৯২৯ (আর এস), (হাল)- ৭৬, খতিয়ান নং ৭৮, বাস্তু জমি, ০৩.০৫.১৯৮৩ তারিখের বিক্রয় দলিল নং I-২৩৫৭। (২) জে এল নং ৩৮৯, প্লট নং (সাবেক)- ৬৩, (হাল)- ৭৮, খতিয়ান নং ৭৮, বাস্তু জমি, ০৬.০৪.১৯৮৩ তারিখের বিক্রয় দলিল নং I-১৮২৩। (৩) জে এল নং ৩৮৯, প্লট নং (এস)- ৬২/১৯২৭, (হাল)- ৭৭, খতিয়ান নং ৭৮, বাস্তু জমি, ০৮.০৪.১৯৯৭ তারিখের বাঁটোয়ারা দলিল নং I-২৯৮ এবং (iv) জে এল নং ৩৮৯, প্লট নং ৬২/১৯৭১, (হাল)- ৭৭, খতিয়ান নং ৭৮, বাস্তু জমি, ০৮.০৮.১৯৯৭ তারিখের বিনিময় দলিল নং I-৮৩। জমির পরিমাপ ৭০ ডেসিমেল। সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ অনিল মান্না। **সম্পত্তি নং ১-এর প্রপার্টি আইডি: PUNB8262SATYANARAYAN70Dec এবং সম্পত্তি নং ২-এর প্রপার্টি আইডি: PUNB8262SATYANARAYANRICE**	ক) ১৬.০৭.২০১৯ খ) ₹৩১,৪৭,৪৮২.০০ (একত্রিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার চারশো বিরাশি টাকা মাত্র), তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ১৫.১১.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল	সম্পত্তি নং ১ ক) ₹১০,০০,০০০.০০ খ) ₹১,০০,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ ক) ₹৭৪,৩৪,০০০.০০ খ) ₹৭,৪৩,৪০০.০০ গ) ₹৫০,০০০.০০ সম্পত্তি নং ১-এর QR কোড সম্পত্তি নং ২-এর QR কোড	০৩.১১.২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট এসএ/৪১০/২০২২ ডিআরটি-২, কলকাতা

-: ই-নিলাম বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি :-

এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে:

১. এই নিলাম 'অনলাইন ই-নিলাম' পদ্ধতিতে **https://baanknet.com** পোর্টালের মাধ্যমে আয়োজিত হবে।
২. আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল আইডি ব্যবহার করে **https://baanknet.com** পোর্টালে রেজিস্টার করেন। পাশাপাশি, দরকারি কেওয়াইসি নথিগুলি আপলোডের জন্যও তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এই কেওয়াইসি নথিগুলি যাচাইয়ের পর (দুটি কাজের দিন লাগতে পারে) আগ্রহী বিডাররা/ক্রেতারা **০২.১১.২০২৬** তারিখের মধ্যে (ই-নিলামের নির্ধারিত তারিখের আগে) তাঁর/তাঁদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটের মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে ইএমডি অর্থাঙ্ক স্থানান্তর করে দেবেন। এই রেজিস্ট্রেশন, কেওয়াইসি নথিসমূহ যাচাই এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তরের কাজগুলি নিলামের আগে যথেষ্ট সময় থাকতে করে রাখতেই হবে।
৩. ওপরে উল্লেখ করা বায়না জমা (ইএমডি) বিডারের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইনের মাধ্যমে ৩টি উপায়ে আদায় দেওয়া যাবে অর্থাৎ, এনইএফটি/ নগদ/ ট্রান্সফার (**https://baanknet.com** থেকে চালান জেনারেট করে নেওয়ার পর)। এনইএফটি ট্রান্সফার তফসিলভুক্ত যে কোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চ থেকে করা যেতে পারে। চেক-এর মতো অন্য কোনও উপায়ে এই ইএমডি জমা দেওয়া যাবে না। অনলাইনে ইএমডি জমা দেননি এমন বিডারদের এই ই-নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। বায়না জমার ওপর কোনও সুদ দেওয়া হবে না।
৪. ই-নিলামের প্ল্যাটফর্ম **(https://baanknet.com) দেবে ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স, রেজিস্টার্ড অফিস: ইউনিট ১, ফ্লোর নং ৩, ভিআইওএস কমার্শিয়াল টাওয়ার, ওয়াডালা ট্রাক টার্মিনালের কাছে, ওয়াডালা ইস্ট, মুম্বই-৪০০০৩৭ (যোগাযোগের নম্বর ও টোল নম্বর: +৯১-৮২৯১২ ২০২২০)। ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডারের https://baanknet.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাগণ ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। ই-নিলামের প্রশিক্ষণ/প্রদর্শন এই পোর্টালেই এই সার্ভিস প্রোভাইডার দেবে।**
৫. বিক্রির সাধারণ শর্ত ও নিয়মাবলি সংবলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েব পেজ পোর্টালে দেওয়া আছে: **(১) https://baanknet.com; (২) www.pnbindia.in**।
৬. ই-নিলামে অংশ নিতে আগ্রহীরা বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির কপি, ই-নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, এই ই-নিলামের অপারেশনাল পার্টের হেল্প ম্যানুয়াল ইত্যাদি নথিগুলি **https://baanknet.com** পোর্টাল থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।
৭. আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল আইডি ব্যবহার করে **https://baanknet.com** পোর্টালে রেজিস্টার করেন। পাশাপাশি, দরকারি কেওয়াইসি নথিগুলি আপলোডের জন্যও তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এই কেওয়াইসি নথিগুলি যাচাইয়ের পর (দুটি কাজের দিন লাগতে পারে) আগ্রহী বিডাররা/ক্রেতারা ই-নিলামের নির্ধারিত তারিখের আগে তাঁর/তাঁদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটের মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে ইএমডি অর্থাঙ্ক স্থানান্তর করে দেবেন। কেবলমাত্র নিজের ওয়ালেটে যথেষ্ট ইএমডি থাকলে তবেই আগ্রহী বিডার ই-নিলামের তারিখে বিড করতে পারবেন।
৮. বিডিংয়ের সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট ব্যালান্স (ইএমডি অর্থাঙ্কের সমান বা বেশি) থাকতেই হবে।
৯. ই-নিলামের সময় বিডাররা আপসমূলক বিডিংয়ে ওপরে সংশ্লিষ্ট ক্রমের পাশে উল্লিখিত সর্বশেষ বিড অর্থাঙ্ক অপেক্ষা বেশি মূল্যের বিড দিতে অনুমতি পাবেন এবং সর্বশেষ সর্বাধিক বিডারের পেশ করা দরের ওপর উপরিলিখিত বিড বিবর্ধন অর্থাঙ্কের গুণিতকে পরবর্তী উচ্চতর বিড পেশ করতে হবে। পরবর্তী উচ্চতর বিড দাখিলের জন্য দশ মিনিট সময় বরাদ্দ হবে এবং সর্বাধিক বিড জমা পড়ার পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যে আর কোনও উচ্চতর বিড জমা না পড়লে ই-নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
১০. এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই-নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, ই-নিলামের অপারেশনাল পার্ট ভাল করে পড়ে নেওয়ার দায়িত্ব আগ্রহী বিডার(গণ)-এর এবং তাঁদের এগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হচ্ছে।
(১) ই-নিলাম চলাকালীন কোনও সহায়তার দরকার হলে কিংবা কোনও সমস্যায় পড়লে আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডারের অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে, যার বিশদ তথ্যাবলি ই-অকশন পোর্টাল **https://baanknet.com**-তে দেওয়া আছে।
১১. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ই-নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার পর কেবলমাত্র সফল বিডারকে উপরিলিখিত আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এসএমএস/ই-মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে (সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে সংশ্লিষ্ট বিডারের তরফে দেওয়া রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর/ই-মেল ঠিকানায়)।
১২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে না।
১৩. সফল বিডারকে ইতিমধ্যে জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক সমন্বয় করে বিড অর্থাঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) একই দিনে অথবা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে এবং বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে **'The Authorised Officer, Punjab National Bank, A/c (অ্যাকাউন্টের নাম)'**-এর অনুকূলে কোনও তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে কাটা ব্যাঙ্কারস চেক/ ডিমান্ড ড্রাফ্টরূপে জমা দিতে হবে। ওপরে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক এই ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে এবং এই সম্পত্তি পুনরায় নিলাম/বিক্রি করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে এবং এমন ক্ষেত্রে খেলাপকারী ক্রেতা ওই সম্পত্তি কিংবা সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর কোনও দাবি জানাতে পারবেন না।
১৪. সফল বিডার দ্বারা এই ব্যাঙ্ককে প্রদেয় বিক্রয়মূল্য ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১-এর ১৯৪-১এ ধারাধীনে টিডিএস সাপেক্ষ হবে এবং বিড অর্থাঙ্কের বাকি ৭৫% বা পুরো জমারাশি আদায় দেওয়ার সময় সফল ক্রেতাকে টিডিএস বাবদ অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে।
১৫. অনুমোদিত আধিকারিক সর্বাধিক বিড এবং/বা যে কোনও বিড গ্রহণে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সমস্ত বিড বাতিল করা, এমনকি এই বিক্রির শর্তাবলি বদলানো, সংশোধন, বাতিল করার অধিকার সম্পূর্ণত বহাল রাখেন।
১৬. পুরো অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পর উক্ত অ্যাক্টের সংস্থান অনুযায়ী সফল বিডারের অনুকূলে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।
১৭. **'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেমন আছে', 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে।
১৮. ওপরের তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্কের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্যানুসারের ভিত্তিতে উল্লিখিত। ঘোষণাপত্রে কোনও ভুল, অনুল্লেখ বা ত্রুটির জন্য অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবে না।
১৯. নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা পরিসম্পদ ও তার স্পেসিফিকেশন খতিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বিডারদের ওপরই বর্তাবে। প্রদত্ত তথ্যাবলি অনুযায়ী সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য বিডাররা ডিলিং অফিশিয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
২০. রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, কর ইত্যাদি সমেত যাবতীয় বিধিবদ্ধ বকেয়া/ অ্যাটেন্ড্যান্ট চার্জ/ অন্যান্য বকেয়া ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
২১. সরকার বা অন্য কোনও পক্ষের কাছে নিলাম হতে চলা সম্পত্তির ওপর ব্যাঙ্ক অবগত নয় এমন যে কোনও প্রকারের চার্জ, লিয়েন, দায় বা অন্য কোনও বকেয়ার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক বা এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিজস্ব অনুসন্ধান করে জেনে নেওয়ার জন্য আগ্রহী দরদাতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
২২. যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক আপ ইত্যাদির মতো ব্যাপারগুলি বিডারদের নিজেদেরই নিশ্চিত করে নিতে হবে। ইন্টারনেট ফেলিওর, পাওয়ার ফেলিওর বা টেকনিক্যাল কোনও কারণ বা ই-নিলামকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও কারণ/পরিস্থিতির জন্য এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২৩. প্রতিনিধি নিয়োগ করা এবং নিজেদের তরফে নিলামে অংশ নেওয়ার অধিকার এই ব্যাঙ্কের থাকবে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য **https://baanknet.com** ওয়েবসাইট দেখুন।
২৪. এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তসাপেক্ষ হবে।
২৫. ওপরের তফসিলে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
২৬. এই বিক্রি **০৩.১১.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
২৭. ওপরের তফসিলে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হলেও এতে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
২৮. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://baanknet.com এবং www.pnbindia.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

তারিখ: ১৪.১০.২০২৬
স্থান: তমলুক

স্বাঃ- মিঃ ভিকি বর্মণ (চিফ ম্যানেজার/ অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, এআরএমবি- পূর্ব মেদিনীপুর

ডেভিডের জোড়া গোলের পর জোড়া মিসের খেসারত

স্বপ্ন দেখিয়েও হার ইস্টবেঙ্গলের

২ ইস্টবেঙ্গল
ডেভিড ২

৩ আল শোর্তা
হাজাজ, সায়েদি, কুকু

রাজর্ষি গাঙ্গুলি

শহর জুড়ে শারদীয়ার আমেজ। আলোয় আলোয় সেজেছে তিলোত্তমা। তবে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের কাছে শারদীয়ার সেই আলো কিছুটা ফিকে হয়ে গেল মঙ্গলবার রাতে। জয়ের স্বপ্ন দেখিয়েও এসিএল টু–র ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল হারল ২–৩ গোলে। দু’বার এগিয়ে গিয়েও। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে জোড়া গোল ডেভিডের। আল শোর্তার গোলদাতা আহমেদ আল হাজাজ, হুসেন আল সায়েদি এবং কিংসলে কুকু। এসিএল টু–র দু’ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের ১ পয়েন্ট।

প্রতিপক্ষ আল শোর্তা ইতিমধ্যেই এসিএল টু–র ম্যাচ জিতেছে। ইস্টবেঙ্গল নেমেছিল আইএফএ শিল্ড ফাইনালের ডার্বি হেরে। কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস বারবার বলছিলেন শিল্ডের হার নিয়ে বিন্দুমাত্র তিনি ভাবতে চান না। একই কথা বারবার বলেছেন ফুটবলারদের। প্রথম থেকেই তাঁর পাখির চোখ এসিএল টু–র ম্যাচ।

হাবাস সাহসী কোচ। বিদেশীদের খেলাতেই হবে, বিশ্বাস করেন না। বরং বিশ্বাস করেন, পারফরমেন্সে। তিনি জানেন, তাঁর দলের অন্তত তিনজন বিদেশি আনফিট। সেই ক্রিস ইকোনোমিডিস, আকে লোবা এবং লুকাস জোলিনস্কিকে বেঞ্চে রেখেই দল নামিয়ে দিলেন তিনি। ভারতীয় ফুটবলে যখন এই মুহূর্তে ভারতীয় স্ট্রাইকারের আকাল, তখন দুই তরুণ পাহাড়ি স্ট্রাইকারকে আক্রমণে রেখে এসিএল টু–র মঞ্চে দল নামানোর চ্যালেঞ্জ নিলেন তিনি।

বিরতির আগের খেলা দেখে মনে হচ্ছিল, শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে আর যাই হোক, এই ইস্টবেঙ্গল খেলেনি। পরিসংখ্যান বলছে, প্রথমার্ধে বলের মাত্র ২৮ শতাংশ দখল ছিল ইস্টবেঙ্গলের। তবে বিরতিতে ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে থাকতে পারত অন্তত ৫–১ গোলে। এই ৪৫ মিনিটে ডেভিড হয়ে উঠলেন ভারতীয় স্ট্রাইকারদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর। যেন বলতে চাইলেন ভারতীয় স্ট্রাইকারদের বেশি করে সুযোগ দিতে হবে। ৮ মিনিটে তিনি যে গোলটি করলেন, বিদেশি স্ট্রাইকাররাও করতে পারলে তৃপ্ত হতেন। আনোয়ারের লং বল ডান প্রান্তে ধরলেন হার্দিক। ড্যানির সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ান খেলে ছোট সেন্টার রাখলেন। নিজের গোলের দিকে মুখ করে ডেভিড বল রিসিভ করলেন ডান পায়ে। চকিত ঘুরলেন। বাঁ পায়ের গোলার মতো শট জালে। ১৪ মিনিটে জঘন্য গোল হজম ইস্টবেঙ্গলের। ফাঁকায় হেড করে গেলেন আহমেদ আল হাজাজ। ইস্টবেঙ্গল সেই ডেভিডের গোলে আবার এগিয়ে গেল ৪০ মিনিটে। তবে ম্যাচের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হল পরের কয়েক মিনিটে। ডেভিড পরপর দুবার ফাঁকায় গোলের সুযোগ নষ্ট করলেন।

বিরতির পর কিছুক্ষণ খেলল আল শোর্তা। তাতেই শেষ হল ইস্টবেঙ্গলের জয়ের স্বপ্ন। ৫১ মিনিটে হার্দিক ভাটের ভুলে বাম প্রান্ত থেকে নিচু ক্রস এল। ফাঁকায় ঠেললেন হুসেন আল সায়েদি। দু’মিনিটের মধ্যে ইরাকের ক্লাবকে কর্নার থেকে জোরালো হেডে এগিয়ে দিলেন কিংসলে কুকু। তারপরেও ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে ফিরতে পারত। যদি না এডমান্ড ফাঁকা গোলের সামনে দাঁড়িয়ে গোলরক্ষকের হাতে মারতেন। হাবাসের এরপর আর কিছু করার ছিল না। আনফিট দুই অ্যাটাকার লোবা এবং লুকাসকে নামালেন। লোবা গ্যালারি শো করতে গিয়ে সুযোগ নষ্ট করলেন। ৭৪ মিনিটে প্রতিপক্ষের আব্দুল মৌমুনি দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লেও, ইস্টবেঙ্গল সুযোগ নিতে পারেনি।

প্রত্যেক ম্যাচেই ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের মাথাব্যথার কারণ হচ্ছেন জিভুলিচ। এমন নিম্নমানের বিদেশি বাছাই এবার ভোগাতে পারে ইস্টবেঙ্গলকে।

ইস্টবেঙ্গল: গিল, জয়, আনোয়ার, লালচুংনুঙ্গা, জিভুলিচ, হার্দিক (বিপিন), রশিদ, জিকসন, ড্যানি (লোবা), এডমান্ড, ডেভিড (লুকাস)

গোলের উচ্ছ্বাস ডেভিডের। যুবভারতীতে। ছবি: অভিষেক চক্রবর্তী

‘বোকার মতো গোল হজম’, বিরক্ত হাবাস

সায়ন গুপ্ত

আম্মানের পর কলকাতা। এসিএল ২–এর ম্যাচে এগিয়ে গিয়েও জয় হাতছাড়া ইস্টবেঙ্গলের। জর্ডন থেকে ১ পয়েন্ট আনলেও ঘরের মাঠে খালি হাত।

ভুলের পুনরাবৃত্তিতে বেশ বিরক্ত লাল–হলুদ কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে সেই ক্ষোভ গোপনও রাখলেন না। নিজেই বললেন, ‘এই হার মানা যায় না। আমরা অন্তত ১০ বার গোল করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেছিলাম। এরমধ্যে ৪–৫ বার গোলকিপারকে একা পেয়েও সুযোগগুলো ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারিনি।’ নাম না করেই ডিফেন্ডারদের একহাত নেন হাবাস। তাঁর কথায়, ‘৩টি বোকার মতো ভুলে গোল হজম করতে হল। বিরতিতে বারবার ফুটবলারদের বলেছিলাম, এক সেকেন্ডের জন্যও ফোকাস হারালে চলবে না। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই মনঃসংযোগের অভাবে বোকার মতো দুটি গোল হজম করতে হল। এইভাবে কঠিন ম্যাচ জেতা যায় না।’ স্টেডিয়াম ছাড়ার আগে একান্তে পাওয়া গেল তাঁকে। সেইসময় দলের মানসিকতা নিয়েও হতাশা প্রকাশ করেন স্প্যানিশ প্রশিক্ষক, ‘প্রতিপক্ষ খুবই শক্তিশালী ছিল। কিন্তু খেলা দেখে কি মনে হয়েছে দুটো দলের মধ্যে অনেক ফারাক? জর্ডনে আমরা একটা সময় ম্যাচে প্রবলভাবে থেকেও শেষরক্ষা করতে পারিনি। এখানেও তাই হল। এই ধরনের ম্যাচে আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া জরুরি।’

হাবাসের রণনীতির ভূয়সি প্রশংসায় আল শোর্তা কোচ সামি ত্রাবেলসি। তিনি বলেন, ‘প্রথমার্ধে ওরা ৫ জনের রক্ষণভাগ সাজিয়ে আমাদের বিপদে ফেলেছিল। পাশাপাশি দ্রুত গতির যে প্রতিআক্রমণগুলি তুলে এনেছিল, তাতে দু–তিনটি গোল হতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে শারীরিক ক্ষমতার দিক দিয়ে আমরা ওদের টেক্কা দিই।’ পাশাপাশি জোড়া গোল করা ডেভিডকে নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ, ‘ও খুব ভাল স্ট্রাইকার। গোল চেনে। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের বাকি ফুটলারের মতোই দ্বিতীয়ার্ধে শারীরিকভাবে আর পাল্লা দিতে পারেনি।’

একরাশ চিন্তা নিয়ে দিল্লি গেল মোহনবাগান

আজকালের প্রতিবেদন

ফ্ল্যাশব্যাক! গত মরশুমে শেষটা যেখানে হয়েছিল, সেখান থেকেই এবারের আইএসএলে শুরু করেছে মোহনবাগান। গোল লক্ষ্য করে ভূরিভূরি শট। নিটফল শূন্য।

গতবার গোলের সামনে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলার ধারা এবারও অব্যাহত। সমস্যা সমাধানে একাধিক কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সবুজ–মেরুন ম্যানেজমেন্ট। দিমিত্রি পেত্রাতোস, জেসন কামিংস, রবসন রবিনহোদের ‘ধন্যবাদ’ জানানো হয়েছে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের ঘর ভেঙে আনা হয়েছে মিগেল ফিগেরাকে। এফসি গোয়া থেকে এসেছেন দেজান দ্রাজিচ। স্ট্রাইকার লি আরউইন ভারতীয় ফুটবলে নতুন মুখ। শুধু বিদেশি নয়, দেশীয়দের মধ্যে তারকা উইঙ্গার লালিনজুয়ালা ছাংতেকে নেওয়া হয়েছে। কোচও এবার নতুন। এত পরিবর্তনের পরেও সমাধানসূত্র কি পাওয়া গেল? আক্রমণভাগ নিয়ে একরাশ চিন্তা মাথায় নিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গুয়াহাটি থেকে দিল্লি গেল বাগান–ব্রিগেড। চিকিৎসকদের সবুজ সঙ্কেত পাওয়ায় কলকাতা থেকে সেখানে গিয়েছেন জেমি ম্যাকলারেনও।

আইএসএলের ওয়েবসাইট বলছে, নর্থইস্ট ইউনাইটেডের গোল লক্ষ্য করে মোট ১৭টি শট নিয়েছিল মোহনবাগান। তেকাঠিতে ছিল ৬টি। সেখানে নর্থইস্টের নেওয়া মাত্র ২টি শট গোলে ছিল। এর আগে ডুরান্ড কাপ, আইএফএ শিল্ডেও কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গোল পেতে হিমশিম খেয়েছিল মোহনবাগান। মরশুমের শুরু থেকেই বাগান কোচ পানাগিওটিস ডিম্পেরিস আতশকাচের নীচে। এই আক্রমণভাগ নিয়েও গোলের জন্য কেন হাতড়াতে হচ্ছে? দ্রুত উত্তর বের করতে না পারলে গ্রিক কোচের ওপর কোপ পড়বে। নর্থইস্ট ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর রণনীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যখন বিপক্ষের ওপর চাপ বাড়ানোর কথা, তখন সাহাল, আরউইনদের তুলে নর্থইস্টের কাজ সহজ করে দিলেন ডিম্পেরিস। দ্রাজিচের কোনও সমস্যা না হলে তাঁর জায়গায় সুহেল ভাটকে নামানোর ‘সাহসী’ সিদ্ধান্ত কেন নিলেন, বোঝা দায়। নিজের ভূমিকা কী, সেটাই যেন বুঝতেই পারছেন না মিগেল। লিস্টন কোলাসো সেরা সময় পেরিয়ে এসেছেন। ১৬ অক্টোবর এসসি দিল্লির বিরুদ্ধে কোনও সুরাহা বেরোয় কি না, সেটাই দেখার।

আজ
আইএসএলে
পাঞ্জাব : ওড়িশা
সন্ধে ৭–৩০
সোনি স্পোর্টস। ইউটিউব

নিজামের শহরে আজ সিরিজের হাতছানি

আজকালের প্রতিবেদন

সিরিজ জয়ের মঞ্চ তৈরি। বুধবার হায়দরাবাদে চতুর্থ টি২০ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারালেই সিরিজ পকেটে পুরবে ভারত। তিন ম্যাচের পর ২–১ ব্যবধানে এগিয়ে থাকা ভারতীয় দলের সামনে সুবর্ণ সুযোগ। অন্যদিকে, সিরিজে টিকে থাকতে জিততেই হবে শাই হোপদের। দুই দলের এই লড়াইয়ে আকর্ষণের কেন্দ্রে ব্যাটাররা। ভারতের প্রথম সারির ব্যাটারদের বিধ্বংসী ফর্মের মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে ক্যারিবিয়ান বোলাররা কতটা কার্যকর হতে পারেন, তার ওপর অনেকটাই নির্ভর করছে ম্যাচের ভবিষ্যৎ।

আজ
চতুর্থ টি২০
ভারত : ওয়েস্ট ইন্ডিজ
(সন্ধে ৭–০০)
স্টার স্পোর্টস। জিও হটস্টার

বোলিংয়ে বড় ভরসা অর্শদীপকে পরামর্শ গম্ভীরের। ছবি: পিটিআই

সঞ্জু স্যামসন, অভিষেক শর্মা ও ঈশান কিষাণ—এই তিন ব্যাটার জ্বলে ওঠায় এখনও পর্যন্ত খুব একটা পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়নি মিডল অর্ডারকে। ইন্দোরে তৃতীয় টি২০–তে মাত্র ৩০ বলে ৬৯ রান করেছিলেন অভিষেক। তাঁর ইনিংসে ছিল ছ’টি ৪ ও পাঁচটি ৬। সেই দাপটেই ভারত তোলে ২২৩ রান। তবে প্রথম তিন ব্যাটার ব্যর্থ হলে তিলক ভার্মা, নীতীশ কুমার রেড্ডি ও নমন ধীরদের দায়িত্ব নিতে হবে। এখনও পর্যন্ত বড় রান করার তেমন সুযোগ পাননি তাঁরা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং বিভাগের শক্তি সম্পর্কে অবশ্য ভারতের সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। তিন ম্যাচে ১৭২ রান করে সিরিজের সর্বোচ্চ স্কোরার শেরফান রাদারফোর্ড। তাঁর স্ট্রাইক রেট ১৮৯। অধিনায়ক শাই হোপও ১৫৯ রান করেছেন, স্ট্রাইক রেট ১৮২। রাঁচিতে দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের ২৪৯ রান তাড়া করে ১৮.৩ ওভারেই জয় তুলে নিয়েছিল ক্যারিবিয়ানরা। ৪৫ বলে ১০২ রানের ইনিংস খেলে হোপ হয়ে ওঠেন জয়ের প্রধান কারিগর। ইন্দোরে অবশ্য ১৪ রানে জেতে ভারত।

ক্যারিবিয়ান ব্যাটারদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক বোলিংয়েই ভরসা রাখতে চাইছে ভারত। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে তিলক ভার্মা জানিয়েছেন, প্রতিপক্ষের উইকেট তুলে নেওয়া হবে প্রধান লক্ষ্য। তাঁর কথায়, ‘যতক্ষণ না ১০টা উইকেট পড়ছে, ম্যাচ শেষ নয়। আমরা গা–ছাড়া মনোভাব নিয়ে মাঠে নামতে পারি না।’ দ্বিতীয় ম্যাচে উইকেট নেওয়ার বদলে রক্ষণাত্মক বোলিংয়ের কৌশল যে ভুল ছিল, স্বীকার করেন তিলক। তিনি জানান, কোচ গৌতম গম্ভীরও আক্রমণাত্মক মানসিকতায় উইকেট তুলে নেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন।

হায়দরাবাদের নতুন উইকেটে ব্যাটারদের শুরু থেকে পরিস্থিতি বুঝে নিতে হবে। তিলকের কথায়, ‘পিচ না বুঝে প্রথম বল থেকেই আক্রমণে যাওয়া যায় না।’

শেষ ইনিংসে ভরসা স্পিনাররা

সরাসরি জয়ের স্বপ্ন বাংলার

অগ্নি পাণ্ডে

কল্যাণী, ১৩ অক্টোবর

তৃতীয় দিনের শেষে বেশ ভাল জায়গায় বাংলা। প্রথম ইনিংসে বাংলা এগিয়ে যায় ১৮৯ রানে। জবাবে মঙ্গলবার তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে দিল্লির রান ১০১/৩। পিছিয়ে ৮৮ রানে। বুধবার চতুর্থ দিনে বাংলার জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কল্যাণীর বাইশ গজ নিয়ে চর্চা হচ্ছে ম্যাচ শুরুর আগে থেকেই। শেষ দিনে বাংলার দুই স্পিনার আমির গোনি এবং প্রদীপ্ত প্রামাণিক কি ফায়দা তুলতে পারবেন? দিল্লির অধিনায়ক আয়ুশ বাদোনি কিন্তু স্পিনের ফাঁদে বাংলার পাঁচ ব্যাটারকে তুলেছেন। তা হলে কি শেষ দিনে বাংলার স্পিনাররা দিল্লিকে বধ করতে পারবেন? বাংলার ক্রিকেটমহলে এই প্রশ্নই মঙ্গলবার বিকেল থেকে ঘুরতে শুরু করেছে।

দ্বিতীয় দিনের শেষে বাংলার দুই অপরাজিত শতরানকারী ব্যাটার সুদীপ ঘরামি এবং অভিষেক পোড়েল বেশ ভাল ভাবে শুরু করেছিলেন তৃতীয় দিনের সকালে। ঘরামি (২৩৫ বলে ১৩৩ রান, ১৯ চার) প্রথম ফিরে যান তৃতীয় দিনের শুরুতে। তারপর অভিষেক পোড়েল জুটি বাঁধেন সুমন্ত গুপ্তর সঙ্গে। অভিষেক আউট হন হৃতিক শোকিনের ডেলিভারিতে। লাফিয়ে–ওঠা ডেলিভারিতে ফেঁসে যান অভিষেক (২২৮ বলে ১৪৯, ১৭ চার, ১ ছয়)। এরপর টেলএন্ডার নিয়ে বাংলার মিডল অর্ডার ব্যাটার সুমন্ত গুপ্ত (৬২ বলে ৫০) খানিকটা চেষ্টা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত বাংলার প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৪২৯ রানে। দিল্লির দ্বিতীয় ইনিংসে প্রথম উইকেট পড়ে ১৫ রানে। আকাশদীপ তুলে নেন সার্থক রঞ্জনকে। তারপর দিনের শেষে দিল্লি আরও ২ উইকেট খুইয়ে ১০১/৩। দিনের শেষে অপরাজিত দিল্লির অধিনায়ক আয়ুশ বাদোনি (২৪) এবং অনুজ রাওয়াত (২৫)। তবে, দিল্লির প্রধান ব্যাটার যশ ধুল আকাশদীপের বাউন্সারে বুকে চোট পেয়েছিলেন। তিনি মঙ্গলবার ব্যাট করতে পারেননি। জানা গিয়েছে, চতুর্থ দিনে তিনি ব্যাট করতে নামতে পারেন। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেছেন, ‘এবার স্পিনারদের পালা। পিচে ক্ষত তৈরি হয়েছে। সেই ক্ষতকে কাজে লাগাতে পারলে আমরা জয়ের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারি।’ বাংলা এখন সরাসরি জয়ের দিকেই তাকিয়ে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দিল্লি প্রথম ইনিংস ২৪০, দ্বিতীয় ইনিংস ১০১/৩ (আয়ুশ বাদোনি অপরাজিত ২৪, অনুজ রাওয়াত অপরাজিত ২৫)। বাংলা প্রথম ইনিংস ৪২৯ (সুদীপ ঘরামি ১৩৩, অভিষেক পোড়েল ১৪৯, সুমন্ত গুপ্ত ৫০, বাদোনি ৫/৪৩)।

উইকেট নেওয়ার উচ্ছ্বাস মুকেশের। সঙ্গী অভিষেক। ছবি: সিএবি

তিনদিনেই বড় জয় মুম্বইয়ের

আজকালের প্রতিবেদন

রনজি ট্রফির ম্যাচে বড় জয় পেল মুম্বই। ইনিংস এবং ১৫৫ রানে হারিয়েছে চণ্ডীগড়কে। মুম্বইয়ের ৪২৯ রানের জবাবে চণ্ডীগড় প্রথম ইনিংসে ৭৮। ফলোঅন করে চণ্ডীগড়ের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ ১৯৬ রানে। ৩টি করে উইকেট নেন মুম্বইয়ের শামস মুলানি এবং তনুশ কোটিয়ান। তুষার দেশপান্ডের ২ শিকার। বড় জয় উত্তরপ্রদেশেরও। ইনিংস এবং ২৬৭ রানে হারিয়েছে বিহারকে। উত্তরপ্রদেশ ৫৪০। বিহার দুই ইনিংসে যথাক্রমে ১৪১ এবং ১৩২। অন্য ম্যাচে রাজস্থানের ৩৬৩ রানের জবাবে তামিলনাড়ু ২৭৪। দ্বিতীয় ইনিংসে রাজস্থান ৮১/৪। শ্রীনগরে চলছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন জম্মু ও কাশ্মীর বনাম মধ্যপ্রদেশের ম্যাচ। প্রথম ইনিংসে মধ্যপ্রদেশ ১৯৬, জবাবে জম্মু ও কাশ্মীর ১২০। দ্বিতীয় ইনিংসে মধ্যপ্রদেশ ১৫১/৫। আকিব নবির ২ উইকেট। সৌরাষ্ট্রের ৩৯২–এর জবাবে ছত্তিশগড় থামল ৩১২ রানে। ব্যাট হাতে শতরানের পর বলেও সফল রবীন্দ্র জাদেজা, নিলেন ৩ উইকেট। তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে সৌরাষ্ট্র বিনা উইকেটে ৪৫। হিমাচলের বিরুদ্ধে জয়ের সামনে হরিয়ানা। লক্ষ্য ৭১, হরিয়ানা ২৬/৩।

জয়ী অস্ট্রেলিয়া

ডারবানে প্রথম টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২১৪ রানে হারাল অস্ট্রেলিয়া। জেতার জন্য লক্ষ্য ছিল ৪২১। রান তাড়া করে প্রোটিয়ারা শেষ ২০৬–এ। সর্বোচ্চ রান এইডেন মার্করামের (৭৫)। দক্ষিণ আফ্রিকা ইনিংসে ধস নামালেন জশ হ্যাজেলউড (৬/৪৯)।

আফগানদের ড্র

আফগানিস্তানকে অলআউট করতে পারল না বাংলাদেশ। একমাত্র টেস্ট ড্র। ৪৭৯ তাড়া করে আফগানরা থামল ৩৪৬/৮–এ। সেদিকুল্লা অটল ১১১। প্রথম ইনিংসে ৫৩, দ্বিতীয় ইনিংসে ১০২, কিপার হিসেবে ৮টি ক্যাচ নিয়ে ম্যাচের সেরা লিটন দাস।

চ্যাম্পিয়ন অঙ্কুর

পঞ্চকুলায় ন্যাশনাল র‍্যাঙ্কিং টেবিল টেনিসে পুরুষ ও মহিলা সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন যথাক্রমে অঙ্কুর ভট্টাচার্য এবং দিয়া চিতালে। অঙ্কুর ৪–৩ হারান রিগান আলবাকোরাককে। মহিলা ফাইনালে দিয়া এক ব্যবধানে জয়ী সিন্ড্রেলা দাসের বিরুদ্ধে।

যুবরাজের পাশে মহারাজ

বাকিংহাম প্যালেসে চ্যারিটি ক্রিকেট। যুবরাজ উইলিয়ামের সঙ্গে সৌরভ গাঙ্গুলি। আছেন অজিঙ্কা রাহানে, ব্রায়ান লারা এবং অন্য ক্রিকেটাররা। ছিলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক জো রুটও। মঙ্গলবার লন্ডনে।

দিল্লির সহকারী কোচ যুবরাজ

আগামী আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের সহকারী কোচ হলেন যুবরাজ সিং। পাশাপাশি ব্যাটিং কোচের ভূমিকাও পালন করবেন। উল্লেখ্য, দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচ হিসেবে আগেই সৌরভ গাঙ্গুলির নাম ঘোষিত হয়েছে। আপ্লুত যুবরাজ বলেছেন, ‘দিল্লি ক্যাপিটালসে নতুন ভূমিকায় কাজ করতে মুখিয়ে রয়েছি। আরও ভাল লাগছে আবার দাদার সঙ্গে কাজ করতে পারব। এবার কোচ হিসেবে। আমাদের দলটা দারুণ, দলের সাফল্যে অবদান রাখতে চাই।’

S24 PAGS	127
N24 PAGS	127
RANAGHAT	127
ARAMBAGH	127
BURDWAN	126
BOLPUR	126
MIDNAPUR	126
BANKURA	126
SILIGURI	131
MALDA / BALURGHAT	134
FALAKATA	136
ALIPURDUAR	137

CONTACT-80160 91101